মিরাকেলাস প্রেয়ারস

দুআ কবুলের আশ্চর্য ঘটনা

খালিদ বিন সুলাইমান আর-রাবয়ী

বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। তবে কী পড়তে হবে তা নিয়ে অধিকাংশ পাঠকই উদাসীন। পেটের দায়ে যে বিদ্যার্জন হয় সেটা দিয়ে উদরপূর্তি হলেও মনের আত্মরক্ষার জন্য ভিন্ন কিছু দরকার। সস্তা মানের গল্প পড়ে মনের বাসন হয়তো-বা মেটে, আত্মার অপমৃত্যু রোধ করতে কি তা যথেষ্ট?

এই প্রশ্ন থেকেই একটি নতুন স্বপ্ন বুনেছি আমরা। স্বপ্নটির নাম দিয়েছি 'ওয়াফি পাবলিকেশন'। কেবল মনোরাজ্যের তুষ্টির জন্য নয়, বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে আমরা কাজ করতে চাই। অন্ধকার মনের প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উন্মোচন করে সত্যিকারের স্বশিক্ষিত জাতি হিসেবে নিজেদের উপস্থাপন করতে চাই। ফিতনার ঘোর অন্ধকারে আলো জ্বেলে দিতে চাই। পথিককে জ্ঞানের পথ দেখিয়ে দিতে চাই। আমাদের এই পথ চলায় আপনিও হোন আমাদের সাথি...

‘মিন আজায়িবিদ দুয়া’
গ্রন্থের অনুবাদ

মিরাকুলাস প্রেয়ারস

দুআ কবুলের আশ্চর্য ঘটনা

মূল
খালিদ বিন সুলাইমান আর-রাবয়ী

সম্পাদকীয়

যুগের সাথে তাল মিলিয়ে মানুষ নিত্য-নতুন অস্ত্র আবিষ্কার করছে। আদিযুগের ছুরি, বর্শা, ফলা, ধনুক ছেড়ে মানুষ আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার শিখেছে। তীর-তরবারির স্থান দখল করে নিয়েছে পিস্তল, রাইফেল, মেশিনগান। উট, ঘোড়া, হাতির স্থান দখল করে নিয়েছে সাঁজোয়া যান, সাবমেরিন, যুদ্ধবিমান। কেয়ামত অবধি আরও যত উন্নত সমরাস্ত্রের মহড়া হোক না কেন সব ধোঁকার খেলনা, মিছে পিস্তল বৈ কিছু না।

এ সবকিছু ডিঙিয়ে এক্সক্লুসিভ আর্ম হচ্ছে দুআ। এ দুআর শক্তিবলেই আমাদের সালাফরা মুসলিম জাহানের কেতন অর্ধজাহান বিস্তীর্ণ করেছিলেন। জনবলহীন বদরী কাফেলা যুগে যুগে অপরাজেয় সুপার পাওয়ার হিসেবে পৃথিবীকে শাসন করে এসেছে। কেননা, মুসলিম জাতি ছাড়া অন্য কারো কাছে যে এ অস্ত্র নেই।

কিন্তু, হায় আফসোস! যে জাতি ছিল 'মাথা নোয়াবার নয়', তারাই হয়ে গেল সবচেয়ে নির্যাতিত নিপীড়িত! আরাকান, কাশ্মীর, মিয়ানমার, সিরিয়ার কান্নার নজরানা আসবে কবে? জানিনা... তবে, আমরা বোধহয় নিজেদেরকে মরিচা পড়া রাইফেল বানিয়ে ফেলেছি। গুনাহের জং-এর কারণে তা থেকে যেন গুলি বেরোচ্ছে না। থাবা, ঠোঁট ও ডানাবিহীন বাজপাখির ন্যায় নিরস্ত্র অসহায় সৈনিক।

ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস, বিজাতিরা যতই নিজেদের জাগতিক অস্ত্রকে শাণিত করছে, আমরা ততই নিজেদের নিরস্ত্র ও অকেজো করে নিচ্ছি। শেষ রাত্রে বিনিদ্র চক্ষু থেকে অশ্রু-ফোয়ারা আর বইতে দেখা যায় না। আশা ও ভয়ে বিনীত মস্তককে আসামীরা আর স্বেচ্ছা-সমর্পণ করে না। মাওলার চরণে লুটে পড়ে না তাদের ললাট। আরশ-কাঁপা গোঙানিতে মুখরিত হয় না আমাদের প্রভাত। নিশিরাতের এসব ঔদাস্য আমাদের জীবনে এনে দিয়েছে অমানিশা। আর দিনমানে ব্যস্ততা কিংবা দুনিয়ার মত্ততা আমাদের হাত

উত্তোলনের ফুরসতটুকুও ছিনিয়ে নিয়েছে।

সালাতের পর হাত তোলা বিদআত মানতে গিয়ে আমরা ব্যক্তিগতভাবে দুআ করা প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। তা যেন ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য হয়ে যাচ্ছে। যারা কিছু দুআ করি তারাও দায়সারা গোছের। তড়িঘড়ি ও অস্থিরতা আমাদের দুআকে এতটাই দুর্বল করে ফেলে, তা আসমানের বর্ডার ডিঙাতে পারে না।

দুআ নামক অস্ত্র ব্যবহার করে আমি উপকৃত হতে চাচ্ছি, অথচ স্নাইপার ধারণকারীর ধৈর্য ও স্থিরতার ব্যাপারে মোটেও খবর রাখি না। চাতক পাখির প্রত্যাশা ও প্রতীক্ষার কথা কেন একটু ভাবি না! আমাদের কাছে যে কত বড় অস্ত্র আছে তা আমরা নিজেরাও জানি না। তাকদীরের ফায়সালা পর্যন্ত এ অস্ত্রের মুখে বদলে যায়। আসলে আমরা অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছি; ফলে 'মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্ নাস'-এর মোকাবেলায় আত্মসমর্পণ করে বসে আছি। সামান্য বিপদে হীনবল ও নিরাশ হয়ে পড়ছি। তাহলে এবার আসুন আমরা নিজেদের অস্ত্রগুলো একটু যত্ন নেই। অতঃপর সিদ্ধহস্তে তা পরিচালনা করি। বক্ষ্যমাণ বইটি এ অনুপ্রেরণায় পাঠকদের উদ্দীপ্ত করবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে, আল্লাহর কাছে সকলের জন্য কল্যাণ কামনা করি। বিশেষ করে পিতা-মাতা, উস্তাদ ও পরিবার-পরিজনকে যেন তিনি দু'জাহানে ধন্য করেন এবং তাদের ওছিলায় আমাদেরও —আমীন। হে আল্লাহ! ক্ষমা করো আমাদের এবং আমাদের সেই ভাইদের যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি অতি মমতাবান, পরম দয়ালু! (সুরা হাশর : ১০)

মাহমুদুল হক
মিরপুর-২, ঢাকা।
১৩ অক্টোবর, ২০২১।

অনুবাদকের কথা

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلَــى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، أَمَّا بَعْدُ

'মিন আজায়িবিদ দুয়া' কিতাবটির অনুবাদ সমাপ্ত করতে পেরে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি। মুমিনের জীবনে দুআর গুরুত্ব অপরিসীম। হাদিসের ভাষায় তা সকল ইবাদতের প্রাণ। আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্কের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ দুআ। কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে, 'আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব।' বান্দার মতো ক্ষুদ্র সৃষ্টি মহান মালিক আল্লাহকে ডাকতে পারে, তাই তো পরম সৌভাগ্য; তার ওপর আবার মালিক যদি সে ডাকে সাড়া দেন, যদি বান্দার চাওয়া পূরণ করেন, তবে তা মালিকের অসীম দয়া ছাড়া আর কী!

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি লেখক সংকলন করেছেন শুধুই দুআর কথা ও কাহিনি নিয়ে। শুরুতে দুআর গুরুত্ব, মর্যাদা ও আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্যে তথ্যবহুল আলোকপাত করে প্রবেশ করেছেন মূল বিষয়ে—দুআ কবুলের যত বিস্ময়কর কাহিনি। পূর্ববতী নবি-রাসুল থেকে শুরু করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীন হয়ে যুগের সিঁড়ি ভেঙে ক্রমশ নেমে এসেছে তার কাহিনির আস্তিন। এভাবে সবশেষে স্থান পেয়েছে লেখকের নিজ দেখা বা শোনা থেকে প্রাপ্ত ঘটনাবলি। আশা করি আল্লাহ তায়ালার কুদরতের মহিমায় ভাস্বর এসব ঘটনা পাঠকের মনে আল্লাহ-ভরসা ও দুআ-মুনাজাতের উদ্দীপনা জাগাবে।

অনুবাদ সম্পর্কে দুয়েকটি কথা। লেখক সাধারণত সকল তথ্য ও ঘটনার সূত্র উল্লেখ করেছেন। অনুবাদে সেসব সূত্র হুবহু রাখা হয়েছে।[১] কোথাও কোথাও প্রয়োজনমাফিক নতুন সূত্রও সংযোজন করা হয়েছে। মূল গ্রন্থটির মুদ্রণ নিখুঁত ছিল না। স্থানে-স্থানে মুদ্রণ-প্রমাদের কারণে অনুবাদে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। প্রায় প্রতিটি ঘটনায় মূল সূত্রের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। কোথাও কোথাও অতিসংক্ষেপণে

---

১. সূত্রগুলোতে হাদিসের নম্বর ব্যতীত শুধু কিতাবের নাম উল্লেখ পর্যন্তই ক্ষান্ত করা হয়েছিল। সেগুলোতে যথাসম্ভব হাদিস নম্বর সংযোজনের প্রয়াস চালানো হয়েছে। কদাচিৎ কোনো হাদিস উল্লেখিত গ্রন্থে অনুসন্ধান মোতাবেক না মিললে অন্য যে গ্রন্থে মিলেছে তা বন্ধনীতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ সহায়। —সম্পাদক

বক্তব্য অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় সূত্রের সহায়তায় বর্ণনা কিছুটা সম্প্রসারণ করতে হয়েছে। এসব পরিশ্রম—ধারণা করি—অনুবাদগ্রন্থটিকে মূল গ্রন্থের অতিরিক্ত কিছু বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করেছে।

পরিশেষে ওয়াফি পাবলিকেশনকে ধন্যবাদ, এমন উপকারী গ্রন্থ অনুবাদ করিয়ে প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ ভাই মুফতি মাহমুদুল হককে, যিনি ওয়াফি ও আমার মধ্যকার বন্ধনসেতু। এই গ্রন্থ যদি পাঠকের ঈমানের বারুদে কিছুটা হলেও ঝলকানি জাগাতে পারে, অন্তরে যদি সাজাতে পারে তাওয়াক্কুল ও আল্লাহমুখিতার ফুলদানি, তবে এই গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও প্রকাশ সার্থক। আল্লাহ কবুল করুন, ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন। আমিন।

মাআস-সালাম—
নাঈম আবু বকর
শিক্ষক, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

সূচিপত্র

প্রাককথন ১৫
দুআর মাহাত্ম্য ১৭
কুরআনে কারিম থেকে: ১৭
সুন্নাহ থেকে: ১৮

দুআর আদবকেতা

দুআর শর্তাবলি ২৩
দুআ কবুলের বাধাসমূহ ২৪
দুআর কিছু ভুল ২৫
দুআর আদবসমূহ ২৬
দুআ কবুলের বিশেষ স্থান, কাল ও উপলক্ষ্য ৩২
কিছু মকবুল দুআ ৪৪

নবীদের বিস্ময়কর দুআ

হজরত আদম আ.-এর দুআ ৪৯
নুহ আ.-এর দুআ ৫০
ইবরাহিম আ.-এর দুআ ৫১
ইয়াকুব আ.-এর দুআ ৫৩
ইউসুফ আ.-এর দুআ ৫৪
মুসা আ.-এর দুআ ৫৫
আইয়ুব আ.-এর দুআ ৫৬
ইউনুস আ.-এর দুআ ৫৮
এক পিঁপড়ার দুআ ৬০
জাকারিয়া আ.-এর দুআ ৬০
ঈসা আ.-এর দুআ ৬১

রাসূল ﷺ -এর বিস্ময়কর দুআ

হিজরতের পথে দুআ ৬৫
রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আরেকটি দুআ ৬৫
দাওস গোত্রের জন্য দুআ ৬৬
হজরত আবদুর রহমান বিন আওফ

রাযি.-এর জন্য দুআ ৬৬
হজরত আনাস বিন মালিক রাযি.-
এর জন্য দুআ ৬৭
সাহাবায়ে কেরামের জন্য দুআ ৬৮
হজরত আলি রাযি.-এর জন্য দুআ ৬৮
হজরত জাফর বিন আবি তালিব
রাযি.-এর জন্য দুআ ৬৮
হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস
রাযি.-এর জন্য দুআ ৬৯
সাকীফ গোত্রের জন্য দুআ ৬৯
হজরত আবু হুরাইরা রাযি.-এর মায়ের জন্য দুআ ৭০
আমির বিন তুফাইলের ওপর বদদুআ ৭১
দাঁতের বদলায় দাঁত ৭১
মুসলিম সেনাবাহিনীর জন্য দুআ ৭২
আমর বিন আখতাব রাযি.-এর জন্য দুআ ৭২
হজরত জারির রাযি.-এর জন্য দুআ ৭২
রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দুআর বরকতে ধনী ৭৩
আসমান-জমিনের বাহিনীসমূহ একমাত্র আল্লাহর ৭৩

সাহাবীদের বিস্ময়কর দুআ

হজরত ওমর বিন খাত্তাব রাযি.-এর দুআ ৭৭
হজরত আলি রাযি.-এর দুআ ৭৭
হজরত সা'দ বিন মুআজ রাযি.-এর দুআ ৭৭
একটি আশ্চর্য ঘটনা ৭৮
হজরত উম্মে সালাম রাযি.-এর দুআ ৭৯
হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাযি.-এর দুআ ৭৯
হজরত উবাই বিন কাব রাযি-এর দুআ ৮০
দুআয় কাটা গেল জিহ্বা ৮০
এই তার প্রতিফল ৮১
'হে আল্লাহ, ওর ক্ষতি থেকে আমাদের মুক্তি দিন' ৮১
হজরত সাঈদ বিন যাইদ রাযি.-এর দুআ ৮২
হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-এর দুআ ৮২
উম্মুল মুমিনিন যাইনাব বিনতে জাহশ

রাযি.-এর দুআ ৮৩
চোরের বিরুদ্ধে জনৈক সাহাবির বদদুআ ৮৩
বৃষ্টির দুআ করলেন তিনি ৮৫
হজরত হুসাইন রাযি.-এর দুআ ৮৫
এক মুমিনের দুআ ৮৬
সেটাই তো আমাদের কাঙ্ক্ষিত ৮৬
আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ৮৬
সেনাপতি নিহত, কিন্তু তার দুআয় সৈন্যরা নিরাপদ ৮৬
আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবিস সারহ.-এর দুআ ৮৭
হজরত আনাস রাযি.-এর খোঁজে হাজ্জাজের পুলিশ ৮৮

পরবর্তী প্রজন্মের বিস্ময়কর দুআ

যেমন কর্ম তেমন ফল ৯৩
খচ্চরটি রয়ে গেল ৯৩
তারাই ছিলেন মানুষ ৯৩
আল্লাহ তাদের অন্তরে ভয় ঢেলে দিলেন ৯৪
মোরগের বিরুদ্ধে বদদুআ ৯৪
অহংকার ও ঔদ্ধত্যের শাস্তি ৯৫
হাজ্জাজের দরবারে যাবার কালে দুআ ৯৫
প্রবল ঢেউয়ের মধ্যে দুআ ৯৫
শাহাদাতের দুআ করে হলেন শহিদ ৯৬
এক নেকবান্দার দুআ ৯৬
আবু মুসলিম ও এক নারী ৯৬
অন্ধ ফিরে পেল দৃষ্টিশক্তি ৯৭
দুআয় কারামুক্তি ৯৭
বন্দিকে মুক্তি না দিলে ঘুম হারাম ৯৮
তোমাকে মোবারকবাদ ৯৮
দুআ কবুলের আলামত ৯৯
পাগলরূপী বুজুর্গ ৯৯
ইবনুল মুনকাদির ও একজন দুআকারী বান্দা ১০০
সকল প্রশংসা আল্লাহর ১০১
দুআ শেষ না হতেই বৃষ্টি ১০২
খলিফার দুআ ১০২

ওজুকালে অচল অঙ্গ হয় সচল ১০৩
সমুদ্রে দুআ ১০৩
যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ্ তার জন্য যথেষ্ট ১০৩
বিস্ময়কর এক কাহিনি ১০৪
দুআয় হলেন মেধাবী ১০৪
ধারকৃত ঘোড়া ১০৫
হাজ্জাজের জেলখানায় দুআ ১০৫
ইবনে মুবারক রহ.-এর দুআ ১০৬
সুফয়ান বিন উয়াইনা রহ.-এর দুআ ১০৬
গাছের বিরুদ্ধে বদদুআ ১০৭
হাঁচিতে ফিরে পেলেন দৃষ্টিশক্তি ১০৭
সেরে উঠল বিশ বছরের অচল নারী ১০৭
আখিরাতের আজাবের নমুনা দুনিয়াতেই ১০৮
রমজানের এক দুআ ১০৮
বৃদ্ধাকে মেরে কাটা গেল হাত ১০৯
বদদুআয় ডুবে গেল নৌকা ১০৯
গোয়েন্দার পরিণতি ১০৯
এলেন অন্যের কাঁধে, ফিরলেন সুস্থ হয়ে ১১০
দুআয় কাফির হলো মুসলমান ১১০
আল্লাহর কাছে চেয়ে পেলেন আশ্রয় ১১১
মজলিস শেষ হবার আগেই কারামুক্তি ১১১
অসুস্থের দুআ ১১২
উনুনে ফেলে মাথায় ঠোকা হলো পেরেক ১১২
কাজি হতে চান না তিনি ১১৩
দুআয় বেঁচে উঠল গাধা ১১৩
হাজিদের দুআ ১১৪
শাহাদাতের দুআ ১১৪
রোমের বন্দির দুআ ১১৫
ইমাম বুখারি রহ.-এর দুআ ১১৫
মিথ্যা অভিযোগ করায় বদদুআ ১১৬
নগদ দুআ কবুল ১১৬
দুআ হলো কবুল ১১৭

তিনটি দুআ	১১৭
আমি রবের কথা রেখেছি, তিনিও আমার কথা রেখেছেন	১১৮
অন্ধ হওয়ার দুআ, পরে দৃষ্টিশক্তির দুআ	১১৮
ইঁদুরের বিরুদ্ধে বদদুআ	১১৯
শীতকালেও গরম পানি	১১৯
এটাই আল্লাহর ফয়সালা	১১৯
দুআর দশগুণ দান	১২০
মুহরিজ তিউনিসির দুআ	১২০
হাবিব আজমির দুআ	১২১
মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বৃদ্ধার বদদুআ	১২১
আল্লাহই একমাত্র রিজিকদাতা	১২১
হক কথা বলে মুক্তি	১২২
বিস্ময়কর দুআ কবুল	১২৩
তিনিই খাওয়ান ও পান করান	১২৩
কুয়ার ভেতরে দুআ	১২৪
যমযম পান করে দুআ	১২৪
অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বদদুআ	১২৪
দুআয় মহিলার রোগমুক্তি	১২৫
চিকিৎসকেরা ব্যর্থ, দুআয় আরোগ্য	১২৫
দুআর কারণে পাখির পেটে	১২৬
মন্ত্রীর দুআ	১২৬
'আমরা পাপী, তাই আমাদের বৃষ্টি দিন'	১২৭
বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের দুআ	১২৭
বরকতময় বিয়ে	১২৮
বদদুআয় শ্বেতরোগ	১২৯
টেকোমাথা শিশু	১২৯
ইমাম মাকদিসি রহ.-এর দুআ	১২৯
রোজা অবস্থায় পিপাসা নিবারণ	১৩০
দুআয় বেরিয়ে এল কানের কঙ্কর	১৩০
দশ সন্তানের জন্য দুআ	১৩১
সন্তানের বিরুদ্ধে পিতার বদদুআ	১৩১
হিন্দুস্তানি দর্জির দুআ	১৩২

বিশ মিনিটের আতঙ্কের পর বিপদমুক্তি ১৩২
মরুভূমিতে দুআ ১৩৩
কারাবন্দি ও প্রহরী ১৩৪
দুআয় বৃষ্টি থেমে গেল ১৩৫
বিদ্যুৎ-মিস্ত্রীর দুআ ১৩৫
জালিম ও মজলুম ১৩৬
ছেলের বিরুদ্ধে মায়ের বদদুআ ১৩৭
মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার ১৩৮
আপনার দুআ কবুল হয়েছে ১৩৯
আল্লাহকে ডাকায় কঠিন হলো সহজ ১৩৯
বিশ হাজারের গল্প ১৩৯
ধন্যবাদ হে রিয়াদের গভর্নর ১৪০
নেককার লোকটি ১৪১
পরীক্ষা গেল পিছিয়ে ১৪৩
দুর্বল অধীনস্থদের জন্য দুআ ১৪৩
ধূমপান বর্জন ১৪৩
বদদুআয় ভাঙল হাত ১৪৪
সকল শুকরিয়া আল্লাহর ১৪৪
বেরিয়ে গেলেন শিক্ষক ১৪৫
স্নেহময়ী মা ১৪৫
আল্লাহর নিয়ামত ১৪৫
ডক্টরেট থিসিসের সমস্যাবলির সমাধান ১৪৬
স্বামীর বিরুদ্ধে বদদুআ ১৪৬
কাবা দেখার জন্য দৃষ্টিশক্তি ফেরত পাবার দুআ ১৪৬
তাওয়াফের মধ্যে দুআ ১৪৭
স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে দুআ ১৪৭
এক বিপদগ্রস্তের দুআ ১৪৭
আল্লাহর কসম, তিনি ছাড়া তোমার কেউ নেই ১৫০
দাহনা মরুভূমিতে দুআ ১৫১
শেষ কথা ১৫২
অনুবাদক পরিচিতি ১৫৩

প্রাককথন

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর, যিনি গোটা জগতের প্রতিপালক। দরুদ ও সালাম হোক নবির ওপর, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবিগণের ওপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের পদাঙ্ক অনুসারীদের ওপর।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি মূলত যুগে যুগে আল্লাহর বান্দাদের দুআ কবুলের একগুচ্ছ ঘটনার সংকলন। বিভিন্ন কিতাব ও সূত্র থেকে আমি ঘটনাগুলো সংগ্রহ করেছি। মুসলমান ভাইবোনদের দুআ ও আল্লাহমুখিতায় আরও বেশি উদ্বুদ্ধ করতেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। ঘটনাগুলোর পূর্বে দুআ-সংক্রান্ত কিছু আলোচনা যুক্ত করেছি, যাতে দুআর ক্ষেত্রে পাঠক সেগুলো অনুসরণ করে নিজেও মকবুল দুআর সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন।

গ্রন্থটির আলোচনার ক্রম নিম্নরূপ—

১। দুআর ফাযায়েল ও মাহাত্ম্য—এ শিরোনামে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দুআর মাহাত্ম্যের আলোচনা হয়েছে।

২। দুআর শর্তাবলি। সকল শর্তের আলোচনা না হলেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলো আলোচিত হয়েছে।

৩। দুআ কবুলের বাধাসমূহ। যে সকল কারণে দুআ কবুল হয় না, সেগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে।

৪। দুআর ক্ষেত্রে যেসব ভুল অনেকের হয়ে থাকে। অধিকতর ব্যাপক ভুলগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

৫। দুআর আদবসমূহ। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, কারণ দুআর ক্ষেত্রে

আদবের গুরুত্ব অপরিসীম।

৬। যেসকল সময় ও অবস্থায় দুআ কবুলের সম্ভাবনা বেশি, সেগুলোর আলোচনা।

৭। হাদিসে বর্ণিত কিছু মকবুল দুআ।

উল্লেখ্য, এসব আলোচনা আমি অধুনা-রচিত দুআ-সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছি, মূল উৎসগ্রন্থগুলো সরাসরি দেখিনি। বিভিন্ন স্থানে যেসব হাদিস উল্লেখ হয়েছে, সেগুলোর রেফারেন্সও হাতের কাছে থাকা গ্রন্থগুলোর অনুসরণে দিয়েছি, সরাসরি হাদিসের কিতাব ঘাটিনি।

৮। ঘটনাবলি। এক্ষেত্রে প্রথমে এনেছি নবিদের দুআ, তারপর সাহাবিদের, তারপর তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের। এভাবে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন যুগ অতিক্রম করে সবশেষে আমাদের যুগে ঘটিত দুআ কবুলের ঘটনাগুলো উল্লেখ করেছি।

পাঠকের নিকট অনুরোধ, আপনার নিজের জীবনে কিংবা জানা-শোনার মধ্যে এমন ঘটনা থাকলে আমাদেরকে জানাবেন। ইনশাআল্লাহ, দ্বিতীয় খণ্ডে সেগুলোকে স্থান দেওয়ার চেষ্টা করব।

আল্লাহ তায়ালার কাছে দুআ, যেন তিনি গ্রন্থটিকে সকলের জন্য উপকারী বানিয়ে দেন এবং আমার পরকালীন সঞ্চয় হিসেবে কবুল করেন।

-খালিদ বিন সুলাইমান আর-রাবয়ী
শিক্কা, বুরাইদা, আল-কাসিম, সৌদি আরব

দুআর মাহাত্ম্য

কুরআনে কারিম থেকে:

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ
إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.

‘আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার ওপর ঈমান আনুক, যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে।’ (সুরা বাকারা: ১৮৬)

আল্লাহ আরও বলেন,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

‘তোমাদের প্রতিপালক বলেন, ‘তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।’ (সুরা মুমিন: ৬০)

তিনি আরও বলেন,

ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَلَا تُفْسِدُواْ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

'তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক; তিনি জালিমদেরকে পছন্দ করেন না। দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তোমরা তাতে বিপর্যয় ঘটিয়ো না, তাঁকে ভয় ও আশা-সহকারে ডাকবে। নিশ্চয় আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।' (সুরা আরাফ: ৫৫-৫৬)

সুন্নাহ থেকে:

১। হজরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুল ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তায়ালার নিকট দুআর চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আর কিছু নেই।'[২]

২। হজরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত— রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যে আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত হন।'[৩]

৩। হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত— রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'কোনো মুসলমান যদি আল্লাহ তায়ালার কাছে গুনাহ ও আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদমুক্ত নির্দোষ কোনো দুআ করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাকে তিন বিষয়ের যেকোনো একটি দান করবেন—হয়তো প্রার্থিত বস্তু নগদ দান করবেন, অথবা তা আখিরাতের জন্য সঞ্চিত রাখবেন, কিংবা তৎপরিবর্তে তাকে সমপরিমাণ অনিষ্ট থেকে মুক্তি দেবেন।' সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'তাহলে তো আমরা অধিকহারে দুআ করব।' রাসুল ﷺ বললেন, 'আল্লাহর দান তার চেয়েও অধিক।'[৪]

৪। হজরত সালমান ফারসি রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'নিশ্চয় তোমাদের রব লজ্জাশীল ও উদার; বান্দা তাঁর সমীপে হাত তুললে তা শূন্য ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।'[৫]

---

২. তিরমিজি ৩৩৭০, ইবনে মাজাহ ৩৮২৯।

৩. তিরমিজি ৩৩৭৩।

৪. মুসনাদে আহমদ ১১১৩৩ ও জাবির ও উবাদা রাযি.-এর সূত্রে তিরমিজি ৩৫৭৩।

৫. আবু দাউদ ১৪৮৮।

৫। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত— রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'দুআ ঘটিত ও অঘটিত সকল সমস্যার সমাধান করে। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা, দুআর প্রতি খুব গুরুত্ব দাও।'[৬]

৬। হজরত সালমান রাযি. থেকে বর্ণিত— রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'দুআ ছাড়া কোনো কিছু তাকদির পরিবর্তন করতে পারে না। আর সৎকর্ম ছাড়া কোনো কিছু পারে না আয়ু বাড়াতে।'[৭]

৬. হাকিম ১৮৩ ও আহমাদ ২২০৪।
৭. তিরমিজি ২১৩।

দুআর আদবকেতা

দুআর শর্তাবলি

দুআর গুরুত্বপূর্ণ কিছু শর্ত নিম্নরূপ—

এক. ইখলাস। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ

'সুতরাং আল্লাহকে ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।' (সুরা মুমিন: ১৪)

দুই. রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

'তোমরা তার অনুরসণ করো, যাতে সঠিক পথ পাও।' (সুরা আরাফ: ১৫৮)

তিন. আল্লাহর প্রতি আস্থা ও দুআ কবুলের বিশ্বাস। আল্লাহ তায়ালার প্রতি আস্থা বাড়ানোর অন্যতম উপায় হলো একথা স্মরণ রাখা যে, সকল কল্যাণ ও বরকত কেবল তাঁর নিকটেই রয়েছে।

হজরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত— রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমরা আল্লাহর কাছে দুআ করো—কবুলের নিশ্চিত বিশ্বাস রেখে।'[৮]

চার. মনোযোগ, বিনয় এবং আল্লাহর সাওয়াবের আশা ও শাস্তির ভয় নিয়ে দুআ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّهُمْ كَانُوا۟ يُسَارِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً
وَكَانُوا۟ لَنَا خَاشِعِينَ

'তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত, তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সহিত এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত।' (সুরা আম্বিয়া: ৯০)

৪. তিরমিজি ৩৪৭৯।

পাঁচ. দৃঢ়তার সঙ্গে দুআ করা। হজরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত— রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমরা কেউ যখন দুআ কর, তখন দৃঢ়ভাবে প্রার্থনা করবে, এমন বলবে না—'হে আল্লাহ, আপনি চাইলে দিন!' কারণ, আল্লাহকে বাধ্য করার কেউ নেই।'[৯]

দুআ কবুলের বাধাসমূহ

এক. হারাম খাওয়া ও হারাম পরা। যেমন হাদিসে এসেছে, 'কোনো কোনো ব্যক্তি মলিন বেশ ও এলোমেলো কেশে দীর্ঘ সফরে ঘুরতে থাকে আর আকাশের দিকে হাত তুলে বলতে থাকে 'ইয়া রব, ইয়া রব'; অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম এবং সে প্রতিপালিতও হয়েছে হারামে; কীভাবে তার দুআ কবুল হবে!'[১০]

দুই. তাড়াহুড়ো ও দুআ বর্জন। হজরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুল ﷺ বলেন, 'বান্দার দুআ কবুল করা হয় যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়ো করে বলতে থাকে—'আমি তো দুআ করেছি, কিন্তু কবুল হয়নি।'[১১]

তিন. গুনাহ ও পাপাচার। কবি বলেন—

'বিপদে আল্লাহকে জপি, বিপদ গেলেই বেমালুম ভুলে যাই!

কীভাবে কবুল হবে দুআ, গুনাহ দিয়ে রুদ্ধ যে তার দুয়ার!'

চার. আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালন ছেড়ে দেওয়া। হজরত হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যার হাতে আমার প্রাণ, সে সত্তার কসম, তোমরা অবশ্যই সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্ম থেকে নিষেধ করবে, অন্যথায় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর আপতিত হবে শাস্তি। অতঃপর তোমরা তাকে ডাকবে, কিন্তু তা কবুল হবে না।'[১২]

পাঁচ. গুনাহ কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদের দুআ করা। হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত— রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'কোনো মুসলমান যদি আল্লাহ তায়ালার কাছে গুনাহ ও আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদমুক্ত দুআ করে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাকে তিন বিষয়ের যেকোনো একটি দান করবেন—হয়তো প্রার্থিত বস্তু নগদ দান করবেন, অথবা তা আখিরাতের জন্য সঞ্চিত রাখবেন, কিংবা তৎপরিবর্তে তাকে

৯. বুখারি ৬৩৩৮ ও মুসলিম ২৬৭৮।

১০. মুসলিম ১০১৫।

১১. বুখারি ৬৩৪০ ও মুসলিম ২৭৩৫।

১২. তিরমিজি ২১৬৯।

সমপরিমাণ অনিষ্ট থেকে মুক্তি দেবেন।' সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'তাহলে তো আমরা অধিকহারে দুআ করব।' রাসুল ﷺ বললেন, 'আল্লাহর দান তার চেয়েও অধিক।'[১৩]

দুআর কিছু ভুল

এক. শিরক বা বিদআত হয়—এমন উসিলা না দেওয়া।[১৪]

দুই. যুক্তি, প্রকৃতি বা শরিয়েতের আলোকে অসম্ভব বিষয়ের দুআ করা।

---

১৩. মুসনাদে আহমদ ১১১৩৩ ও জাবির ও উবাদা রাযি.-এর সূত্রে তিরমিজি ৩৫৭৩।

১৪. দুআর মধ্যে উসিলা দেওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। অনেকেই উসিলা দিয়ে দুআ করাকে শিরক মনে করে। কিন্তু, কুরআন-সুন্নাহর অসংখ্য নুসুসের আলোকে প্রতীয়মান হয়, দুআর মধ্যে নবী-রাসুল বা নেককার বান্দাদের এবং নিজের নেক আমলের উছিলা দেওয়া যায়—এর কোনোটিই শিরক নয়। কারণ, দুআর মধ্যে অন্য কারও কাছে চাওয়া তো হচ্ছে না; কেবল আল্লাহ তাআলার কাছেই চাওয়া হচ্ছে। অন্য কারও কথা উল্লেখ করা হচ্ছে শুধু বরকত লাভের উপায় হিসেবে, উসিলা হিসেবে। আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফে বলেন, হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর। [সূরা মায়িদা: ৩৫] যাদের তারা আহ্বান করে, তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থ তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে নৈকট্যশীল। [সুরা বনী ইসরাঈল: ৫৭]

* এ প্রসঙ্গে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলা দিয়ে আদম আ. কর্তৃক ক্ষমাপ্রার্থনার হাদিসটি উল্লেখ্য। হাকিম তাঁর মুসতাদরাকে (২/৬১৫) বর্ণনাটি এনে সেটিকে সহিহ বলেছেন এবং এর অনেক শাওয়াহেদও রয়েছে। দেখুন, মাফাহিম ইয়াজিবু আন তুছাহ্হাহা, পৃষ্ঠা ১২৪-১৩০, শায়খ আলাউয়ী (মৃত্যু ২০০৪)।

* ওমর রা. ওফাতের সময় নবিজি ﷺ-এর পার্শ্বে শয়ন করার জন্য কতটা উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন তা বুখারির ১৩৯২ নং হাদিস থেকে জানা যায়।

* ওসমান রা.-এর হাত থেকে উরাইস কূপে নবিজির ﷺ আংটিট পড়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তা আবু বকর ও ওমর রা. কীভাবে সংরক্ষণ করছিলেন তা বুখারির ৫৮৭৯ নং হাদিস থেকে জানা যায়।

* উম্মে সুলাইম কর্তৃক নবিজির চুল সংরক্ষণ করে রাখার কথা বুখারির ৫৮৯৭ নং হাদিসে পাওয়া যায়। এক বর্ণনায় আছে, তাঁর সন্তান আনাস রা. ওসিয়ত করে যান, মৃত্যুর পর সেখান থেকে একটি চুল যেন তার মুখনগুলে রাখা হয়।

* ঘুমন্ত নবিজির ঘাম বোতলে আহরণ করতে গিয়ে ধরা খেয়েছিলেন উম্মে সুলাইম রা.। কৈফিয়ত দিলেন, বাচ্চা-কাচ্চাদের বরকত দেবার আশায় করছি। নবিজি শিরক তো বললেন-ই না; বরং বললেন, ঠিকই করেছ- (মুসলিম ২৩৩১)।

* আসমা রা. তো রুগীর সুস্থতা কামনা করতেন তাঁর কাছে সংরক্ষিত নবিজির ﷺ জামা ধোয়া পানি দ্বারা- (মুসলিম ২০৬৯)।

বাছুনি করে বিশুদ্ধ কিছু হাদিস উল্লেখ করা হলো। এগুলো থেকে প্রতীয়মান হয়, নেককার বান্দাদের সাথে সম্পৃক্ত সবকিছু—তাদের নাম উল্লেখ, ব্যবহৃত বা উচ্ছিষ্ট বস্তু ইত্যাদি—বরকতের উপকরণ। এগুলো শিরক নয়; যদি শিরক হতো তাহলে সাহাবিদের স্বর্ণযুগের উল্লেখিত চিত্র পাওয়া যেত না। তবে অবশ্যই উসিলা বা বরকতের বিষয়কে জরুরি বা আসল মনে করা যাবে না; নিছক উছিলা বা বরকত হিসেবেই বিশ্বাস রাখতে হবে। এসব বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি বা শিথিলতা কোনোটিই ঠিক নয়।—সম্পাদক

তিন. নিজের ওপর কিংবা পরিবার ও সম্পদের ওপর বদদুআ করা।

চার. গুনাহ চেয়ে দুআ করা, যেমন—'হে আল্লাহ, অমুককে আপনি অমুক গুনাহে লিপ্ত করে দিন'।

পাঁচ. আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদের দুআ করা।

ছয়. পাপাচারের বিস্তার কামনা করে দুআ করা।

সাত. দুআর আদব বর্জন করা।

আট. দুআ-কালে আল্লাহ তায়ালার যথোপযুক্ত নাম ও সিফাত চয়নে গুরুত্ব না দেওয়া।

নয়. দুআ কবুল হওয়ার ব্যাপারে হতাশা কিংবা সংশয়।

দশ. আল্লাহ তায়ালাকে এমন নামে ডাকা, যা কুরআন-সুন্নায় বর্ণিত হয়নি।

এগারো. অতি উচ্চৈঃস্বরে দুআ করা।

বারো. কৃত্রিমভাবে কাঁদা কিংবা স্বর উঁচু করা।[১৫]

দুআর আদবসমূহ

১। আল্লাহ তায়ালার হামদ ও রাসুল ﷺ-এর ওপর দরুদ দ্বারা শুরু ও শেষ করা।

রাসুল ﷺ এক নামাজরত ব্যক্তিকে আল্লাহর প্রশংসা করতে ও নবি ﷺ-এর ওপর দরুদ পড়তে দেখে বললেন, 'হে নামাজি, দুআ কর, কবুল করা হবে; চাও, প্রদান করা হবে।'[১৬]

২। সুখ ও দুঃখ উভয় অবস্থায় দুআ করা। হজরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি কামনা করে বিপদ ও দুর্যোগকালে তার

১৫. কৃত্রিম কান্না যদি লোকদেখানোর জন্য হয়, তবে অবশ্যই নিন্দনীয়। পক্ষান্তরে অন্তর নরম করার চেষ্টা হিসেবে কৃত্রিমভাবে কাঁদা পছন্দনীয়। সুনানে ইবনে মাজায় বর্ণিত হয়েছে, রাসুল ﷺ বলেন, 'হে লোকসকল, তোমরা কাঁদ, যদি কান্না না আসে তবে কান্নার ভান কর।'-অনুবাদক

১৬. সুনানে নাসাঈ ১২৮।

দুআ কবুল হোক, সে যেন সুসময়েও বেশি বেশি দুআ করে।'[১৭]

৩। নিম্নস্বরে দুআ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ

'তোমরা বিনীতভাবে ও চুপিসারে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক; তিনি জালিমদের পছন্দ করেন না।' (সুরা আরাফ: ৫৫)

৪। দুআয় আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ
وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

'আমার শাস্তি যখন তাদের ওপর আপতিত হলো তখন তারা কেন বিনীত হলো না? অধিকন্তু তাদের হৃদয় কঠিন হয়েছিল এবং তারা যা করছিল, শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল।' (সুরা আনআম: ৪৩)

৫। পীড়াপীড়ি করে দুআ করা। হজরত আনাস রাযি. থেকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি (মারফু) হিসেবে বর্ণিত—'তোমরা 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' বলে পীড়াপীড়ি করো।[১৮]

৬। শরিয়তসম্মত উসিলা দেওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ

'তোমরা তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ করো।' (সুরা মাইদা: ৩৫)

এখানে 'উপায় অন্বেষণ' দ্বারা উদ্দেশ্য, আনুগত্য ও নেক আমল দ্বারা নৈকট্য অর্জন।

৭। দুআয় আল্লাহর নিয়ামত ও নিজ গুনাহ স্বীকার করা। যেমন হজরত শাদ্দাদ বিন

---

১৭. তিরমিজি ৩৩৮২ ও হাকিম।
১৮. তিরমিজি ৩৫২।

আওস রাযি. থেকে বর্ণিত— রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, সাইয়িদুল ইসতিগফার (শ্রেষ্ঠ ক্ষমাপ্রার্থনা) হলো, এভাবে বলা—'হে আল্লাহ, আপনি আমার রব, আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আর আমি আপনার বান্দা। যথাসম্ভব আমি আপনার সঙ্গে কৃত ওয়াদার ওপর অটল আছি। নিজ কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। আমার ওপর আপনার নিয়ামত স্বীকার করি, আর স্বীকার করি আমার গুনাহ। সুতরাং, আমাকে ক্ষমা করে দিন। আপনি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই।' রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি এই বাক্যগুলো বিশ্বাসের সঙ্গে দিনে বলবে, অতঃপর ওইদিন মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতি হবে। এভাবে যে রাতে বলে সে রাতে মৃত্যুবরণ করবে সে-ও জান্নাতি হবে।'[১৯]

৮। দুআয় কৃত্রিম ছন্দ পরিহার করা। হজরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, 'দুআর মধ্যে কৃত্রিম ছন্দ থেকে বেঁচে থাক। আমি রাসুল ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণকে দেখেছি—তারা এমন করতেন না।'[২০]

৯। তিনবার দুআ করা। রাসুল ﷺ দুআয় তিনবার বলেছেন, 'হে আল্লাহ, কুরাইশকে পাকড়াও করুন'।[২১]

১০। কেবলামুখী হয়ে দুআ করা। হজরত আবদুল্লাহ বিন যায়েদ রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুল ﷺ একবার ইসতিস্কার নামাজের উদ্দেশে ময়দানে গিয়েছেন; সেখানে দুআ করেছেন এবং কেবলামুখী হয়ে নিজ চাদর উল্টে পরিধান করেছেন।'[২২]

১১। হাত তুলে দুআ করা। হজরত সালমান রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুল ﷺ বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের রব লজ্জাশীল ও উদার; বান্দা তাঁর সমীপে হাত তুললে তা শূন্য ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন।'[২৩]

১২। সম্ভব হলে দুআর পূর্বে ওজু করা। হজরত আবু মুসা রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুল ﷺ হুনাইনের যুদ্ধ থেকে অবসর হওয়ার পর হজরত আবু আমিরের নেতৃত্বে একটি বাহিনী আওতাসের উদ্দেশে প্রেরণ করলেন। সেখানে দুরাইদ বিন সুম্মারের

১৯. বুখারি ৬৩২৩, ৬৩০৬, তিরমিজি ৩৩৯৩, নাসাঈ ৫৫২২।
২০. বুখারি ৬৩৩৭।
২১. বুখারি ২৯৩৪ ও মুসলিম ১৭৯৪।
২২. বুখারি ৬৩৪৩।
২৩. আবু দাউদ ১৪৮৮।

সঙ্গে তার মোকাবিলা হলো। পরিণামে দুরাইদ নিহত ও তার দল পর্যুদস্ত হলো। আবু মুসা বলেন—রাসুল ﷺ আবু আমিরের সঙ্গে আমাকেও পাঠিয়েছিলেন। যুদ্ধে আবু আমির আহত হলেন; জুশাম গোত্রের এক ব্যক্তির তির তাঁর হাঁটুতে বিঁধে গেল। আমি তার নিকটে গিয়ে বললাম, 'চাচাজান, কে আপনাকে তির মেরেছে?' তিনি ইশারায় লোকটিকে দেখালেন। আমি তার দিকে ছুটে গেলাম। লোকটি আমাকে দেখে পালাতে লাগল, আমিও তার পিছু নিলাম; আর বললাম, 'তোমার লজ্জা নেই? মোকাবিলা করবে না?' একথা শুনে সে দাঁড়াল। আমরা একে অন্যের ওপর তরবারি চালালাম এবং লোকটি নিহত হলো। অতঃপর আমি আবু আমিরকে এসে বললাম, 'আল্লাহ ওই লোকটিকে কতল করেছেন।' তিনি বললেন, 'এবার তিরটি টেনে তোল।' আমি সেটি টেনে তুলতেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। আবু আমির বললেন, 'ভাতিজা, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যাও, তাঁকে আমার সালাম পৌঁছে বলবে, 'আবু আমির আপনাকে বলছে, 'আমার জন্য ইসতিগফার করুন।' আবু মুসা বলেন, 'অতঃপর আবু আমির আমাকে বাহিনীর দায়িত্ব দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলেন। আমি যুদ্ধ থেকে ফিরে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে প্রবেশ করলাম, তিনি একটি বিছানা দেওয়া দড়ির খাটে শুয়ে ছিলেন, তাঁর পিঠে-পাঁজরে দড়ির দাগ দেখা যাচ্ছিল। আমি তাঁকে আমাদের খবরাখবর জানালাম, সঙ্গে দিলাম আবু আমিরের খবরও। বললাম, তিনি আপনার নিকট ইসতিগফারের আবেদন করেছেন। তখন রাসুল ﷺ পানি আনিয়ে ওজু করলেন, তারপর হাত তুলে বললেন, 'হে আল্লাহ, 'উবায়েদ বিন আমিরকে ক্ষমা করুন।' আমি তাঁর বাহুমূলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। অতঃপর বললেন, 'হে আল্লাহ, কিয়ামতের দিন তাকে আপনি অনেক মানুষের ওপর স্থান দিন।' আমি বললাম, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার জন্যও ইসতিগফার করুন।' তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ, আবদুল্লাহ বিন কায়েসের গুনাহ মাফ করুন এবং তাকে সম্মানজনক স্থানে দাখিল করুন।'[২৪]

১৩। দুআয় আল্লাহর ভয়ে কাঁদা। হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ সুরা ইবরাহিমের আয়াত—

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِّي
وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

(হে আমার রব, এই সকল প্রতিমা তো বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং যে

২৪. বুখারি ৪৩২৩ ও মুসলিম ২৪৯৮।

আমার অনুসরণ করবে সে-ই আমার দলভুক্ত। কিন্তু, কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।—সুরা ইবরাহিম:৩৬)

ও সুরা মায়েদায় বর্ণিত হজরত ঈসা আ.-এর উক্তি—

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

(তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদের ক্ষমা কর তবে তুমি তো পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।—সুরা মায়েদা:১১৮);

আয়াতদুটি তেলাওয়াত করলেন। অতঃপর দুহাত তুলে বললেন, 'হে আল্লাহ, আমার উম্মত, আমার উম্মত।' এবং কেঁদে ফেললেন। তখন আল্লাহ তায়ালা জিবরাইল আ.-কে বললেন, 'মুহাম্মাদের কাছে যাও, তাকে জিজ্ঞেস কর—যদিও আল্লাহ সর্বজ্ঞ—কেন তিনি কাঁদছেন।' জিবরাইল আ. রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে প্রশ্নটি করলেন এবং রাসুল ﷺ কান্নার কারণ জানালেন। আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে জিবরাইল, মুহাম্মাদকে গিয়ে বল, 'নিশ্চয় আমি উম্মতের ব্যাপারে তোমাকে সন্তুষ্ট করব, এ ব্যাপারে তোমাকে অসম্মান করব না।'[২৫]

১৪। আল্লাহর নিকট অসহায়ত্ব ও মনোবেদনা প্রকাশ করা।

১৫। অন্যের জন্য দুআ করার ক্ষেত্রে নিজের জন্য দুআ দিয়ে শুরু করা। তবে রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনও কখনও নিজেকে দিয়ে শুরু করেননি বলেও প্রমাণিত রয়েছে।

১৬। দুআয় সীমালঙ্ঘন না করা। হজরত আবু উমামা থেকে বর্ণিত—হজরত আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল রাযি.-এর ছেলে দুআ করছিল, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট জান্নাতে একটি শ্বেত প্রাসাদ চাই, যা প্রবেশকালে আমার ডানে থাকবে।' শুনে পিতা আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল বললেন, 'বাবা, আল্লাহর কাছে জান্নাত চাও এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাও (এটুকুই যথেষ্ট)। আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'আমার উম্মাতের মধ্যে কিছু মানুষ হবে, যারা পবিত্রতা ও দুআয় সীমালঙ্ঘন করবে।'[২৬]

---

২৫. মুসলিম ২০২।

২৬. আবু দাউদ ৯৬ ও আহমদ ১৬৮০১।

১৭। সকল গুনাহ থেকে তওবা করা ও বান্দার হক থেকে মুক্ত হওয়া।

১৮। নিজের সঙ্গে পিতামাতা ও মুমিনদের জন্যও দুআ করা। কুরআনে কারিমে হজরত নুহ আ.-এর নিম্নোক্ত দুআ বর্ণিত হয়েছে,

رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلاَ تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلاَّ تَبَاراً

'হে আমার প্রতিপালক, তুমি ক্ষমা করো আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে; আর জালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করো।' (সুরা নুহ: ২৮).

১৯। আল্লাহ ছাড়া কারও নিকট প্রার্থনা না করা। যেমন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, 'যখন চাও শুধু আল্লাহর কাছে চাও এবং সাহায্য প্রার্থনা করলে শুধু তাঁর সমীপেই করো।'[২৭]

২০। একাগ্রতার সঙ্গে দুআ করা। রাসুল ﷺ বলেন, আল্লাহর কাছে দুআ কর কবুলের বিশ্বাস নিয়ে এবং জেনে রাখ—আল্লাহ উদাসীন ও তামাশামগ্ন অন্তরের দুআ কবুল করেন না।'[২৮]

২১। কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত ব্যাপকার্থক দুআগুলো ব্যবহার করা। যেমন আল্লাহ বলেন,

رَبَّنَآ آتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আমাদের অগ্নির শাস্তি হতে রক্ষা করো।' (সুরা বাকারা: ২০১)

এমনিভাবে রাসুল ﷺ দুআ করেছেন,

---

২৭. তিরমিজি ২৫১৬।
২৮. তিরমিজি ২৪৭৯।

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰـى دِيْنِكَ

(হে অন্তর পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর দৃঢ় রাখুন)।[২৯]

২২। যথোপযুক্ত উপসংহারের মাধ্যমে দুআ শেষ করা। এটি দুআর ক্ষেত্রে অত্যন্ত ফলপ্রসূ। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ

'হে আমাদের প্রতিপালক, সরল পথপ্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনপ্রবণ কোরো না এবং তোমার নিকট হতে আমাদের করুণা দাও, নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা।' (সুরা আলে ইমরান: ৮)

দুআকে প্রার্থিত বিষয়ের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ উপসংহারে সমাপ্ত করা মুস্তাহাব। যেমন সন্তান চেয়ে দুআ করলে উপসংহারে আল্লাহ তায়ালার দানশীলতা-সূচক কোনো প্রশংসাবাক্য উল্লেখ করা।

২৩। দুআর আগে নেক আমল করে নেওয়া। যেমন—নামাজ, যাকাত, সদকা ইত্যাদি। নেক আমল বান্দাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে। বান্দা যদি নামাজ পড়ে কিংবা সদকা করে আল্লাহর দরবারে কোনো দুআ করে, তবে তা কবুল হওয়ার অধিক আশা করা যায়।

দুআ কবুলের বিশেষ স্থান, কাল ও উপলক্ষ্য

১। লাইলাতুল কদর: হজরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলাম, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, যদি আমি জানতে পারি কোন রাতটি লাইলাতুল কদর, তবে সে রাতে আমি কী বলব?' তিনি বললেন, 'বলবে—

২৯. মুসনাদে আহমাদ ২৬৫১৯।

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

(হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমাশীল উদার, ক্ষমা করতে ভালোবাসেন, আমাকে ক্ষমা করে দিন)[৩০]

২। পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার : হজরত ওমর বিন খাত্তাব রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমাদের নিকট ইয়েমেনের মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গে উয়াইস বিন আমির নামক এক ব্যক্তি আসবে, যে মুরাদ গোত্রের ক্বারন শাখার সন্তান। তার শ্বেতরোগ ছিল, যা সমস্ত শরীর থেকে সেরে গেলেও এক দেরহাম পরিমাণ জায়গায় রয়ে গেছে। তার মা আছেন, যার প্রতি সে সদাচারী। সে আল্লাহ তায়ালার বিষয়ে কসম খেয়ে কিছু বললে তিনি অবশ্যই তা পূর্ণ করবেন। তুমি যদি তাকে দিয়ে নিজের জন্য ইসতিগফার করাতে পার, তবে তা-ই করো।'[৩১]

৩। ফরজ নামাজের পর : হজরত আবু উমামা বাহিলি রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, কোন দুআ অধিক কবুল হয়। তিনি বললেন, 'শেষ রাতের নির্জনতায় ও ফরজ নামাজের পর।'[৩২]

৪। ফরজের পর অধিক নফল আমল করা দুআ কবুলের সহায়ক। হজরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যে আমার কোনো বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। বান্দা যে সকল উসিলায় আমার নৈকট্য অর্জন করে, তার মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে ফরজ আমলসমূহ। অন্যদিকে নফল আমলের মাধ্যমে বান্দা আমার এত নিকটবর্তী হয় যে, আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি। যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমি হয়ে যাই তার কান, যা দিয়ে সে শোনে; তার চোখ, যা দিয়ে সে দেখে; তার হাত, যা দিয়ে সে ধরে; তার পা, যা দিয়ে সে চলে। সে কিছু চাইলে আমি অবশ্যই দান করি, সাহায্য চাইলে সাহায্য করি। এমন মুমিন বান্দাকে মৃত্যু দিতে আমি সবচেয়ে বেশি দ্বিধাবোধ করি; কারণ সে মৃত্যু অপছন্দ করে আর আমি অপছন্দ করি তাকে অসন্তুষ্ট করতে।'[৩৩]

---

৩০. তিরমিজি ৩৫১৩।

৩১. মুসলিম ২৫৪২।

৩২. তিরমিজি ৩৪৯৯।

৩৩. বুখারি ৬৫০২।

৫। নামাজের শেষ বৈঠকে সালামের পূর্বে : হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে তাশাহুদ শিখিয়ে বলেছেন, 'অতঃপর নিজের সবচেয়ে পছন্দনীয় দুআ করবে।' সহিহ মুসলিমের ভাষায়—'অতঃপর সে যে প্রার্থনা করতে চায়, করবে।'[৩৪]

৬। আজান ও ইকামতের মাঝে : হজরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, আজান ও ইকামতের মাঝে দুআ ফেরত দেওয়া হয় না।'[৩৫]

৭। শেষ রাতের গর্ভে : হজরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আমাদের রব প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং বলেন, 'কে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব; কে আমার নিকট প্রার্থনা করবে, আমি তা মঞ্জুর করব; কে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করব।'[৩৬]

হজরত আমর বিন আবাসা রাযি. থেকে বর্ণিত—তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, 'বান্দা শেষ রাতে আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে নিকটবর্তী থাকে; সুতরাং যদি পার সে সময়টাকে আল্লাহর স্মরণে কাটাবে।'[৩৭]

৮। মোরগ ডাকার সময় : হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যখন তোমরা মোরগের ডাক শোন, তখন আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাও; কারণ নিশ্চয় সে কোনো ফেরেশতা দেখেছে। আর যখন গাঁধার ডাক শোন, তখন আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় চাও; কারণ নিশ্চয়ই সে শয়তান দেখেছে।'[৩৮]

'মোরগের ডাক শুনলে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা'র আদেশের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী কাজি ইয়াযের বরাতে বলেন, 'এর কারণ হলো—আশা করা যায় সে মুহূর্তে দুআ করলে ফেরেশতারা আমিন বলবে, তারা দুআয় রত বান্দাটির জন্য ইসতিগফার করবে এবং তার রোনাজারি ও ইখলাসের সাক্ষ্য দেবে।'[৩৯]

৩৪. বুখারি ৮৩৫, মুসলিম ৪০২।

৩৫. তিরমিজি ২১২।

৩৬. বুখারি ১১৪৫ ও মুসলিম ৭৫৮।

৩৭. তিরমিজি ৩৫৭৯।

৩৮. বুখারি ৩৩০৩ ও মুসলিম ২৭২৯।

৩৯. নববিকৃত শরহে মুসলিম, খণ্ড ৯, হাদিস নং ২৭২৯।

৯। আজানের সময় : হজরত সাহল বিন সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'দুটি বিষয় প্রত্যাখ্যাত হয় না কিংবা কমই প্রত্যাখ্যাত হয়: আজানের সময়ের দুআ এবং জিহাদের মুহূর্তে যখন একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, সে সময়ের দুআ।' [৪০]

১০। নামাজের ইকামতের সময় : হজরত সাহল বিন সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'দুটি মুহূর্তে কোনো দুআকারীর দুআ প্রত্যাখ্যাত হয় না—যখন নামাজের ইকামত দেওয়া হয় এবং যখন আল্লাহর পথে জিহাদের কাতারে অবস্থান নেওয়া হয়।[৪১]

১১। প্রতি রাতের একটি মুহূর্ত : হজরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'রাতে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যাতে বান্দা দুনিয়া কিংবা আখিরাতের যেকোনো কল্যাণ চায়, তা মঞ্জুর করা হয়। এ বিশেষ মুহূর্ত প্রতি রাতেই রয়েছে।'[৪২]

১২। জুমার দিনের একটি মুহূর্ত : হজরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ জুমার দিনের প্রসঙ্গে বলেন, 'তাতে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যাতে কোনো মুসলমান নামাজে দণ্ডায়মান অবস্থায় আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে অবশ্যই তিনি মঞ্জুর করেন।' বর্ণনাকারী বলেন, 'কথাটি বলার সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ হাতের ইশারায় বুঝিয়েছেন—মুহূর্তটি সংক্ষিপ্ত।'[৪৩]

হজরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে আরও বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'জুমার দিন এমন এক মুহূর্ত রয়েছে, যাতে বান্দা আল্লাহর নিকট কোনো কল্যাণ চাইলে অবশ্যই তা মঞ্জুর হয়; মুহূর্তটি আসরের পর।'[৪৪]

হজরত আবু বুরদা বিন আবু মুসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত—হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাযি. আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি তোমার পিতাকে জুমার দিনের বিশেষ মুহূর্ত সম্পর্কে কোনো হাদিস বর্ণনা করতে শুনেছ?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আমি তাকে বলতে শুনেছি, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'সে মুহূর্ত হচ্ছে ইমামের মিম্বরে

৪০. আবু দাউদ ২৫৪০।
৪১. ইবনে মাজা। [ইবনে হিব্বান ১৭৬৪]
৪২. মুসলিম ৭৫৭।
৪৩. বুখারি ৫২৯৪ ও মুসলিম ৮৫২।
৪৪. আহমাদ ১১৬২৪।

আসীন হওয়া থেকে নিয়ে নামাজের সমাপ্তি পর্যন্ত।’[৪৫]

ইবনুল কাইয়্যিম রহ.-সহ অনেক আলিম জুমার দিনের বিশেষ মুহূর্ত আসরের পর হওয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।[৪৬]

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, ‘আমার মতে নামাজের মুহূর্তেও দুআ কবুলের আশা করা যায়। প্রকৃতপক্ষে উভয়টিই (নামাজের সময় ও আসরের পর) দুআ কবুলের মুহূর্ত, যদিও বিশেষভাবে নির্ধারিত সময় হলো আসরের পর দিনের শেষ মুহূর্তটি। কারণ, সে সময়টি নির্দিষ্ট; পক্ষান্তরে নামাজের সময় আগ-পিছ হতে পারে। তবে দুআ কবুলে মুসলমানদের সমাগম, নামাজ আদায়, রোনাজারি ও মিনতির বিশেষ প্রভাব থাকায় নামাজের সময়েও দুআ কবুলের আশা করা যায়। এভাবে হাদিসগুলোর পরস্পর বিরোধও দূর হয়ে যায়; অর্থাৎ, রাসুলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে উভয় সময়েই দুআ ও রোনাজারিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।’[৪৭]

১৩। যমযমের পানি পান করার সময় : হজরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যেই পান করা হয়, তার জন্য কার্যকর হয়।’[৪৮]

১৪। সিজদারত অবস্থায় : হজরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘বান্দা সিজদারত অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে নিকটবর্তী থাকে, তাই সে সময় বেশি করে দুআ করো।’[৪৯]

১৫। রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হলে হাদিসে বর্ণিত একটি দুআ করত কোনো বিষয় চাইলে তা কবুল হয়। হজরত উবাদা বিন সামিত রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘যে ব্যক্তির রাতে ঘুম ভেঙে যায় এবং সে বলে—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ

৪৫. মুসলিম ৮৫৩।
৪৬. যাদুল মাআদ, ২/৩৮৮-৩৯৭।
৪৭. যাদুল মাআদ, ২/৩৯৪।
৪৮. ইবনে মাজাহ ৩০৬২ ও আহমাদ ১৪৮৪৯।
৪৯. মুসলিম ৪৮২।

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ للهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ،

(এক আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই, রাজত্ব ও প্রশংসা একমাত্র তাঁর, তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান। সকল প্রশংসা আল্লাহর, তিনি পবিত্র, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি মহান, তাঁকে ছাড়া বান্দার কোনো আশ্রয় ও সামর্থ্য নেই), অতঃপর বলে—'হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দিন' কিংবা অন্য কোনো দুআ করে, তার দুআ কবুল করা হয়। আর সে যদি ওজু করে নামাজ পড়ে, তবে তার নামাজ কবুল করা হয়।[৫০]

১৬। হজরত ইউনুস আ.-এর দুআর মাধ্যমে কিছু চাইলে তা কবুল হয়। হজরত সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'হজরত যুন্নুন আ. (যুন্নুনের শাব্দিক অর্থ মাছওয়ালা, এটি হজরত ইউনুস আ.-এর উপাধি) মাছের পেটে যে দুআ করেছিলেন—

لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

(আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আপনি পবিত্র। নিশ্চয় আমি অপরাধী), এই দুআটি পড়ে কোনো মুসলমান যেকোনো বিষয়ে আল্লাহর কাছে চায়, তিনি তা মঞ্জুর করেন।'[৫১]

১৭। কারও মৃত্যুর পর মানুষের দুআর সময়। হজরত উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত—হজরত আবু সালামার মৃত্যুর পর রাসুলুল্লাহ ﷺ তার কাছে প্রবেশ করলেন। তার চোখদুটি খোলা দেখে রাসুলুল্লাহ ﷺ তা মিলিয়ে দিলেন। অতঃপর বললেন, 'যখন রুহ কবজ করে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন দৃষ্টি তার অনুসরণ করতে থাকে' (অর্থাৎ, এই কারণেই মৃত ব্যক্তির চোখ খোলা থাকে)। এমন সময় তার পরিবারের কিছু লোক আহাজারি করতে লাগল। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমরা নিজেদের জন্য ভালো ছাড়া মন্দ কোনো দুআ করো না। কারণ, ফেরেশতারা তোমাদের দুআর ওপর আমিন বলবে।' অতঃপর বললেন, 'হে আল্লাহ, আপনি আবু সালামাকে ক্ষমা

---
৫০. বুখারি ১১৫৪ ও তিরমিজি ৩৪১৪।
৫১. তিরমিজি ৩৫০৫, আহমাদ ও হাকিম।

করে দিন, হেদায়েতপ্রাপ্তদের মধ্যে তার মর্যাদা উঁচু করুন এবং তার রেখে যাওয়া পরিবারবর্গের জন্য তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যান। হে রাব্বুল আলামিন, তাকেও ক্ষমা করুন, আমাদেরও ক্ষমা করুন এবং তার কবরকে প্রশস্ত ও নুরান্বিত করে দিন।'[৫২]

১৮। নামাজের সানার সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়লে দুআ কবুল হয়—

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا ، وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا ، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً

(আল্লাহ সবচেয়ে বড়, অধিকহারে তাঁর গুণকীর্তন করছি এবং সকাল-সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি)।

এক সাহাবি নামাজের শুরুতে এই বাক্যগুলো বললে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'এই বাক্যগুলোর বিষয়ে আমি বিস্মিত হয়েছি; আসমানের সকল দরজা সেগুলোর জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।'[৫৩]

১৯। সানার সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়লেও দুআ কবুল হয়—

الْحَمْدُ لِلهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ

(সকল প্রশংসা আল্লাহ জন্য। অধিক প্রশংসা, উত্তম ও বরকতময় প্রশংসা)

একব্যক্তি নামাজের শুরুতে এই দুআটি পড়েছিল। নামাজ শেষে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'ওই শব্দগুলো কে বলেছে?' কিন্তু লোকেরা ভয়ে চুপ করে রইল। রাসুলুল্লাহ ﷺ পুনরায় বললেন, 'শব্দগুলো কে বলেছে? সে খারাপ কিছু বলেনি।' তখন একব্যক্তি বলল, 'আমি নামাজে এসে খুব হাঁপাচ্ছিলাম, তাই ওই শব্দগুলো বলেছি।' রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি ১২জন ফেরেশতাকে দেখেছি—ওই বাক্যগুলো আল্লাহর দরবারে পৌঁছানোর জন্য একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে।'[৫৪]

২০। সুরা ফাতেহা পড়ার সময়। হাদিসে এসেছে—'বান্দা যখন

---

৫২. মুসলিম ৯২০।

৫৩. মুসলিম ৬০১।

৫৪. মুসলিম ৬০০।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

(আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য চাই) পড়ে, তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'এটি আমার ও আমার বান্দার মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত, আর আমার বান্দা যা চেয়েছে তা পাবে।' যখন বান্দা বলে,

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِم وَلَا الضَّالِّيْنَ

(আমাদেরকে সরল পথ দেখান, আপনার নিয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাদের পথ, অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের পথ নয়), তখন আল্লাহ্ বলেন, 'এটি আমার বান্দার জন্য, আর আমার বান্দা যা চেয়েছে তা পাবে।'[৫৫]

২১। নামাজের 'আমিন' যখন ফেরেশতাদের 'আমিন'-এর সঙ্গে মিলে যায়। হজরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, 'যখন ইমাম আমিন বলে, তোমরাও বলো। কারণ যার 'আমিন' ফেরেশতাদের 'আমিন'-এর সঙ্গে মিলবে, তার অতীতের সকল গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে।'[৫৬]

২২। রুকু থেকে উঠে নিম্নোক্ত দুআ পড়লে দুআ কবুল হয়—

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ

(হে আমাদের প্রতিপালক, সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য, অধিক প্রশংসা, উত্তম ও বরকতময় প্রশংসা)

হজরত রিফাআ রাযি. থেকে বর্ণিত—আমরা রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-এর পেছনে নামাজ পড়ছিলাম। যখন তিনি রুকু থেকে মাথা তুলে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه বললেন, তখন পেছন থেকে একব্যক্তি বলল, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ । নামাজ শেষে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'কথাটি কে বলেছে?' লোকটি বলল, 'আমি।' রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি ত্রিশের অধিক ফেরেশতাকে দেখেছি—কে কার আগে

৫৫. মুসলিম ৩৯৫।
৫৬. বুখারি ৭৮০ ও মুসলিম ৪১০।

দুআটির সাওয়াব লিখবে, তা নিয়ে প্রতিযোগিতা করছে।'[৫৭]

২৩। রুকু থেকে উঠে اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বললে দুআ কবুল হয়। হজরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যখন ইমাম سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলে, তখন তোমরা বলো— اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ। কারণ, যার এই কথা ফেরেশতার কথার সঙ্গে মিলবে, তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।'[৫৮]

২৪। নামাজের শেষ বৈঠকে দরুদের পর দুআ কবুল হয়। হজরত ফাযালা রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে নামাজে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও রাসুল ﷺ-এর ওপর দরুদ পড়তে শুনে বললেন, 'দুআ করো, কবুল করা হবে; প্রার্থনা করো, মঞ্জুর করা হবে।'[৫৯]

২৫। নামাজে সালামের পূর্বে নিম্নোক্ত দুআ পড়লে দুআ কবুল হয়—

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاللهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوْبِيْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ

(হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি এই উসিলায় যে, আপনি এক অদ্বিতীয় অমুখাপেক্ষী, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি, যার কোনো সমকক্ষ নেই, প্রার্থনা করছি—আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন।)

রাসুলুল্লাহ ﷺ এক নামাজরত ব্যক্তিকে এই দুআ করতে শুনে বলেছেন, 'তাকে ক্ষমা করা হয়েছে, তাকে ক্ষমা করা হয়েছে, তাকে ক্ষমা করা হয়েছে'।[৬০]

২৬। নিম্নোক্ত দুআ পড়লে দুআ কবুল হয়—

---

৫৭. বুখারি ৭৯৯ ও তিরমিজি।

৫৮. বুখারি ৭৮০ ও মুসলিম ৪১০।

৫৯. নাসাঈ ১২৮৩ ও তিরমিজি ৩৪৭৭।

৬০. আহমাদ ১৩০০।

اللَّهمَّ إِنِّي أَسألُكَ بِأَنَّ لَكَ الحَمْدُ لَا إِلَـهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ
بَدِيْعُ السَّمٰـوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ
يَا قَيُّوْمُ

(হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট এই উসিলায় প্রার্থনা করছি যে, আপনার জন্য সকল প্রশংসা, আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আপনি অনুগ্রহশীল ও আসমান-জমিনের উদ্ভাবক; হে পরাক্রম ও মর্যাদার অধিকারী, হে চিরঞ্জীব ও স্বপ্রতিষ্ঠ।)

রাসুলুল্লাহ ﷺ এক নামাজরত ব্যক্তিকে এই দুআ করতে শুনে বলেছেন, 'সে আল্লাহ তায়ালাকে তাঁর ইসমে আযম দ্বারা ডেকেছে, যা দ্বারা ডাকলে তিনি সাড়া দেন এবং প্রার্থনা করলে মঞ্জুর করেন।[৬১]

২৭। নিম্নোক্ত দুআ পড়লেও দুআ কবুল হয়—

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،
الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
أَحَدٌ

(হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি এই উসিলায় যে, আমি সাক্ষ্য দিই—আপনিই আল্লাহ, আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আপনি এক ও অমুখাপেক্ষী, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি, যার কোনো সমকক্ষ নেই।)

রাসুলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে এই দুআ করতে শুনে বলেছেন, 'তুমি আল্লাহ তায়ালাকে তাঁর ইসমে আযম দ্বারা ডেকেছ, যা দ্বারা ডাকলে তিনি সাড়া দেন এবং প্রার্থনা করলে মঞ্জুর করেন।'[৬২]

২৮। ওজুর পর হাদিসে বর্ণিত একটি দুআ পড়লে কবুল হয়। হজরত ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমাদের কেউ যদি উত্তমরূপে ওজু করে,

৬১. আবু দাউদ ১৪৯৫ ও হাকিম।
৬২. আবু দাউদ ১৪৯৩ ও হাকিম।

অতঃপর বলে—

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি—মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসুল।)

তাহলে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হয়, সে যেটি দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারবে।'[৬৩]

২৯। হাজিদের জন্য আরাফার দিনের দুআ কবুল হয়। হজরত আমর বিন শুয়াইব তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'সর্বোত্তম দুআ আরাফার দিনের দুআ। আর আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবিগণ সর্বোত্তম যে দুআ করেছি, তা হলো—

لا إِلَهَ إِلاَّ الله وحْدهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ

(আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজত্ব ও প্রশংসা একমাত্র তাঁর। তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান)।'[৬৪]

৩০। মধ্যাহ্নের পর যোহরের নামাজের পূর্বে দুআ কবুল হয়। হজরত আবদুল্লাহ বিন সায়েব রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ সূর্য হেলে যাওয়ার পর যোহরের পূর্বে চার রাকাত নামাজ পড়তেন এবং তিনি বলেছেন, 'এটি এমন মুহূর্ত, যাতে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়; আমি চাই, এ সময় আমার কোনো নেক আমল আসমানে উত্থিত হোক।'[৬৫]

৩১। রমযান মাসে দুআ কবুল হয়। হজরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত—

৬৩. মুসলিম ২৩৪।
৬৪. তিরমিজি ১৯৫৭।
৬৫. তিরমিজি ৪৭৮ ও আহমাদ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'রমযান মাস প্রবেশ করলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শেকলবন্দি করা হয়।'[৬৬]

৩২। মুসলমানেরা কোনো জিকিরের মজলিসে সমবেত হলে দুআ কবুল হয়। হজরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তায়ালার কিছু ফেরেশতা রয়েছে, যারা পথে পথে ঘুরে জিকিরকারীদের অনুসন্ধান করে। কোথাও জিকিররত কিছু লোক খুঁজে পেলে তারা একে অপরকে ডেকে বলে, 'এসো, তোমরা যার সন্ধানে আছ তার দিকে ছুটে এসো।' রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'অতঃপর তারা ডানা দিয়ে ওই জিকিরকারীদের প্রথম আসমান পর্যন্ত ঘিরে ফেলে।

আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদলকে প্রশ্ন করেন—যদিও তিনি ভালো জানেন—'আমার বান্দারা কী বলছে?' ফেরেশতারা জবাব দেয়, 'তারা আপনার পবিত্রতা, বড়ত্ব, প্রশংসা ও গরিমা বর্ণনা করছে।'

হাদিসের শেষে রয়েছে, 'আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি, এই বান্দাদের আমি ক্ষমা করে দিলাম।' রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তখন কোনো ফেরেশতা বলে ওঠে, 'ওই জিকিরকারীদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি রয়েছে, যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়; সে নিজের এক প্রয়োজনে এসেছে।' আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তারা এমন দল, যাদের সঙ্গলাভকারীও বঞ্চিত হয় না।'[৬৭]

৩৩। জিলহজের প্রথম দশ দিন দুআ কবুল হয়। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'জিলহজের প্রথম দশ দিনের আমল আল্লাহ তায়ালার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।' সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও কি এরচেয়ে প্রিয় নয়?' রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'না, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয়, তবে যে ব্যক্তি নিজের জান ও মাল নিয়ে জিহাদে বের হয় এবং তার কিছুই নিয়ে ফিরতে পারে না[৬৮], তার জিহাদ ব্যতিক্রম।[৬৯]

৬৬. বুখারি ৩২৭৭ ও মুসলিম ১০৭৯।
৬৭. বুখারি ৬৪০৮ ও মুসলিম।
৬৮. অর্থাৎ, জিহাদে জান-মাল সবই বিসর্জন দেয়।
৬৯. বুখারি ও আবু দাউদ ২৪৩৮।

কিছু মকবুল দুআ

১। মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য কৃত দুআ কবুল করা হয়। হজরত আবুদ্দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'কোনো মুসলমান যদি তার ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দুআ করে, তাহলে দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা বলতে থাকে, 'তোমার জন্যও অনুরূপ হোক।'[৭০]

২। মজলুমের দুআ। রাসুলুল্লাহ ﷺ হজরত মুআয রাযি.-কে ইয়ামানে প্রেরণকালে বলেছিলেন, 'মজলুমের (বদ) দুআ থেকে বেঁচে থাক, কারণ তার মধ্যে ও আল্লাহর মধ্যে কোনো পর্দা নেই।'[৭১]

৩। সন্তানের জন্য পিতার দুআ কিংবা বদদুআ।

৪। মুসাফিরের দুআ। হজরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তিনটি দুআ নিঃসন্দেহে কবুল হয়—মজলুমের দুআ, মুসাফিরের দুআ এবং সন্তানের জন্য পিতার দুআ।'[৭২]

৫। ইফতারের সময় রোজাদারের দুআ এবং ন্যায়পরায়ণ শাসক ও মজলুমের দুআ। হজরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তিন ব্যক্তির দুআ প্রত্যাখ্যাত হয় না—ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত রোজাদারের দুআ ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের দুআ; আর মজলুমের দুআকে আল্লাহ তায়ালা মেঘমালার ওপর তুলে নেন, তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেন এবং বলেন, 'আমার ইজ্জতের কসম, অবশ্যই আমি তোমাকে সাহায্য করব, কিছুকাল পরে হলেও।'[৭৩]

৬। নেককার সন্তানের দুআ। হজরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'মানুষ মারা গেলে তার তিনটিমাত্র আমল সচল থাকে—সদকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম ও নেককার সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে।'[৭৪]

৭। অনন্যোপায় ব্যক্তির দুআ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

৭০. মুসলিম ২৭৩২।
৭১. বুখারি ২৪৪৮।
৭২. তিরমিজি ১৯০৫।
৭৩. তিরমিজি ৩৫৯৮।
৭৪. মুসলিম ১৬৩১।

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ

'বরং তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে।' (সুরা নামল: ৬২)

৮। যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় ঘুমায় তার দুআ। হজরত মুআয বিন জাবাল রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'কোনো মুসলমান যদি পবিত্র অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে নিদ্রা যায়, অতঃপর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে সে আল্লাহর কাছে দুনিয়া কিংবা আখিরাতের কোনো কল্যাণ চায়, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তা কবুল করেন।'[৭৫]

৯। যে ব্যক্তি হজরত ইউনুস আ.-এর দুআর মাধ্যমে দুআ করে, তার দুআ। হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'হজরত যুন্নুন আ. (ইউনুস আ.) মাছের পেটে যে দুআ করেছিলেন—لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আপনি পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি অপরাধী), এই দুআটি দিয়ে কোনো মুসলমান যেকোনো বিষয়ে আল্লাহর কাছে কিছু চায়, তিনি তা মঞ্জুর করেন।'[৭৬]

১০। ঘুম হতে জাগ্রত ব্যক্তি যদি হাদিসে বর্ণিত দুআ করে, তবে তার দুআ। হজরত উবাদা বিন সামিত রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তির রাতে ঘুম ভেঙে যায় এবং সে বলে—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

(এক আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই, রাজত্ব ও প্রশংসা একমাত্র তাঁর, তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান। সকল প্রশংসা আল্লাহর, তিনি পবিত্র, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি মহান, তাঁকে ছাড়া বান্দার কোনো আশ্রয় ও সামর্থ্য নেই), অতঃপর বলে—'হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দিন' কিংবা অন্য

৭৫. আবু দাউদ ৫০৪২ ও আহমাদ ২২১১৪।
৭৬. তিরমিজি ৩৫০৫।

কোনো দুআ করে, তার দুআ কবুল করা হয়। আর সে যদি সংকল্প করে ওজু করে, তবে তার নামাজ কবুল করা হয়।[৭৭]

১১। পিতামাতার প্রতি সদাচারী সন্তানের দুআ। হজরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা অনেক নেকবান্দাকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দিলে সে বলবে, 'ইয়া রব, এ মর্যাদা আমার কী করে হলো?' আল্লাহ তায়ালা বলবেন, 'তোমার জন্য তোমার সন্তানের ইসতিগফারের মাধ্যমে।'[৭৮]

১২। হাজি, উমরাকারী ও আল্লাহর পথের মুজাহিদের দুআ। হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আল্লাহর পথের মুজাহিদ, হাজি ও উমরাকারী আল্লাহর প্রতিনিধিদল, তারা আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়েছে এবং আল্লাহও তাদের প্রার্থনা কবুল করেছেন।'[৭৯]

১৩। আল্লাহকে অধিক স্মরণকারীর দুআ। হজরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তিন ব্যক্তির দুআ প্রত্যাখ্যাত হয় না—আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী, মজলুম ও ন্যায়পরায়ণ শাসক।[৮০]

১৪। যাকে আল্লাহ ভালোবাসেন তার দুআ। হজরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যে আমার কোনো বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। বান্দা যে সকল উসিলায় আমার নৈকট্য অর্জন করে, তার মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে ফরজ আমলসমূহ। অন্যদিকে নফল আমলের মাধ্যমে বান্দা আমার এত নিকটবর্তী হয় যে, আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি। যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমি হয়ে যাই তার কান, যা দিয়ে সে শোনে; তার চোখ, যা দিয়ে সে দেখে; তার হাত, যা দিয়ে সে ধরে; তার পা, যা দিয়ে সে চলে। সে কিছু চাইলে আমি অবশ্যই দান করি, সাহায্য চাইলে সাহায্য করি। এমন মুমিন বান্দাকে মৃত্যু দিতে আমি সবচেয়ে বেশি দ্বিধাবোধ করি; কারণ সে মৃত্যু অপছন্দ করে আর আমি অপছন্দ করি তাকে অসন্তুষ্ট করতে।'[৮১]

---

৭৭. বুখারি ১১০৪।

৭৮. আহমাদ ১০৬১০।

৭৯. ইবনে মাজাহ ২৮৯৩।

৮০. বাইহাকি ৫৮৮ ও তাবারানি ১৩২৬।

৮১. বুখারি ৬৫০২।

নবীদের বিস্ময়কর দুআ

হজরত আদম আ.-এর দুআ

হজরত আদম আ.-কে আল্লাহ তায়ালা নির্দিষ্ট একটি গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় তিনি সে ফল খেয়ে ফেলেন। আল্লাহ তায়ালার ভাষায়,

فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَآ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَآ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ

‘এইভাবে সে তাদেরকে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধঃপতিত করল। তৎপর যখন তারা সেই বৃক্ষ-ফলের আস্বাদ গ্রহণ করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের পাতা দ্বারা নিজেদের আবৃত করতে লাগল। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, ‘আমি কি তোমাদেরকে এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে বারণ করিনি এবং আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?’ (সুরা আরাফ: ২২)

অতঃপর আদম আ. আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন, যা কুরআনে এভাবে বিবৃত হয়েছে—

فَتَلَقَّىٰٓ آدَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

‘অতঃপর আদম তার প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হলো। আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ (সুরা বাকারা: ৩৭)

শুধু তা-ই নয়, আদমকে আল্লাহ তায়ালা বিশেষভাবে মনোনীত করলেন, যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ثُمَّ ٱجْتَبَاهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ

'এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, তার তওবা কবুল করলেন ও তাকে পথনির্দেশ করলেন।' (সুরা ত্বাহা: ১২২)

নুহ আ.-এর দুআ

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّاراً

'নুহ আরও বলেছিল, "হে আমার প্রতিপালক, পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোনো গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিয়েন না"।' (সুরা নুহ: ২৬)

ইবনে কাসির রহ. বলেন, 'অর্থাৎ, "আপনি ভূপৃষ্ঠে তাদের কাউকে ছাড়বেন না এবং কোনো গৃহবাসীকেও না।" গুরুত্ব প্রকাশার্থে এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।'

অতঃপর ইবনে কাসির বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা নুহ আ.-এর দুআ কবুল করে ভূপৃষ্ঠের সকল কাফিরকে ধ্বংস করলেন, এমনকি নুহ আ.-এর ঔরসজাত সন্তানও ছাড় পায়নি, যে পিতার দল ত্যাগ করে বলেছিল—

قَالَ سَآوِيٓ إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ

'সে বলল, "আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় নেব যা আমাকে প্লাবন থেকে রক্ষা করবে।" সে (নুহ) বলল, "আজ আল্লাহর হুকুম থেকে রক্ষা করার কেউ নেই, তবে যাকে আল্লাহ দয়া করবেন সে ব্যতীত।" অতঃপর তরঙ্গ তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হলো।' (সুরা হুদ: ৪৩)

অন্যদিকে আল্লাহ তায়ালা নৌযানে আরোহীদের রক্ষা করলেন, যারা নুহ আ.-এর ওপর ঈমান এনেছিলেন। মূলত তাদেরকেই নৌযানে বহন করতে নুহ আ.-কে আদেশ করা হয়েছিল।[৮২]

ইবরাহিম আ.-এর দুআ

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا ٱلْبَلَدَ آمِناً وَٱجْنُبْنِي
وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلأَصْنَامَ

'স্মরণ করো, ইবরাহিম বলেছিল, "হে আমার প্রতিপালক, এই নগরীকে নিরাপদ করো এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা থেকে দূরে রেখো"।' (সুরা ইবরাহিম: ৩৫)

ইবনে কাসির রহ. বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা তার এই দুআ কবুল করেছেন, যেমনটি আল্লাহ নিজেই বলেছেন— أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً

'এরা কি দেখে না আমি হারামকে নিরাপদ স্থান করেছি।' (সুরা আনকাবুত: ৬৭)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

رَبَّنَآ إِنِّيَ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ
بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ

'হে আমার প্রতিপালক, আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট।' (সুরা ইবরাহিম: ৩৭)

ইবনে কাসির রহ. বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা এই দুআটিও কবুল করেছেন, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন—

---

৮২. তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা নুহ।

وَقَالُوٓاْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآ أَوَلَمْ
نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبَىٰٓ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقاً
مِّن لَّدُنَّا وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ

'তারা বলে, "আমরা যদি তোমার সঙ্গে সৎপথ অনুসরণ করি তবে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করা হবে।" আমি কি তাদের এক নিরাপদ হারামে প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানি হয় আমার দেওয়া রিয্কস্বরূপ? কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।' (সুরা কাসাস: ৫৭)

নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া যে, মক্কা নগরীতে বিশেষ কোনো ফলবান গাছ উৎপন্ন না হলেও তার আশপাশের সকল ফলমূল তাতে আমদানি হয়। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা ইবরাহিম আ.-এর দুআ কবুল করেছেন।[৮৩]

এমন বহু স্থানে আল্লাহ তায়ালা ইবরাহিম আ.-এর দুআ কবুল করেছেন, যার বর্ণনা বেশ দীর্ঘ। এভাবে সকল নবির দুআই আল্লাহ তায়ালা কবুল করেছেন, কারণ দুআ কবুলের গুণাবলি তাদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। একারণেই ইবরাহিম আ. বলেছিলেন, যা কুরআনে কারিমে বিবৃতে হয়েছে এভাবে—

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাইল ও ইসহাককে দান করেছেন। আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রার্থনা শুনে থাকেন।' (সুরা ইবরাহিম: ৩৯)

ইবনে কাসির রহ. এ আয়াতের তাফসিরে বলেন, 'অর্থাৎ, যে তাকে ডাকে, তিনি তার ডাকে সাড়া দেন।'

---

৮৩. তাফসিরে ইবনে কাসির।

ইয়াকুব আ.-এর দুআ

ইয়াকুব আ. প্রিয়পুত্র ইউসুফকে হারিয়ে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

'সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, "আফসোস ইউসুফের জন্য।" শোকে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল। এবং সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট।' (সুরা ইউসুফ: ৮৪)

অতঃপর ইউসুফ আ.-এর নির্দেশে তার ভাই বিনইয়ামিনের মালপত্রের মধ্যে রাজকীয় পানপাত্র লুকিয়ে রাখার মাধ্যমে বিনইয়ামিনও পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। অন্য ভাইদের মুখে বিনইয়ামিনের খবর শুনে ইয়াকুব আ. বলেছিলেন,

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰأَسَفَا عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ۞ يَٰبَنِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ

'ইয়াকুব বলল, "না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনি সাজিয়ে দিয়েছে, সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়; হয়তো আল্লাহ তাদের একসঙ্গে আমার নিকট এনে দেবেন। অবশ্য তিনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল,

"আফসোস ইউসুফের জন্য।" শোকে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল। এবং সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট। তারা বলল, "আল্লাহর শপথ, আপনি তো ইউসুফের কথা স্মরণ করতে থাকবেন যতক্ষণ না আপনি মুমূর্ষু হবেন, অথবা মৃত্যুবরণ করবেন।" সে (ইউসুফ) বলল, "আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহর নিকট নিবেদন করছি এবং আমি আল্লাহর নিকট হতে জানি যা তোমরা জান না। হে আমার পুত্রগণ, তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার সহোদরের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহর আশিস হতে তোমরা নিরাশ হয়ো না। কারণ আল্লাহর আশিস হতে কেউই নিরাশ হয় না, কাফির সম্প্রদায় ব্যতীত"।' (সুরা ইউসুফ ৮৩-৮৭)

আল্লাহ তায়ালা ইয়াকুব আ.-এর দুআ কবুল করে ইউসুফ ও তাঁর ভাইকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ইউসুফ আ.-এর জামা চেহারায় রাখার উসিলায় ইয়াকুব আ. ফিরে পেয়েছিলেন হারানো দৃষ্টিশক্তি! তিনি ইউসুফের বড় ভাইদের জন্য ইসতিগফার করেছিলেন এবং সপরিবারে মিসরে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। এসবই ছিল তাঁর সবরের পুরস্কার।

ইউসুফ আ.-এর দুআ

আল্লাহ তায়ালা হজরত ইউসুফ আ.-এর যবানিতে বলেন,

قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِۖ وَإِلَّا
تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَٰهِلِينَ ۝
فَٱسْتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ
ٱلْعَلِيمُ

'ইউসুফ বলল, "হে আমার প্রতিপালক, এই নারীগণ আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে তা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়। আপনি যদি তাদের ছলনা হতে আমাকে রক্ষা না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।"

অতঃপর তার প্রতিপালক তার আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং তাকে তাদের ছলনা হতে রক্ষা করলেন। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (সুরা ইউসুফ: ৩৩-৩৪)

এই দুআর প্রেক্ষাপট ছিল—আজিজের স্ত্রী ইউসুফ আ.-কে কুকর্মে ফুসলেছিল, যা থেকে তিনি আল্লাহ তায়ালার মদদে আত্মরক্ষা করেছিলেন। এই ঘটনা জানাজানি হলে শহরের নারীরা আজিজ-পত্নীর দুর্নাম করতে থাকে। বিষয়টি আজিজ-পত্নীর কানে গেলে সে ওই নারীদের শিক্ষা দিতে মনস্থ করে; এবং সেমতে উক্ত নারীদের এক ভোজসভায় আমন্ত্রিত করে ইউসুফ আ.-কে তাদের সামনে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেয়। ইউসুফ আ.-কে দেখে নারীরা বিহ্বল হয়ে পড়লে আজিজ-পত্নী তাদের বলল—

قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ ٱلَّذِى لُمْتُنَّنِى فِيهِ وَلَقَدْ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ فَٱسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَآ ءَامُرُهُۥ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ ٱلصَّٰغِرِينَ

'এ-ই সে, যার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করেছ। আমি তো তার কাছে অসৎকর্ম কামনা করেছি। কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে; আমি তাকে যা আদেশ করেছি সে যদি তা না করে, তবে সে কারারুদ্ধ হবে এবং হীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' (সুরা ইউসুফ: ৩২)

এমন প্রেক্ষাপটে ইউসুফ আ. উক্ত দুআ করেছিলেন, যা আল্লাহ তায়ালা কবুল করেছিলেন এবং নারীদের চক্রান্ত থেকে তাকে রক্ষা করেছিলেন। নিশ্চয়ই তিনি বান্দার দুআ শোনেন এবং তার সকল অবস্থা জানেন।

মুসা আ.-এর দুআ

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمْوَٰلًا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا۟ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا۟ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا

'মুসা বলল, "হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি তো ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করেছ যদ্দ্বারা হে আমাদের প্রতিপালক, তারা মানুষকে তোমার পথ হতে ভ্রষ্ট করে। হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের সম্পদ বিনষ্ট কর, তাদের হৃদয় কঠিন করে দাও, তারা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত ঈমান আনবে না।"

তিনি বললেন, 'তোমাদের দুজনের দুআ কবুল করা হলো...।' (সুরা ইউনুস: ৮৮-৮৯)

ইবনে কাসির রহ. বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা মুসা আ. ও তাঁর সঙ্গীদের দুআ কবুল করলেন এবং ফেরাউন ও তাঁর জাতিকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করলেন।'[৮৪]

আইয়ুব আ.-এর দুআ

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ۝ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَا بِهِۦ مِن ضُرٍّ وَءَاتَيْنَٰهُ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَٰبِدِينَ

'এবং স্মরণ করো আইয়ুবের কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, "আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।"

তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম, তার দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করে দিলাম, তাকে তার পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সঙ্গে তাদের মতো আরও দিলাম আমার বিশেষ রহমতরূপে এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ।' (সুরা আম্বিয়া: ৮৩-৮৪)

ইবনে কাসির রহ. বলেন, 'এখানে আল্লাহ তায়ালা আইয়ুব আ.-এর যবানিতে তাঁর জীবনে সংঘটিত এক আর্থিক, পারিবারিক ও শারীরিক বিপদের আলোচনা করছেন। আইয়ুব আ.-এর গবাদি পশু, সওয়ারির জন্তু, ফল-ফসল ছিল প্রচুর। ছিল অনেক

৮৪. তাফসিরে ইবনে কাসির।

সন্তান ও আকর্ষণীয় বাসস্থান। কিন্তু এসবকিছুতে আল্লাহ্ তাকে পরীক্ষায় ফেললেন এবং সেগুলো সব একে একে হাতছাড়া হয়ে গেল। অতঃপর পরীক্ষা এল তার শরীরের ওপর; শুধু কলব ও জবান ছাড়া—যা দিয়ে তিনি আল্লাহর জিকির করতেন—শরীরের কোনো অঙ্গই সুস্থ রইল না। তার ধারেকাছে আসতে মানুষ ঘৃণাবোধ করত, ফলে তিনি শহরের এক প্রান্তে নির্বাসিত হলেন। তার সেবাযত্ন ও খোঁজখবর করতেন একমাত্র তাঁর স্ত্রী। বলা হয়ে থাকে, অভাবের কারণে তিনি মানুষের মজদুরি পর্যন্ত করেছেন। এসবকিছু সত্ত্বেও আইয়ুব আ. ছিলেন পূর্ণ ধৈর্যশীল; তার সে ধৈর্য প্রবাদতুল্য হয়ে আছে।[৮৫]

ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বর্ণনাবলি উল্লেখের পর ইবনে কাসির রহ. বলেন, 'তখন আইয়ুব আ. আল্লাহ তায়ালার নিকট দুআ করলেন, أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ

'আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।' (সুরা আম্বিয়া: ৮৩)[৮৬]

উক্ত পরীক্ষায় আইয়ুব আ. আঠারো বছর—মতান্তরে সাত বছর বা তিন বছর—নিপতিত ছিলেন। এই দীর্ঘ পরীক্ষার পর যখন তিনি আল্লাহকে ডাকলেন, আল্লাহ তায়ালা তার দুআ কবুল করলেন; যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم
مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ

'তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম, তার দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করে দিলাম, তাকে তার পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সঙ্গে তাদের মতো আরও দিলাম আমার বিশেষ রহমতরূপে এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ।' (সুরা আম্বিয়া: ৮৪)

---

৮৫. তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা আম্বিয়া।
৮৬. প্রাগুক্ত।

ইউনুস আ.-এর দুআ

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِى ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ

‘এবং স্মরণ করো যুন্নুনের কথা, যখন সে ক্রোধভরে বেরিয়ে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল আমি তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করব না। অতঃপর সে অন্ধকার হতে আহ্বান করেছিল—“তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তুমি পবিত্র, মহান! আমি তো সীমালঙ্ঘনকারী।”

তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা হতে এবং এভাবেই আমি মুমিনদের উদ্ধার করে থাকি।’ (সুরা আম্বিয়া: ৮৭-৮৮)

মুফাস্সিরগণ এই আয়াতের বিস্তারিত তাফসির করেছেন। ইবনে কাসির রহ. বলেন, ‘ঘটনা ছিল এই—হজরত ইউনুস বিন মাত্তা আ.-কে আল্লাহ তায়ালা নিনাওয়া শহরের অধিবাসীদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করলেন, কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করে কুফরিতেই অটল রইল। এক পর্যায়ে ইউনুস আ. রাগান্বিত হয়ে তাদের থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং তিন দিনের মাথায় তাদের ওপর আজাব আসার ঘোষণা দিলেন। লোকেরা যখন দেখল সত্যিই ইউনুস আ. বেরিয়ে গেছেন, তখন তাদের টনক নড়ল। তারা চিন্তা করল, নবির কথা মিথ্যা হতে পারে না। লোকেরা অতীতের ভুল থেকে তওবা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে দলে-দলে খোলা প্রান্তরে সমবেত হলো, সঙ্গে নিল শিশু ও গবাদিপশুগুলো। পরিস্থিতি আরও করুণ করতে তারা মা ও শিশুদের পৃথক করে দিল। এরপর তারা আল্লাহর কাছে আহাজারি ও আশ্রয়-প্রার্থনা করতে লাগল। ওদিকে চিৎকার করছিল উট, গরু, বকরি ও সেগুলোর ছানা-বাছুর। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাদের থেকে আজাব উঠিয়ে নিলেন।

অন্যদিকে ইউনুস আ. তো যাত্রা করেছেন। পথিমধ্যে কিছুলোকের সঙ্গে তিনি এক নৌযানে চড়লেন। মাঝসমুদ্রে পৌঁছলে লোকদের নৌযানটি ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা হলো। তারা সিদ্ধান্ত নিল, লটারির মাধ্যমে একজনকে বাছাই করে সমুদ্রে ফেলে দেবে, যাতে আরোহীর চাপ কিছুটা কমে। লটারিতে হজরত ইউনুস আ.-এর নাম উঠল, তবে লোকেরা তাকে ফেলতে রাজি হলো না। তারা পুনরায় লটারি করল, কিন্তু এবারেও ইউনুস আ.-এর নাম উঠল। এভাবে তৃতীয়বার লটারি করা হলেও ফলাফল একই হলো। আল্লাহ তায়ালা বলেন, فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ

'অতঃপর সে লটারিতে যোগদান করল এবং পরাভূত হলো।' (সুরা সাফ্‌ফাত: ১৪১)

লটারির ফলাফল মেনে নিয়ে ইউনুস আ. বস্ত্র ত্যাগ করে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।[৮৭]

আল্লাহ তায়ালা বলেন, فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ

'পরে এক বৃহদাকার মাছ তাকে গিলে ফেলল, তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল।' (সুরা সাফ্‌ফাত: ১৪২)

ওদিকে আল্লাহ তায়ালা মাছটিকে হুকুম দিলেন যাতে সে ইউনুস আ.-কে হজম না করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ

'অতঃপর সে অন্ধকার থেকে আহ্বান করেছিল—"তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তুমি পবিত্র, মহান! আমি তো সীমালঙ্ঘনকারী।" তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা থেকে এবং এভাবেই আমি মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।' (সুরা আম্বিয়া: ৮৭-৮৮)

---

৮৭. তাফসিরে ইবনে কাসির।

এক পিঁপড়ার দুআ

হজরত সুলাইমান আ.-কে আল্লাহ তায়ালা পাখির ভাষা বোঝার যোগ্যতা দিয়েছিলেন। একবার তিনি লোকদের নিয়ে বৃষ্টির প্রার্থনা করতে বেরুলেন। পথিমধ্যে দেখলেন একটি পিঁপড়া দুই পা আকাশের দিকে তুলে বৃষ্টির দুআ করছে। দৃশ্যটি দেখে সুলাইমান আ. লোকদের বললেন, 'তোমরা ফিরে চল, তোমাদের জন্য অন্য এক মাখলুক দুআ করে দিয়েছে।' ওদিকে ক্ষুদ্র পিঁপড়ার দুআর উসিলায় মুষলধারে বৃষ্টি হতে লাগল।

জাকারিয়া আ.-এর দুআ

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبْ لِى مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً
طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ

'সেখানেই জাকারিয়া তার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে বলল, "হে আমার প্রতিপালক, আমাকে তুমি তোমার নিকট সৎ বংশধর দান কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী"।' (সুরা আলে ইমরান: ৩৮)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرْنِى فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَٰرِثِينَ ۞
فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَوَهَبْنَا لَهُۥ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُۥ زَوْجَهُۥ

'এবং স্মরণ করো জাকারিয়ার কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, "হে আমার প্রতিপালক, আমাকে একা রেখো না, তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী।"

অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া

এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে যোগ্যতাসম্পন্ন করেছিলাম।' (সুরা আম্বিয়া: ৮৯-৯০)

জাকারিয়া আ. আল্লাহ তায়ালার নিকট নেক বংশধর চেয়ে দুআ করার পর আল্লাহ তার দুআ কবুল করেছিলেন এবং বৃদ্ধ বয়সে তাকে ইয়াহইয়া আ.-কে দান করেছিলেন। অতিবার্ধক্যে সন্তানলাভের মতো বাহ্যত অসম্ভব বিষয়ের দুআ করতে জাকারিয়া আ.-কে অনুপ্রাণিত করেছিল হজরত মারইয়ামের ঘটনা; যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَـٰمَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَـٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

'যখনই জাকারিয়া কক্ষে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেত, তখনই তার নিকট খাদ্য-সামগ্রী দেখতে পেত। সে বলত, "হে মারইয়াম, এসব তুমি কোথায় পেলে?" সে বলত, "এ আল্লাহর নিকট থেকে।" নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছে অপরিমিত রিজিক দান করেন।' (সুরা আলে ইমরান: ৩৭)

মূলত এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই জাকারিয়া আ. সন্তান চেয়ে দুআ করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তার দুআ কবুল করেছিলেন এবং তার স্ত্রীকে দিয়েছিলেন সন্তান জন্মদানের যোগ্যতা।

ঈসা আ.-এর দুআ

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ۞ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ

'মারিয়াম-তনয় ঈসা বলল, "হে আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য আসমান হতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করো; এ আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী ও

পরবর্তী সকলের জন্য হবে আনন্দোৎসব-স্বরূপ এবং তোমাদের নিকট হতে নিদর্শন। আর আমাদেরকে জীবিকা দান করো; তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।"

আল্লাহ বললেন, 'আমিই তোমাদের নিকট তা প্রেরণ করব।' (সুরা মায়েদা: ১১৪-১১৫)

হজরত ঈসা আ. এই দুআ করেছিলেন যখন হাওয়ারিরা বলেছিল—

هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

'তোমার প্রতিপালক কি আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্য পরিপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করতে সক্ষম?' সে (ঈসা) বলেছিল, "আল্লাহকে ভয় করো, যদি তোমরা মুমিন হও"।' (সুরা মায়েদা: ১১২)

ঈসা আ.-এর উক্ত দুআ আল্লাহ তায়ালা কবুল করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিস্ময়কর দুআ

হিজরতের পথে দুআ

রাসুলুল্লাহ ﷺ হিজরতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। মক্কায় ঘোষণা হলো, মুহাম্মদ ﷺ-কে জীবিত অথবা মৃত উপস্থিত করতে পারলে একশ উট পুরস্কার দেওয়া হবে। সুরাকা বিন মালিক ছিল দক্ষ পদচিহ্ন-বিশারদ। সে পুরস্কার-লোভে বেরিয়ে পড়ল এবং পদচিহ্ন অনুসরণ করে একসময় রাসুলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর রাযি.-এর কাছাকাছি পৌঁছে গেল। হজরত আবু বকর রাযি. বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, ওই যে একজন অশ্বারোহী আমাদের কাছে পৌঁছে গেছে।' কথা শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ তার দিকে তাকালেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ, তাকে ভূলুণ্ঠিত করুন।' তৎক্ষণাৎ সুরাকার ঘোড়ার সামনের পা দুটি হাঁটু পর্যন্ত দেবে গেল। বিপদ বুঝে সুরাকা মিনতি করল, 'আমার জন্য দুআ করুন।' রাসুলুল্লাহ ﷺ দুআ করলে তার ঘোড়া মুক্তি পেল। এই সুরাকা কয়েক বছর পর মুসলমান হয়েছিল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আরেকটি দুআ

হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত—একদা রাসুলুল্লাহ ﷺ বাইতুল্লাহর পাশে নামাজ পড়ছিলেন। নিকটেই আবু জেহেল ও তার কিছু সঙ্গী বসে ছিল। এমন সময় তারা পরস্পর বলতে লাগল, 'কে আছ, অমুক গোত্রের উটের নাড়িভুড়ি নিয়ে এসে মুহাম্মাদ সিজদায় গেলে তার পিঠে রেখে দিতে পারবে?' প্রস্তাব শুনে এক হতভাগা উঠে দাঁড়াল। সত্য সত্যই সে উটের নাড়িভুঁড়ি নিয়ে এল, আর অপেক্ষা করতে লাগল—কখন রাসুলুল্লাহ ﷺ সিজদায় যাবেন। তিনি সিজদায় যাওয়ামাত্র সে হতভাগা উক্ত নাড়িভুঁড়ি তাঁর পিঠে রেখে দিল। (আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন) আমি ঘটনা দেখছিলাম, কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না। হায়, যদি আমার সে ক্ষমতা থাকত! কাফিররা হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল। ওদিকে রাসুলুল্লাহ ﷺ সিজদা থেকে মাথা তুলতে পারছিলেন না। ঘটনা শুনে দৌড়ে এলেন হজরত ফাতেমা রাযি.। তিনি রাসুল ﷺ-এর পিঠ থেকে আবর্জনা সরিয়ে দিলে তিনি মাথা তুললেন এবং তিনবার বললেন, 'হে আল্লাহ, কুরাইশকে পাকড়াও করুন।' বদদুআ শুনে সর্দারেরা কিছুটা উদ্বিগ্ন হলো, কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল—মক্কায় কৃত দুআ কবুল হয়। অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ নাম ধরে বললেন, 'হে আল্লাহ, আবু জেহেলকে পাকড়াও করুন এবং উতবা বিন রবিয়া, ওয়ালিদ বিন উতবা, উমাইয়া বিন খালাফ ও উকবা বিন আবি মুয়াইতকে পাকড়াও করুন।' এভাবে সাতটি নাম বলেছেন, কিন্তু সপ্তমটি বর্ণনাকারীর স্মরণ নেই। (ইবনে মাসউদ বলেন) আল্লাহর

কসম, যার হাতে আমার জান, রাসুলুল্লাহ ﷺ যে কয়জনের নাম বলেছিলেন, তাদের প্রত্যেককে আমি বদরের কুয়ায় নিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখেছি।'[৮৮]

দাওস গোত্রের জন্য দুআ

হজরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, 'তুফাইল বিন আমর দাওসী রাযি. ও তার সঙ্গীরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, দাওস গোত্রের লোকেরা অবাধ্যতা ও ঈমান আনতে অস্বীকার করছে, তাদের বিরুদ্ধে বদদুআ করুন।' তাদের কথা শুনে উপস্থিত সাহাবিরা বলাবলি করতে লাগলেন, 'দাওস ধ্বংস হয়ে গেছে।' কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ বদদুআ না করে বললেন, 'হে আল্লাহ, দাওসকে হেদায়েত দিন এবং এখানে নিয়ে আসুন।'[৮৯] এই দুআর ফলে পুরো দাওস গোত্র মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।'

হজরত আবদুর রহমান বিন আওফ রাযি.-এর জন্য দুআ

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মদিনায় হিজরত ও মুহাজির-আনসারের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর অনেক মুহাজির সাহাবি ব্যবসা শুরু করলেন, যাদের অন্যতম ছিলেন হজরত আবদুর রহমান বিন আওফ রাযি.। এভাবে মোহরানার অর্থ সঞ্চয় হলে তিনি বিবাহ করলেন। দিন-দুয়েক পর হাজির হলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে, শরীরে ছিল সুগন্ধির চিহ্ন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, 'ব্যাপার কী, আবদুর রহমান?' তিনি বললেন, 'আমি বিবাহ করেছি।' রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'মোহরানা কী দিয়েছ?' তিনি বললেন, 'এক নাওয়াত[৯০] পরিমাণ স্বর্ণ।' রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'ওলিমা কর, একটি বকরি দিয়ে হলেও। আল্লাহ তোমার সম্পদে বরকত দিন।'

আবদুর রহমান বিন আওফ রাযি. বলেন, 'এরপর দুনিয়া আমার কাছে এমনভাবে এল যে, আমার আশা হতো, পড়ে থাকা কোনো প্রস্তরখণ্ড তুললেও হয়তো তার নিচে সোনা-রুপা পেয়ে যাব।'

---

৮৮. বুখারি ২৯৩৪।

৮৯. বুখারি ৩৯৩৭।

৯০. তৎকালে প্রচলিত একটি একক, যা পাঁচ দেরহাম সমতুল্য।

মৃত্যুর সময় আবদুর রহমান বিন আওফ রাযি. বেহিসাব সম্পত্তি রেখে গেছেন। বলা হয় তার পরিত্যক্ত সম্পদ ছিল—এক হাজার উট, একশ ঘোড়া ও তিন হাজার বকরি। তার স্ত্রী ছিলেন চারজন, তাদের প্রত্যেকে আশি হাজার দেরহাম করে পেয়েছিলেন। তার রেখে যাওয়া সোনা-রুপা এত বেশি ছিল যে, কুঠার দিয়ে কেটে কেটে বণ্টন করতে হয়েছিল এবং কাটতে কাটতে লোকেদের হাতে দাগ পড়ে গিয়েছিল।[৯১]

হজরত আনাস বিন মালিক রাযি.-এর জন্য দুআ

কাতাদা হজরত আনাস রাযি. থেকে, তিনি নিজ মাতা উম্মে সুলাইম রাযি. থেকে বর্ণনা করেন—একদা উম্মে সুলাইম রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, এই যে আপনার খাদেম আনাস, ওর জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন।' রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহ, তার সম্পদ ও সন্তান বাড়িয়ে দিন এবং তাকে কৃত আপনার সকল দানে বরকত দিন।[৯২] তাকে দীর্ঘ হায়াত দিন এবং তাকে ক্ষমা করে দিন।'[৯৩]

হজরত আনাস রাযি. বলেন, 'আল্লাহর কসম, আজ আমার সম্পদ অঢেল, আর সন্তানাদি ও নাতি-নাতনি শতাধিক।'[৯৪]

তিনি বলেন, 'আমার মেয়ে উমাইনা আমাকে বলেছে, 'আমার সরাসরি সন্তানদের মধ্যে একশো বিশজনের অধিক ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে।'[৯৫] অথচ আমার হায়াত এত দীর্ঘ হচ্ছে যে, এখন মানুষের কাছে লজ্জাবোধ হয় আর আল্লাহর কাছে মাগফিরাতের আশা করি।'[৯৬]

হজরত আনাসের একটি বাগান ছিল, যা বছরে দুইবার ফল দিত। বাগানটির একটি ফুলগাছ থেকে মেশকের ঘ্রাণ পাওয়া যেত। [৯৭] [৯৮]

---

৯১. সুওয়ারুন মিন হায়াতিস সাহাবা (ঈষৎ পরিমার্জিত)।
৯২. বুখারি ৬৩৪৪ ও মুসলিম ২৪৮১।
৯৩. ইমাম বুখারিকৃত আল-আদাবুল মুফরাদ ৬৫৩।
৯৪. মুসলিম ২৪৮১।
৯৫. বুখারি (ফাতহুল বারীসহ) ৬৩৪৪।
৯৬. আল-আদাবুল মুফরাদ ৬৫৩।
৯৭. তিরমিজি ৩৮৩৩।
৯৮. দেখুন, শুরুতুদ দুআ, সাঈদ বিন আলি আলকাহতানিকৃত।

সাহাবায়ে কেরামের জন্য দুআ

হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ ﷺ বদরের দিন ৩১৫জন সাহাবি নিয়ে বের হলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ, তারা শূন্যপদ, তাদের সওয়ারি দিন। তারা বস্ত্রহীন, তাদের বস্ত্র দিন। তারা ক্ষুধার্ত, তাদের তৃপ্ত করুন।' ফলে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বিজয় দান করলেন আর সাহাবায়ে কেরামের প্রত্যেকেই একটি বা দুটি উট নিয়ে ফিরলেন, তাদের খাদ্য ও বস্ত্রেরও জোগান হলো।[৯৯]

হজরত আলি রাযি.-এর জন্য দুআ

হজরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, 'একদা আমি অসুস্থ ছিলাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ আমার পাশ দিয়ে গেলেন। আমি তখন বলছিলাম, 'হে আল্লাহ, যদি আমার হায়াত শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তবে আমাকে রহম করুন; আর যদি হায়াত আরও থেকে থাকে, তবে এই রোগ দূর করে দিন। যদি এটি পরীক্ষা হয়ে থাকে, তবে আমাকে সবর করার তাওফিক দিন।' রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'কীভাবে যেন বললে?' আলি রাযি. দুআটি পুনরায় বললেন। এবার রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে নিজ পা মোবারক দিয়ে আঘাত করলেন[১০০] এবং বললেন, 'হে আল্লাহ, তাকে শেফা দিন।'

আলি রাযি. বলেন, 'এর পর থেকে আমার সে ব্যথা আর কখনও হয়নি।'[১০১]

হজরত জাফর বিন আবি তালিব রাযি.-এর জন্য দুআ

হজরত জাফর রাযি. মুতার যুদ্ধে শহিদ হন। তার শাহাদাতের খবর পেয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ তার স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস রাযি.-এর কাছে গেলেন। বললেন, 'আজকের পর থেকে তোমরা আমার ভাইয়ের জন্য আর কেঁদো না। আর ওর সন্তানদের আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো।' নির্দেশমতো জাফর রাযি.-এর সন্তানদের আনা হলো, তারা ছিল পাখির ছানার মতো। রাসুলুল্লাহ ﷺ ক্ষৌরকার ডেকে তাদের মাথা মুণ্ডন করালেন, অতঃপর বললেন, '(জাফরের ছেলে) মুহাম্মদ দেখতে আমার চাচা আবু

৯৯. আবু দাউদ প্রমুখ ২৭৪৭।
১০০. এ আঘাত ছিল শাসনস্বরূপ, যাতে তিনি সতর্ক হন এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ না করেন।
১০১. তিরমিজি ৩৫৬৪।

তালিবের মতো আর আবদুল্লাহ অবয়ব ও স্বভাব উভয় দিক দিয়েই আমার মতো।' এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ আবদুল্লাহর ডান হাত ধরে বললেন, 'হে আল্লাহ, আপনি জাফরের পরিবারে তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যান এবং আবদুল্লাহকে তার ডান হাতের বাণিজ্যে বরকত দিন।'[১০২]

ঐতিহাসিকেরা বলেন, 'এই দুআর ফলে আবদুল্লাহ মুসলমানদের মধ্যে অন্যতম বড় ব্যবসায়ী হয়েছিলেন, আর দানশীলতায়ও ছিলেন প্রবাদতুল্য।

হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাযি.-এর জন্য দুআ

ইয়াহইয়া আল-কাত্তান জা'দ বিন আওস থেকে, তিনি আয়েশা বিনতে সা'দ থেকে বর্ণনা করেন—হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাযি. বলেন, 'একবার মক্কায় আমি অসুস্থ হলে রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখতে এলেন। তিনি আমার চেহারা, বুক ও পেটে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ, সা'দকে শেফা দিন।' আমার মনে হয়, যেন আমি আজও কলিজায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাতের শীতলতা অনুভব করছি।'[১০৩]

সাকীফ গোত্রের জন্য দুআ

রাসুলুল্লাহ ﷺ তায়েফ অবরোধ করেছিলেন, কিন্তু দীর্ঘ অবরোধের পরও কোনো ফল না হওয়ায় তায়েফ জয় না করেই তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তাঁকে বলা হলো, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, সাকীফ গোত্রের তিরন্দাজি আমাদের পথরোধ করেছে। আপনি তাদের জন্য বদদুআ করুন।' রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহ, সাকীফকে হেদায়েত দিন এবং তাদের বিষয়ে আপনিই যথেষ্ট হয়ে যান।'

এই দুআর ফলে কয়েক মাস পর সাকীফের প্রতিনিধি দল এল এবং ইসলাম গ্রহণ করল।[১০৪]

---

১০২. আস-সীরাতুন নববিয়্যা: মুহাম্মাদ আবু শাহবা ২/৩৪০।
১০৩. সিয়ারু আলামিন নুবালা ১/১১০।
১০৪. আস-সীরাতুন নববিয়্যা: মুহাম্মদ আবু শাহবা ২/৪৭৭ (ঈষৎ পরিমার্জিত)।

হজরত আবু হুরাইরা রাযি.-এর মায়ের জন্য দুআ

আবু হুরাইরা রাযি.-এর বৃদ্ধ মা শিরকের ওপর অটল ছিলেন। পুত্র আবু হুরাইরা ভালোবাসা ও হিতাকাঙ্ক্ষায় তাকে যথাসাধ্য ইসলামের দাওয়াত দিতেন, কিন্তু মা কানে তুলতেন না। আবু হুরাইরা রাযি. এ কারণে খুব ব্যথিত ছিলেন।

একদিন আবু হুরাইরা রাযি. মাকে ঈমানের দাওয়াত দিলে তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে কটূক্তি করে বসেন। ব্যথিত আবু হুরাইরা রাযি. কাঁদতে কাঁদতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে প্রশ্ন করলেন, 'কেন কাঁদছ আবু হুরাইরা?' তিনি বললেন, 'আমি আমার মাকে সব উপায়ে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি, কিন্তু তিনি বরাবরই অস্বীকার করেছেন। আজও তাকে দ্বীনের দাওয়াত দিলে তিনি আপনার ব্যাপারে কটু কথা বলেছেন। আপনি দুআ করুন, যাতে আল্লাহ তায়ালা আবু হুরাইরার মায়ের অন্তরকে ইসলামের দিকে ঝুঁকিয়ে দেন।' রাসুলুল্লাহ ﷺ দুআ করলেন।

আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, 'আমি তৎক্ষণাৎ ঘরের দিকে রওনা হলাম। গিয়ে দেখি দরজা ভেজানো। ভেতর থেকে পানির আওয়াজ শোনা গেল। যখন আমি প্রবেশে উদ্যত হলাম, মা বললেন, 'আবু হুরাইরা, দাঁড়াও।' অতঃপর তিনি কাপড় পরিধান করলেন এবং বললেন, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই; এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসুল)।

আমি আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে গেলাম, যেভাবে কিছুক্ষণ পূর্বে দুঃখে কাঁদছিলাম। বললাম, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, সুসংবাদ নিন, আল্লাহ আপনার দুআ কবুল করেছেন এবং আবু হুরাইরার মাকে ইসলামের হেদায়েত দিয়েছেন।' আমার কথা শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর হামদ ও সানা করলেন। আমি বললাম, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যাতে তিনি আমাকে ও আমার মাকে তাঁর মুমিন বান্দাদের প্রিয় বানিয়ে দেন এবং তাদেরকেও আমাদের প্রিয় বানিয়ে দেন।' রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহ, আপনার এই বান্দা ও তার মাকে আপনার মুমিন বান্দাদের প্রিয় বানিয়ে দিন এবং মুমিনদেরকেও এদের প্রিয় বানিয়ে দিন।' এই দুআর ফলে যে মুমিনই আমার কথা শোনে, কখনও না দেখলেও আমাকে মহব্বত করতে থাকে।'[১০৫]

---

১০৫. মূল বিষয়বস্তু সহিহ মুসলিমে রয়েছে, ৪/১৯৩৯।

আমির বিন তুফাইলের ওপর বদদুআ

আমির বিন তুফাইল ও আরবাদ বিন কাইস রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল। আমির বলল, 'হে মুহাম্মদ, আমি মুসলমান হলে আমাকে কী দেবেন?' রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'অন্য মুসলমানেরা যা পায়, তুমি তা-ই পাবে; অন্যদের যা দায়িত্ব, তোমারও তা-ই দায়িত্ব।' আমির বলল, 'আমি মুসলমান হলে আপনার পর মুসলমানদের নেতৃত্বের ভার আমাকে দেবেন কি?' রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তা তোমারও প্রাপ্য নয়, তোমার কওমেরও নয়। তবে তুমি মুসলমানদের অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতি হবে।' সে বলল, 'আমি তো এখনই নজদের অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান। বরং আমাকে গ্রামাঞ্চলের সর্দারি দিন, আর আপনার জন্য শহরাঞ্চল রাখুন।' রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'না।' আমির বলল, 'আল্লাহর কসম, আমি আপনার বিরুদ্ধে অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর বিশাল সমাবেশ করব।' রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহ, আপনি আমির বিন তুফাইলের বিষয়ে আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।'

ওদিকে আমির রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করল, কিন্তু আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করলেন। এরপর যখন সে ও তার সঙ্গী ফিরতি যাত্রা করল। পথে আমির সালুল গোত্রের এক মহিলার ঘরে অতিথি হলে সেখানে তার গলায় এক ধরনের ফোঁড়া দেখা দিল, যা সাধারণত উটের হয়ে থাকে। সে বলতে লাগল, 'উটের মতো ফোঁড়া আর সালুলী মহিলার ঘরে মৃত্যু?' অতঃপর আমির নিজ ঘোড়া ও বল্লম নিয়ে ছুটতে লাগল আর পথেই ঘোড়ার পিঠে মৃত্যুবরণ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।[১০৬]

দাঁতের বদলায় দাঁত

সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে, রবী বিনতে নজর এক মেয়ের দাঁত ভেঙে ফেলেছিল। রবীর পরিবারবর্গ মেয়েটির অভিভাবকদের কাছে ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব দিলে তারা অস্বীকার করল। উপায়ান্তর না দেখে তারা ক্ষমা চাইল, কিন্তু তা-ও নাকচ হলো। ফলে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের মধ্যে কিসাসের ফয়সালা দিলেন। তখন আনাস বিন নজর বলে উঠলেন, '(আমার বোন) রবীর দাঁত ভাঙা হবে? আল্লাহর কসম, তার দাঁত ভাঙা হতে পারে না।' এ কথা শুনে বাদীপক্ষ ক্ষতিপূরণ গ্রহণে সম্মত হলো। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আল্লাহর কিছু বান্দা এমন রয়েছে, যারা আল্লাহর ওপর কসম খেয়ে কিছু বললে তিনি তা পূরণ করেন।'[১০৭]

---

১০৬. আস-সীরাতুন নববিয়্যা: মুহাম্মদ আবু শাহবা ২/৫৫০-৫৫১ (ঈষৎ পরিমার্জিত)
১০৭. আনাস রাযি.-এর সূত্রে বুখারি (২৭০৩) ও মুসলিম (১৬৭৫)।

মুসলিম সেনাবাহিনীর জন্য দুআ

হজরত আবু উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত—একদিন আমি বললাম, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার জন্য শাহাদাতের দুআ করুন।' তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ, তাদের নিরাপদ রাখুন এবং গনিমত দান করুন।' অতঃপর আমরা জিহাদে গিয়ে নিরাপদ রইলাম এবং গনিমত লাভ করলাম। আমি আরও বললাম, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকে কোনো আমলের হুকুম দিন।' তিনি বললেন, 'রোজাকে শক্তভাবে ধর, কারণ তার কোনো তুলনা নেই।' এ কারণে আবু উমামা রাযি. এবং তার স্ত্রী ও খাদেমকে সর্বদাই রোজাদার দেখা যেত।[১০৮]

আমর বিন আখতাব রাযি.-এর জন্য দুআ

বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ, তাকে সুন্দর বানিয়ে দিন।' ফলে তার বয়স একশ বছর পার হলেও সামান্য কয়েকটি ব্যতীত তার কোনো চুল পাকেনি।[১০৯]

হজরত জারির রাযি.-এর জন্য দুআ

হজরত জারির বিন আবদুল্লাহ বাজালি রাযি. থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "হে জারির, তুমি কি জিল খালাসার (খাসআম গোত্রের একটি ঘর, যাকে 'ইয়ামানি কাবা' বলা হতো) ঝামেলা থেকে আমাকে স্বস্তি দিতে পার?" (জারির বলেন) সুতরাং আমি একশ পঞ্চাশ অশ্বারোহী নিয়ে রওনা হলাম। আমার একটি সমস্যা ছিল—আমি ঘোড়ায় স্থির হয়ে বসতে পারতাম না। বিষয়টি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জানালে তিনি আমার বুক চাপড়ে দিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ, তাকে স্থির রাখুন এবং পথপ্রদর্শক ও পথপ্রাপ্ত বানিয়ে দিন"।'

এর পর থেকে কখনও তিনি ঘোড়ার পিঠ হতে পড়েননি।

অতঃপর জারির রাযি. অভিযান চালিয়ে ঘরটি আগুনে পুড়িয়ে দেন। অভিযান শেষে তিনি আবু আরতাত নামক একব্যক্তিকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সুসংবাদ দিতে পাঠালেন। সে এসে বলল, "আমি আপনার নিকট এসেছি, ঘরটিকে চর্মরোগাক্রান্ত

১০৮. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/৩৬০।
১০৯. প্রাগুক্ত ৩/৪৭৪।

উটের মতো অবস্থায় রেখে।" এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ জারির রাযি.-এর গোত্র আহমাসের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর জন্য পাঁচবার বরকতের দুআ করলেন।[১১০]

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দুআর বরকতে ধনী

রাসুলুল্লাহ ﷺ হজরত উরওয়া বিন আবুল জা'দ বারিকী রাযি.-এর জন্য বরকতের দুআ করেছিলেন। ঘটনা ছিল এই—রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে একটি বকরি কেনার জন্য এক দিনার দিয়েছিলেন। তিনি গিয়ে এক দিনারে দুটি বকরি কিনে তার মধ্যে একটি এক দিনারে বিক্রি করে দিলেন। তারপর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন এক দিনার ও একটি বকরি নিয়ে। সাহাবির এই দক্ষতায় খুশি হয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ তার জন্য বরকতের দুআ করলেন, যার ফলে পরবর্তী সময়ে তিনি মাটি কিনলেও তাতে লাভবান হতেন।

মুসনাদে আহমাদ-এ আছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ, তার ডানহাতের বাণিজ্যে বরকত দিন।' এই দুআর ফল হলো এই, তার ব্যবসা ছিল কুফায়; একেকবার পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার আগে তার চল্লিশ হাজার দিরহাম মুনাফা হতো।[১১১]

আসমান-জমিনের বাহিনীসমূহ একমাত্র আল্লাহর

আহযাবের যুদ্ধের ঘোরতর মুহূর্ত। রাসুলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম কঠিন বিপদের সম্মুখীন। প্রাণ ওষ্ঠাগত। রাসুলুল্লাহ ﷺ দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ, হে কিতাব নাজিলকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, বাহিনীগুলোকে পরাজিত করুন। হে আল্লাহ, তাদের পরাজিত ও প্রকম্পিত করুন।'[১১২]

ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের তাঁবু ও সামানাপত্রের ওপর এমন তীব্র বাতাস প্রেরণ করলেন, যা তাদের তাঁবু বিধ্বস্ত করে দিল এবং রান্নার ডেগচি উপড়ে ফেলল। ঝড়ো হাওয়ার মুখে কিছুতেই টিকতে না পেরে তারা পলায়নের পথ ধরল।

আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের সাহায্য করলেন, যেমন আল্লাহ বলেন—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ

১১০. দেখুন: মুসলিম ও আস-সীরাতুন নববিয়্যা, আবু শাহবাকৃত ২/৫৫৬-৫৫৭।
১১১. মুসনাদে আহমাদ ৪/৩৭৬।
১১২. বুখারি (ফাতহুল বারী-সহ) ৭/৪০৬, হাদিস নং ৪১৫।

جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيراً

'হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এক বাহিনী, যা তোমরা দেখনি। তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।' (সুরা আহযাব: ৯)

সাহাবীদের বিস্ময়কর দুআ

হজরত ওমর বিন খাত্তাব রাযি.-এর দুআ

সহিহ বুখারিতে—যায়েদ বিন আসলাম থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, ওমর রাযি. বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ, আমাকে আপনার পথে শাহাদাত নসিব করুন এবং আমার মৃত্যু আপনার রাসুল ﷺ-এর শহরে দিন।' আল্লাহ তায়ালা তার এই দুআ কবুল করেছেন। তার মৃত্যু মদিনায় হয়েছে এবং মূর্তিপূজক আবু লু লু'র হাতে

হজরত আলি রাযি.-এর দুআ

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি আলি রাযি.-কে একটি বিষয় শোনালো। তিনি বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে তুমি মিথ্যে বলছ।' লোকটি বলল, 'না, আমি মিথ্যা বলিনি।' আলি রাযি. বললেন, 'দেখ, মিথ্যা বলে থাকলে আমি তোমার বিরুদ্ধে বদদুআ করব।' সে বলল, 'করুন।' আলি রাযি. বদদুআ করলেন, যার ফলে লোকটি স্থানত্যাগের আগেই অন্ধ হয়ে গেল।[১১৩]

হজরত সা'দ বিন মুআজ রাযি.-এর দুআ

হজরত সা'দ বিন মুআজ রাযি. গাজওয়ায়ে খন্দকে আহত হলেন। তাকে মসজিদে নববী-সংলগ্ন একটি তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে নিজ জখম থেকে রক্ত পড়তে দেখে হজরত সা'দ বললেন, 'হে আল্লাহ, যদি আপনি কুরাইশের কোনো যুদ্ধ এখনও বাকি রেখে থাকেন, তবে আমাকেও তার জন্য বাকি রাখুন। কারণ যে জাতি আপনার রাসুলকে কষ্ট দিয়েছে, মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং জন্মভূমি হতে বহিষ্কার করেছে, তাদের সঙ্গে জিহাদের চেয়ে প্রিয় জিহাদ আমার কাছে নেই। আর যদি আপনি কুরাইশ ও আমাদের মধ্যকার যুদ্ধ সমাপণ করে থাকেন, তাহলে এই জখমকেই আমার শাহাদতের উসিলা বানিয়ে দিন। তবে বনু কুরাইজার বিষয়ে চক্ষু শীতল হওয়ার পূর্বে আমাকে মৃত্যু দিয়েন না।'

বনু কুরাইজা মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। আল্লাহ তায়ালা হজরত সা'দ রাযি.-এর দুআ কবুল করলেন। তিনিই বনু কুরাইজার বিষয়ে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা দিয়েছিলেন।[১১৪] অতঃপর তাঁবুতে ফিরে আসার

১১৩. কিতাবু মুজাবুদ দাওয়াহ, ইবনে আবিদ দুনইয়া, পৃ. ৩২।
১১৪. কারণ বনু কুরাইজা তাকে সালিশ মেনেছিল।

ক্ষণকাল পর হঠাৎ রক্তের ধারা দেখতে পেয়ে লোকেরা ছুটে এল। ততক্ষণে হজরত সা'দ শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত হয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে পাড়ি দিয়েছেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং জান্নাতে তার ঠিকানা করুন।[১১৫]

একটি আশ্চর্য ঘটনা

ইসহাক বিন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস বলেন, আমার পিতা (সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাযি.) বর্ণনা করেছেন, 'উহুদের দিন আবদুল্লাহ বিন জাহশ রাযি. আমাকে বললেন, "চলুন, আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি।" তারপর তারা নিরিবিলি এক জায়গায় গিয়ে দুআ করতে লাগলেন। হজরত সা'দ দুআ করলেন, "ইয়া রব, আগামীকাল আমরা যখন শত্রুর মুখোমুখি হব, আপনি আমার সঙ্গে এমন ব্যক্তির মোকাবিলা করাবেন, যে অত্যন্ত বীরবাহাদুর। আমি তার সঙ্গে লড়ব, সে-ও আমার সঙ্গে লড়বে। তারপর আমাকে তার ওপর জয়ী করবেন, যাতে আমি তাকে কতল করতে ও তার 'সালাব'[১১৬] লাভ করতে পারি।" হজরত আবদুল্লাহ রাযি. বললেন, "আমিন;" অতঃপর তিনিও দুআ করলেন, "হে আল্লাহ, আগামীকাল আমার মোকাবিলায় বীরবাহাদুর কোনো ব্যক্তিকে জুটিয়ে দিন। আমি তার সঙ্গে লড়ব, সে-ও আমার সঙ্গে লড়বে। তারপর সে আমার নাক ও কান কেটে ফেলবে। কিয়ামতের দিন আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলে আপনি বলবেন, 'হে আবদুল্লাহ, তোমার নাক-কান কীভাবে কাটা গেল'?"

হজরত সা'দ রাযি. বলেন, "আবদুল্লাহর দুআ আমার দুআর চেয়ে উত্তম ছিল। দিনশেষে আমি তাকে দেখেছি—তার নাক ও কান একটি সুতায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে"।'[১১৭]

দেখুন, তারা যখন আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে প্রকৃত ঈমান অর্জন করেছেন, তখন আল্লাহও তাদের ডাক শুনেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ
إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

---

১১৫. আস-সীরাতুন নববিয়্যা, আবু শাহবাকৃত ২/৩১৯।
১১৬. নিহত ব্যক্তির পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি, যা হত্যাকারী পেয়ে থাকে।
১১৭. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/১১৪।

'আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে ঈমান আনুক, যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে।' (সূরা বাকারা: ১৮৬)

হজরত উম্মে সালাম রাযি.-এর দুআ

উম্মে সালামা রাযি.-এর স্বামী আবু সালামা রাযি.-এর ইন্তেকাল হলো। উম্মে সালামা রাযি.-এর স্মরণ হলো রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী—'কোনো মুসলমান যদি মুসিবতে আক্রান্ত হয়ে বলে, "হে আল্লাহ, আমাকে আমার মুসিবতের প্রতিদান দিন এবং এর চেয়ে উত্তম জিনিস আমাকে দান করুন," তাহলে আল্লাহ তাকে মুসিবতের প্রতিদান দেন এবং অধিকতর উত্তম জিনিসও দান করেন।'

উম্মে সালামা রাযি. বলেন, "সেমতে আমি উক্ত দুআটি করলাম। তারপর মনে মনে ভাবতে লাগলাম, আমার জন্য আবু সালামার চেয়ে উত্তম কে হতে পারে? অবশেষে যখন আমার ইদ্দত শেষ হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে এলেন, আমি তখন একটি চামড়া শোধন করছিলাম।' এভাবে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বিবাহ করলেন। আল্লাহ তায়ালা উম্মে সালামা রাযি.-এর জন্য ঠিক ঠিক আবু সালামা রাযি.-এর চেয়ে উত্তম ব্যক্তির ব্যবস্থা করলেন।"[১১৮]

হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাযি.-এর দুআ

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'হে আল্লাহ, সা'দের দুআ কবুল করুন, যখন সে আপনাকে ডাকে।[১১৯]

হজরত জাবির বিন সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত—একবার কুফাবাসীরা ওমর রাযি.-এর নিকট হজরত সা'দ রাযি.-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাল যে, তিনি সুন্দরভাবে নামাজ পড়েন না। হজরত সা'দ বললেন, 'আমি তো তাদের সেভাবেই নামাজ পড়াই যেভাবে রাসুলুল্লাহ ﷺ নামাজ পড়াতেন। তাতে কোনো হেরফের করি না। এশার নামাজ যখন পড়াই, প্রথম দুই রাকাত দীর্ঘ করি ও শেষ দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত।' ওমর রাযি. বললেন, 'হে আবু ইসহাক, এমনটাই তোমার ব্যাপারে ধারণা করি।'

---

১১৮. বিষয়টি মুসলিম ২/৬৩২, হাদিস নং ৯১৮-এ কাছাকাছি ভাষ্যে বর্ণিত হয়েছে।

১১৯. তিরমিজি ১৮৫৯।

অতঃপর তিনি কুফায় তদন্ত করতে কিছু লোক পাঠালেন। তারা মসজিদে মসজিদে খোঁজখবর নিলে সবাই সা'দ রাযি.-এর ব্যাপারে ভালো মন্তব্য করল। কিন্তু বনু আবসের এক মসজিদে আবু সা'দা নামক এক ব্যক্তি বলল, 'যেহেতু তোমরা আল্লাহর নামে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছ, তাই বলছি—তিনি ন্যায়বিচার করেন না, সঠিক বণ্টন করেন না এবং জিহাদে যান না।' লোকটির কথা শুনে হজরত সা'দ বললেন, 'হে আল্লাহ, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে, তবে তার চোখ অন্ধ করে দিন, তার হায়াত দীর্ঘ করে দিন এবং তাকে ফেতনায় পতিত করুন।'

বর্ণনাকারী আবদুল মালিক বলেন, 'আমি লোকটিকে পরে দেখেছি অলিগলিতে মেয়েদের উত্যক্ত করতে। তাকে যদি প্রশ্ন করা হতো 'কেমন আছেন?', তাহলে বলত, 'আমি এক ফেতনায় পতিত বৃদ্ধ, আমাকে সা'দের দুআয় ধরেছে।'[১২০]

হজরত উবাই বিন কাব রাযি-এর দুআ

হজরত আবু সাঈদ রাযি. বলেন, 'একদা উবাই রাযি. প্রশ্ন করলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, জ্বরের পুরস্কার কী?' রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তার সকল আমলের সওয়াব জারি থাকে।' তা শুনে হজরত উবাই বললেন, 'হে আল্লাহ, আমাকে এমন জ্বর দিন, যা আপনার পথে জিহাদে বাধা হবে না।' এরপর থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় তার জ্বর হতো।'

ইমাম যাহাবি রহ. বলেন, 'নিয়মিত জ্বরে হজরত উবাইয়ের স্বভাব কিছুটা বদলে গিয়েছিল।'[১২১]

দুআয় কাটা গেল জিহ্বা

হজরত কাবিসা বিন জাবির বলেন, 'কাদিসিয়ার যুদ্ধের দিন আমাদের এক চাচাতো ভাই কবিতা বলল,

'দেখ আল্লাহর সাহায্যের এই দিনে

সা'দ বসে আছে দুর্গে।

---

১২০. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খণ্ড ১। আরও দেখুন: বুখারি ২/২৩৬ ও মুসলিম ২/৩৩৪ (হাদিস নং ৪৫৩)।

১২১. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/৩৯২।

আমাদের স্ত্রীরা হবে বিধবা আর

সা'দের পত্নীরা রবে সুখে।'

হজরত সা'দ এই উক্তি শুনে বললেন, 'হে আল্লাহ, তার জবান ও হাত থেকে আমাকে মুক্তি দাও।' ফলে ক্ষণিক পর জবানে তির বিঁধে লোকটি বাকশক্তিহীন হয়ে পড়ল, অতঃপর যুদ্ধে তার হাতও কাটা গেল।[১২২]

উল্লেখ্য, কাদিসিয়ার যুদ্ধের সময় হজরত সাদের শরীরে ফোঁড়া দেখা দিয়েছিল, যার ফলে তিনি যুদ্ধের ময়দানে নামতে পারেননি এবং এই ওজরের কথা সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

এই তার প্রতিফল

হজরত মুসআব বিন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস বলেন, 'এক ব্যক্তি হজরত আলি রাযি.-এর সমালোচনা করছিল। হজরত সা'দ তাকে নিষেধ করলেও সে শুনল না। ফলে সা'দ রাযি. তার বিরুদ্ধে বদদুআ করলেন। অতঃপর লোকটি স্থানত্যাগ করামাত্র একটি উন্মত্ত উট এসে তাকে চাপা দিল এবং সে মারা গেল।'[১২৩]

'হে আল্লাহ, ওর ক্ষতি থেকে আমাদের মুক্তি দিন'

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, 'একদিন ওমর রাযি. বললেন, "চল আমরা আমাদের জাতির জমিন দেখে আসি।" আমিও তাদের সঙ্গে চললাম। আমি উবাই বিন কাব রাযি.-এর সঙ্গে সবার পেছনে ছিলাম। হঠাৎ আকাশে মেঘ দেখা গেল। উবাই রাযি. দুআ করলেন, "হে আল্লাহ, এর ক্ষতি থেকে আমাদের মুক্তি দিন।" তারপর যখন আমরা অন্যদের কাছে পৌঁছলাম, দেখলাম তাদের সামানাপত্র ভিজে গেছে। ওমর রাযি. বললেন, "আমাদের যা হয়েছে, তা তোমাদের হয়নি? " আমি বললাম, "আবুল মুনযির (উবাই বিন কাব রাযি.-এর উপনাম) দুআ করেছিলেন—'হে আল্লাহ, এর ক্ষতি থেকে আমাদের মুক্তি দিন'।" ওমর রাযি. বললেন, "ইস, সঙ্গে যদি আমাদের জন্যও দুআ করতে"!'[১২৪]

---

১২২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/১১৫।

১২৩. প্রাগুক্ত ১/১১৫।

১২৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা পৃ. ৩৯৮।

হজরত সাঈদ বিন যাইদ রাযি.-এর দুআ

আরওয়া বিনতে উওয়াইস নামক এক মহিলার দাবি ছিল—জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবি সাঈদ বিন যাইদ রাযি. নাকি তার জমির একাংশ দখল করেছেন। বিষয়টি সে মানুষের মধ্যে বলাবলি করত এবং এক পর্যায়ে মদিনার গভর্নর মারওয়ান বিন হাকামের নিকট অভিযোগ দায়ের করল। মারওয়ান অভিযোগ আমলে নিয়ে কয়েকজন ব্যক্তিকে হজরত সাঈদ রাযি.-এর সঙ্গে আলোচনা করতে পাঠাল। এতে সাহাবি সাঈদ বিন যাইদ রাযি. অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হলেন এবং বললেন, 'কীভাবে আমি ওই মহিলার ওপর জুলুম করেছি? আমি তা কী করে করতে পারি অথচ আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি কারও এক বিঘত জমি জবরদখল করে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন সাত জমিনের নিচে ধসিয়ে দেবেন।' অতঃপর তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ, ওই মহিলা দাবি করছে আমি তার ওপর জুলুম করেছি। যদি তার দাবি মিথ্যা হয়ে থাকে, তবে তাকে অন্ধ করে দিন, তাকে তার কুয়ায় নিক্ষেপ করুন, যা নিয়ে সে ঝগড়া করছে এবং আমার হকের বিষয়ে এমন কোনো নুর প্রকাশ করুন যা আমার নির্দোষতা প্রমাণ করবে।'

এরপর কিছুদিন যেতে না যেতেই আকিক উপত্যকায় ঘোর প্লাবন হলো, যার ফলে জমির পুরাতন সীমানা বেরিয়ে পড়ল, যা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছিল। সবাই দেখতে পেল হজরত সাঈদের কথাই সত্য ছিল। ওদিকে মাসখানেকের মাথায় মহিলাটি অন্ধ হয়ে গেল। অতঃপর একদিন নিজ জমিতে পায়চারিকালে নিজেরই কুয়ায় পড়ে সে মারা গেল।[১২৫]

হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-এর দুআ

আ'মাশ রহ. খাইসামা থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-এর নিকট এক ব্যক্তিকে আনা হলো, যার সঙ্গে একটি মদের মটকা ছিল। হজরত খালিদ বললেন, 'হে আল্লাহ, এগুলোকে মধু বানিয়ে দিন।' ফলে তা মধু হয়ে গেল। [১২৬]

---

১২৫. সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা পৃ. ২৩৮-২৩৯। ঘটনাটির একাংশ সহিহ মুসলিমেও রয়েছে, হাদিস নং ১৬১০/১২৩০।

১২৬. মুজাবুদ দাওয়াহ, ইবনু আবিদ দুনইয়া, পৃ. ৪৯ (ঈষৎ বর্ধিত)।

উম্মুল মুমিনিন যাইনাব বিনতে জাহশ রাযি.-এর দুআ

একদা হজরত ওমর রাযি.-এর কাছে বাহরাইন থেকে প্রচুর সম্পদ এলে তিনি সেগুলো বণ্টনের উদ্দেশ্যে নথি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন। সাহাবায়ে কেরামের জন্য বিভিন্ন হারে অনুদান ধার্য করা হলো। উম্মুল মুমিনিনগণের জন্য ধার্য হলো ১২ হাজার দিরহাম। যখন হজরত যাইনাব বিনতে জাহশের কাছে তার অংশ পৌঁছানো হলো, তিনি বললেন, 'ওমরকে আল্লাহ্ ক্ষমা করুন, আমার ভাইয়েরাই তো এই সম্পদ বণ্টন করতে বেশি যোগ্য ছিলেন।'[১২৭] লোকেরা তাকে বলল, 'এগুলো সব আপনার জন্য (বণ্টনের জন্য নয়)'। তিনি বললেন, 'সুবহানাল্লাহ।' অতঃপর সে সম্পদ হাতে না নিয়ে লোকদের বললেন, 'এগুলো স্তূপ করে একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখ।' তা-ই করা হলো। তিনি তার নিকটের এক নারীকে (যার নাম ছিল বাদরাহ[১২৮]) বললেন, 'কাপড়ের নিচে হাত দিয়ে এক এক মুঠো দিরহাম নাও আর অমুক অমুককে দিয়ে এসো। এভাবে তিনি বিভিন্ন এতিম পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের মাঝে বণ্টন করলেন। অবশেষে যখন সামান্য কিছু দিরহাম রইল, বাদরাহ্ বললেন, 'আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন, আমাদেরও তো এখানে কিছু অংশ ছিল।' তিনি বললেন, 'এখন কাপড়ের নিচে যা আছে, তা তোমাদের।' বাদরাহ্ বলেন, 'তখন আমরা কাপড় তুলে পঁয়ত্রিশটি দিরহাম পেলাম। অতঃপর তিনি হাত তুলে দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ্, ওমরের অনুদান যেন এ বছরের পর আমার কাছে আর না আসে।' বর্ণনাকারী বলেন, 'ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।' (আর কখনও অনুদান গ্রহণ করতে হয়নি তার।)[১২৯]

চোরের বিরুদ্ধে জনৈক সাহাবির বদদুআ

হজরত আনাস রাযি. বলেন, 'এক আনসারি সাহাবি, যার উপনাম ছিল আবু মুআল্লাক, ব্যবসা করতেন। নিজের পুঁজির পাশাপাশি অন্যদের পুঁজিও তিনি বিনিয়োগ করতেন। ব্যবসার কাজে তার দেশ-বিদেশ ঘুরতে হতো। অত্যন্ত নেকস্বভাব ও পরহেজগার ছিলেন।

একবারের কথা। তিনি সফরে ছিলেন। পথিমধ্যে এক অস্ত্রধারী চোর তার মুখোমুখি

১২৭. অর্থাৎ, তিনি ভেবেছেন উক্ত সম্পদ তাকে বণ্টনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
১২৮. উৎসগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।—অনুবাদক।
১২৯. মুজাবুদ দাওয়াহ, ইবনু আবিদ দুনইয়া, পৃ. ৪৩-৪৪ (ঈষৎ বর্ধিত)।

হলো। বলল, 'সাথে যা আছে সব রাখুন। আমি আপনাকে হত্যা করব।' তিনি বললেন, 'আমাকে হত্যা করে তোমার কী লাভ? তোমার প্রয়োজন সম্পদ, তা তো দিয়েই দিচ্ছি।' চোর বলল, 'সম্পদ তো আমারই, এখন আমার দরকার আপনার জান।' সাহাবি বললেন, 'ঠিক আছে, যখন তুমি ছাড়বেই না, তো আমাকে চার রাকাত নামাজ পড়তে দাও।' সে বলল, 'যত খুশি নামাজ পড়ুন।'

সাহাবি ওজু করে চার রাকাত নামাজ পড়লেন। নামাজের শেষ সিজদায় তিনি দুআ করলেন, 'হে ওয়াদুদ (স্নেহশীল), হে আরশের মালিক, হে যা ইচ্ছে তা-ই করার ক্ষমতার অধিকারী, আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আপনার সুমহান মর্যাদার উসিলায়, অবিচারমুক্ত রাজত্বের উসিলায় এবং আরশব্যাপী নুরের উসিলায়—আমাকে এই চোরের অনিষ্ট থেকে হেফাজত করুন। হে মুগিস (সাহায্যকারী), সাহায্য করুন, হে মুগিস, সাহায্য করুন, হে মুগিস, সাহায্য করুন।'

আনাস বলেন, 'এভাবে তিনি তিনবার দুআ করলেন। হঠাৎ এক অশ্বারোহীর আগমন ঘটল। তার হাতে ছিল বর্শা, যা সে ঘোড়ার দুই কানের মাঝে স্থাপন করেছিল। চোরটি তাকে দেখে তেড়ে গেলে তিনি তাকে বর্শার আঘাতে হত্যা করলেন। অতঃপর সাহাবির নিকটে এসে বললেন, 'উঠুন।' সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক, আপনি কে? আপনার উসিলায় আল্লাহ আজ আমাকে বাঁচিয়েছেন।' তিনি বললেন, 'আমি চতুর্থ আসমানের এক ফেরেশতা। আপনি যখন প্রথম দুআটি করলেন, তখন আমি আসমানের দরজাসমূহের ক্যাচক্যাচ আওয়াজ[১৩০] শুনলাম; যখন দ্বিতীয় দুআটি করলেন, তখন শুনলাম আসমানবাসীদের কোলাহল; অতঃপর যখন তৃতীয় দুআটি করলেন, আমাকে বলা হলো, 'এক বিপদগ্রস্তের দুআ।' তখন আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে আবেদন করলাম, যাতে তিনি আমাকে ওই চোরকে হত্যার দায়িত্ব দেন।'

হজরত আনাস রাযি. বলেন, 'জেনে রাখ, যে ব্যক্তি ওজু করে চার রাকাত নামাজ পড়ে উক্ত দুআ করবে, অবশ্যই তার দুআ কবুল হবে, চাই সে বিপদগ্রস্ত হোক বা না হোক।'[১৩১]

---

১৩০. উদ্দেশ্য, দরজা খুলে যাওয়ার শব্দ।

১৩১. মুজাবুদ দাওয়াহ, ইবনু আবিদ দুনইয়া, পৃ. ২৭-২৯।

বৃষ্টির দুআ করলেন তিনি

হজরত সাবেত বুনানী রহ. বলেন, একবার হজরত আনাস রাযি.-এর জমির তত্ত্বাবধায়ক তাকে জানালেন, 'আপনার জমি পিপাসার্ত হয়ে পড়েছে।' হজরত আনাস বিষয়টি শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন, চলে গেলেন খোলা প্রান্তরে। সেখানে নামাজ পড়ে দুআ করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই একখণ্ড মেঘ এসে তার জমিকে ছেয়ে ফেলল এবং এত বৃষ্টি হলো যে তার হাউজ পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। সময়টি ছিল গ্রীষ্মকাল। হজরত আনাস পরিবারের একজনকে পাঠালেন বৃষ্টি কতদূর পর্যন্ত হয়েছে দেখতে। দেখা গেল তার জমির সীমানার পর সামান্য জায়গায়ই বৃষ্টি হয়েছে।[১৩২]

হজরত হুসাইন রাযি.-এর দুআ

বনু আবান বিন দারিমের এক ব্যক্তি—যার নাম ছিল যুরআ—হজরত হুসাইন রাযি.-এর হত্যাকাণ্ডে উপস্থিত ছিল। সে হুসাইন রাযি.-এর প্রতি তির ছুড়েছিল, যা তার কণ্ঠনালীতে বিঁধেছিল। গলা থেকে বইতে লাগল রক্ত। হুসাইন রাযি. সে রক্ত হাতে ছোঁয়াচ্ছিলেন, অতঃপর আকাশের দিকে ইশারা করে ফেলে দিচ্ছিলেন। ঘটনা ছিল এই যে, হুসাইন রাযি. পিপাসার্ত ছিলেন। তিনি পানি চেয়েছিলেন, পানিও এসেছিল, কিন্তু পানি পান করতে যাবেন—এমন সময় সে দুর্ভাগার তির এসে বিঁধেছিল। তার পক্ষে আর পানি পান করা সম্ভব হয়নি। তাই তিনি আকাশের দিকে ইশারা করে দুআ করছিলেন—'হে আল্লাহ, তাকে পিপাসায় নিপতিত করুন। হে আল্লাহ, তাকে পিপাসায় নিপতিত করুন।'

বর্ণনাকারী বলেন, ওই ব্যক্তির মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিল, এমন এক ব্যক্তি আমাকে বলেছে, লোকটি মৃত্যুর সময় চিৎকার করছিল, কারণ তার পেটে গরম অনুভব হতো আর পিঠে অনুভব হতো ঠান্ডা। তার সামনে ছিল বরফ ও পাখার ব্যবস্থা আর পেছনে অঙ্গারদানি। সে বলছিল, 'আমাকে পান করাও, পিপাসায় মরে গেলাম।' তার কাছে ছাতু, পানি বা দুধ-ভর্তি গামলা আনা হতো, যা পরিমাণে পাঁচজনের যথেষ্ট হওয়ার মতো হতো; সে ওই গামলা নিমেষে শেষ করে পরক্ষণেই পানি চাওয়া শুরু করত, বলত—'আমাকে পান করাও, পিপাসায় মরে গেলাম।' বর্ণনাকারী বলেন, 'অবশেষে তার পেট উটের মতো ফেটে গিয়েছিল।'[১৩৩]

---

১৩২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৩/৪০০।
১৩৩. মুজাবুদ দাওয়াহ, ইবনু আবিদ দুনইয়া, পৃ. ৫১-৫২।

এক মুমিনের দুআ

আলা বিন হাজরামী রাযি. ছিলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক নিযুক্ত বাহরাইনের গভর্নর। তিনি দুআয় বলতেন, 'হে আলিম (সর্বজ্ঞানী), হে হালিম (সহনশীল), হে আলি (উচ্চ), হে আজিম (মহান)'; ফলে তার দুআ কবুল করা হতো। একবার তিনি দুআ করেছিলেন যাতে তারা পানি পান ও তা দিয়ে ওজু করার পরও পানি না কমে, সে দুআ কবুল হয়েছিল।[১৩৪]

সেটাই তো আমাদের কাঙ্ক্ষিত

যে যুদ্ধে হজরত নুমান বিন মুকাররিন রাযি. শহিদ হয়েছিলেন, সে যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে তিনি দুআ করেছিলেন, 'হে আল্লাহ, মুসলমানদের বিজয়ের বিনিময়ে নুমানকে শাহাদাত দান করুন এবং তাদের বিজয়ী করুন।' লোকেরা তার দুআয় 'আমিন' বলল। অতঃপর তিনি হাতে ধরা ঝান্ডা তিনবার নাড়িয়ে শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনিই ছিলেন সে যুদ্ধের প্রথম শহিদ।[১৩৫]

আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ

একবার মুসলমান মুজাহিদ-বাহিনীর অগ্রযাত্রায় সমুদ্র বাধা হয়ে দাঁড়াল। ঘোড়া নিয়ে তা পার হওয়া অসম্ভব ছিল। হজরত আলা বিন হাযরামী রাযি. আল্লাহর দরবারে দুআ করলেন, যার ফলে মুজাহিদেরা সমুদ্রেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে দিব্যি পার হয়ে গেলেন, এমনকি তাদের ঘোড়ার গদি পর্যন্ত ভিজল না। হজরত আলা রাযি. আরও দুআ করেছিলেন—যাতে মৃত্যু হলে তার লাশ দেখা না যায়। সত্যিই পরে তার লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি।[১৩৬]

সেনাপতি নিহত, কিন্তু তার দুআয় সৈন্যরা নিরাপদ

হজরত আবদুল্লাহ বিন কাইস রহ. শীত ও গ্রীষ্ম মিলিয়ে পঞ্চাশটির মতো যুদ্ধ করেছিলেন, যার কিছু ছিল স্থলে আর কিছু সমুদ্রে। কিন্তু সমুদ্রে পরিচালিত তার

১৩৪. আলফুরকান বাইনা আওলিয়াইর রহমান ও আওলিয়াইশ শাইতান, ইবনে তাইমিয়া, পৃ. ৩১১।
১৩৫. মুজাবুদ দাওয়াহ, ইবনু আবিদ দুনইয়া, পৃ. ৪০৫ (ঈষৎ পরিমার্জিত)। (এই উৎসে ঘটনাটি পাওয়া যায়নি, বরং দেখুন: মুসতাদরাক-ই-হাকিম, হাদিস নং-৫২৭৯-অনুবাদক)
১৩৬. আলফুরকান, ইবনে তাইমিয়া, পৃ. ৩১১।

অভিযানগুলোতে একজন সৈন্যও নিহত হয়নি। কারণ তিনি দুআ করতেন—যাতে আল্লাহ তায়ালা তার বাহিনীকে নিরাপদ রাখেন।

অবশেষে আল্লাহ তায়ালা কেবল তাকেই শাহাদাত দিতে চাইলেন। এক অভিযানে শত্রুপক্ষকে নজরদারি করতে নৌকাযোগে রওনা হলেন তিনি। গন্তব্য রোমান এলাকা। যখন তিনি রোমের বন্দরে পৌঁছলেন সেখানে কিছু ভিক্ষুক ভিক্ষা করছিল। আবদুল্লাহ বিন কাইস তাদেরকে দান করলেন। কিন্তু তারপর ঘটল এক বিপত্তি। ভিক্ষুকদের মধ্য থেকে এক মহিলা গ্রামে গিয়ে বলতে লাগল—'তোমরা কি আবদুল্লাহ বিন কাইসকে ধরতে চাও?' লোকেরা বলল, 'সে কোথায়?' মহিলাটি বলল, 'বন্দরে।' তারা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি তাকে চিনলে কী করে?' সে বলল, 'সে বেশভূষায় ছিল ব্যবসায়ীর মতো, কিন্তু যখন আমি ভিক্ষা চাইলাম তখন দান করল বাদশাহর মতো। তাতেই আমি বুঝেছি এ নিশ্চয় আবদুল্লাহ বিন কাইস।' নিশ্চিত হয়ে এবার লোকেরা বন্দরে ছুটে গেল। আবদুল্লাহ বিন কাইসকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল তারা। একা লড়াই করে আবদুল্লাহ বিন কাইস শহিদ হলেন।

ওদিকে নৌকার মাঝি প্রাণে বেঁচে ফিরলেন। সেনাবাহিনীর দায়িত্ব নিলেন সুফিয়ান বিন আওফ আজদি।[১৩৭]

আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবিস সারহ-এর দুআ

সাঈদ বিন আবি আইয়ুব থেকে বর্ণিত—ইয়াজিদ বিন হাবিব বলেন, আবদুল্লাহ বিন আবিস সারহ ফেতনা থেকে বাঁচতে রামলায় চলে গিয়েছিলেন। সেখানে একরাতে তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হলেন। তিনি বারবার প্রশ্ন করছিলেন, 'সকাল হয়েছে কি?' লোকেরা বলছিল, 'না।' এভাবে যখন সকাল নিকটবর্তী হলো, তিনি বললেন, 'হে হিশাম, আমি সকালের ঘ্রাণ পাচ্ছি, তুমি দেখে এসো।' অতঃপর বললেন, 'হে আল্লাহ, আমার সর্বশেষ আমল যাতে হয় ফজরের নামাজ।' তারপর ওজু করে নামাজে দাঁড়ালেন। প্রথম রাকাতে ফাতেহা ও সুরা আদিয়াত এবং দ্বিতীয় রাকাতে ফাতেহা ও অন্য একটি সুরা পড়লেন। সবশেষে ডানদিকে সালাম ফিরিয়ে বামদিকে সালাম ফেরাতে যাবেন—এমন সময় তার রুহ কবজ হয়ে গেল। রাযিয়াল্লাহু আনহু—আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন।[১৩৮]

১৩৭. আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকির, খণ্ড ৩-৪, পৃ. ২৩১ (আরও দেখুন: আলকামিল ফিত-তারিখ, ইবনে আসীর, ২/৪৭০-শামেলা।-অনুবাদক)

১৩৮. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/৩৫।

হজরত আনাস রাযি.-এর খোঁজে হাজ্জাজের পুলিশ

আবদুল্লাহ বিন আবান সাকাফী বলেন, 'হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আমাকে আনাস বিন মালিক রাযি.-এর সন্ধানে পাঠাল। আমি ভাবলাম হয়তো তিনি আত্মগোপনে আছেন, তাই অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তার ঠিকানায় গেলাম। দেখি তিনি নিজ ঘরের দরজায় পা ছড়িয়ে বসে আছেন। আমি বললাম, 'আমিরের ডাকে সাড়া দিন।' তিনি বললেন, 'কোন আমির?' আমি বললাম, 'আবু মুহাম্মাদ হাজ্জাজ।' তিনি নির্লিপ্তভাবে বললেন, 'আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করেছেন, তার চেয়ে বড় লাঞ্ছিত আমি কাউকে দেখি না। কারণ সম্মানিত সে, যে আল্লাহর আনুগত্য দ্বারা সম্মানিত হয় আর লাঞ্ছিত সে, যে তাঁর অবাধ্যতা দ্বারা লাঞ্ছিত হয়। তোমার হাজ্জাজ বিদ্রোহী, অবাধ্য, সীমালঙ্ঘনকারী এবং কুরআন-সুন্নাহর বিরোধিতাকারী। আল্লাহর কসম, তিনি অবশ্যই তার থেকে প্রতিশোধ নেবেন।' আমি বললাম, 'কথা কম বলে আমিরের ডাকে সাড়া দিন।'

হজরত আনাস উঠে দাঁড়ালেন। আমাদের সঙ্গে হাজির হলেন হাজ্জাজের সামনে। হাজ্জাজ বলল, 'আপনি আনাস বিন মালিক?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।'

হাজ্জাজ: 'আপনিই কি আমার বিরুদ্ধে বদদুআ করেন, আমাকে গালি দেন?'

আনাস রাযি.: 'হ্যাঁ'।

হাজ্জাজ: 'কেন?'

আনাস রাযি.: 'কারণ, তুমি নিজ রবের অবাধ্য এবং নিজ নবি ﷺ-এর সুন্নতের বিরুদ্ধাচারী। তুমি আল্লাহর শত্রুদের সম্মানিত কর আর বন্ধুদের কর লাঞ্ছিত।'

হাজ্জাজ: 'আপনি কি জানেন, আপনাকে আমার কী করতে ইচ্ছে হচ্ছে?'

আনাস রাযি.: 'না।'

হাজ্জাজ: 'আপনাকে আমি নিকৃষ্টভাবে হত্যা করব।'

আনাস রাযি.: 'যদি জানতাম সে ক্ষমতা তোমার আছে, তবে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমারই ইবাদত করতাম।'

হাজ্জাজ: 'কেন এমন ধারণা (যে আমি হত্যা করতে পারব না)?'

আনাস রাযি.: 'কারণ রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে একটি দুআ শিখিয়ে বলেছেন, 'যে এই দুআ প্রত্যেক সকালে পড়বে, কেউ তার ক্ষতি করতে পারবে না।' সে দুআ আজ সকালেও আমি পড়েছি।'

হাজ্জাজ: 'আমাকে তা শিখিয়ে দিন।'

আনাস রাযি.: 'আল্লাহর পানাহ, তুমি জীবিত থাকতে তা আমি কাউকে শেখাব না।'

এবার হাজ্জাজ প্রহরীকে বলল, 'তার পথ ছেড়ে দাও।' প্রহরী বলল, 'হে আমির, আমরা দীর্ঘদিন অনুসন্ধান করে তাকে পেয়েছি। আমরা তাকে কীভাবে ছেড়ে দিতে পারি?' হাজ্জাজ বলল, 'আমি দেখলাম, তার দুই কাঁধে দুটি অতিকায় সিংহ মুখ ব্যাদান করে বসে আছে।'

সে দুআটি আনাস রাযি. মৃত্যুকালে নিজ ভাইদের শিখিয়েছিলেন।[১৩৯]

---

১৩৯. কানযুদ্দুয়া, মুহাম্মাদ আরিফ, পৃ. ৩১-৩৩।

পরবর্তী প্রজন্মের বিস্ময়কর দুয়া

যেমন কর্ম তেমন ফল

এক মহিলা আবু মুসলিম খাওলানি রহ.-এর স্ত্রীকে তার ব্যাপারে বিগড়ে দিয়েছিল। তিনি মহিলাটিকে বদদুআ করলেন; সে অন্ধ হয়ে গেল। এতে সে ভুল বুঝতে পারল এবং আবু মুসলিম খাওলানীর কাছে এসে তওবা করল। তিনি তাকে ক্ষমা করে দুআ করলেন, ফলে মহিলাটি পুনরায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল।[১৪০]

খচ্চরটি রয়ে গেল

আবু মুসলিম একটি খচ্চর কিনলেন। তার স্ত্রী উম্মে মুসলিম বললেন, 'দুআ করুন যাতে আল্লাহ খচ্চরটিতে বরকত দেন।' আবু মুসলিম বললেন, 'হে আল্লাহ, আমাদের এই খচ্চরের বিষয়ে বরকত দান করুন।' কিন্তু সেটি মারা গেল। আরেকটি খচ্চর কিনলেন আবু মুসলিম। এবারও স্ত্রী বললেন, 'দুআ করুন যাতে আল্লাহ বরকত দেন।' আবু মুসলিম বললেন, 'না, বরং বল—'হে আল্লাহ, আমাদের এই খচ্চর ব্যবহার করার তাওফিক দিন।' সত্য সত্যই এ খচ্চরটি দীর্ঘদিন টিকেছিল।[১৪১]

তারাই ছিলেন মানুষ

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, 'হাসান বসরী রহ. হাজ্জাজ থেকে আত্মগোপন করেছিলেন। হাজ্জাজের লোকেরা ছয়বার তার ঠিকানায় প্রবেশ করেছিল, কিন্তু তার দুআর উসিলায় তারা তাকে দেখতে পায়নি। একদা এক খারেজি সম্পর্কে তিনি বদদুআ করেছিলেন। লোকটি তাকে ও তার সঙ্গীদের কষ্ট দিত। বদদুআর কারণে তৎক্ষণাৎ লোকটি মারা গিয়েছিল।[১৪২]

ইবনে তাইমিয়া রহ. খারেজি ব্যক্তির যে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা ইসাম বিন যায়েদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে; তিনি বলেন, 'এক খারেজি হাসান বসরী রহ.-এর মজলিসে আসত এবং মজলিসের লোকদেরকে কষ্ট দিত। তাদের কেউ কেউ হাসানকে বলল, 'হে আবু সাঈদ (হাসান বসরির উপনাম), আপনি কি আমিরের সঙ্গে কথা বলে দেখবেন, যাতে তিনি এই লোককে মজলিসে আসতে নিষেধ করে

১৪০. আলফুরকান বাইনা আওলিয়াইর রহমান ও আওলিয়াইশ শাইতান, ইবনে তাইমিয়া, পৃ. ৩১৩।
১৪১. মুজাবুদ দাওয়াহ, ইবনু আবিদ দুনইয়া, পৃ. ৬৮-৬৯।
১৪২. আলফুরকান বাইনা আওলিয়াইর রহমান ও আওলিয়াইশ শাইতান, ইবনে তাইমিয়া, পৃ. ৩১৪।

দেন?' জবাবে হাসান চুপ রইলেন। এরপর একদিনের ঘটনা। হাসান মজলিসে বসা, সঙ্গে তার ছাত্রবৃন্দ। লোকটিকে দেখা গেল মজলিসের দিকে আসছে। হাসান বসরী রহ. দুআ করলেন—'হে আল্লাহ, আপনি জানেন লোকটি আমাদের কেমন কষ্ট দেয়। তাকে আপনি যেভাবে চান আমাদের থেকে প্রতিহত করুন।' বর্ণনাকারী বলেন, 'আল্লাহর কসম, লোকটি তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এরপর খাটিয়ায় করে তাকে পরিবারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। পরবর্তী সময়ে যখনই হাসান লোকটিকে স্মরণ করতেন, কাঁদতেন এবং বলতেন, 'হায়, কীসে লোকটিকে আল্লাহর বিষয়ে ধোঁকা দিয়েছিল!'[১৪৩]

আল্লাহ তাদের অন্তরে ভয় ঢেলে দিলেন

হাজ্জাজ হজরত হাসান বসরী রহ.-কে নির্যাতন করার জন্য ডেকে পাঠাল। সেমতে তিনি হাজ্জাজের ঠিকানায় রওনা হলেন, তবে পথিমধ্যে আসমায়ে হুসনার উসিলা ধরে খুব দুআ করলেন। ফলে হাজ্জাজের মন বদলে গেল এবং আল্লাহ তার অন্তরে ভয় ঢেলে দিলেন। যখন হাসান রহ. তার কাছে পৌঁছলেন, সে তাকে উষ্ম অভ্যর্থনা জানাল, নিজে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এল এবং তাকে নিজের পাশে বসাল। শুধু তা-ই নয়, হাজ্জাজ তার দাড়িতে সুগন্ধি লাগিয়ে দিল এবং অত্যন্ত কোমল স্বরে কথাবার্তা বলল।

মোরগের বিরুদ্ধে বদদুআ

আবদুর রহমান বিন ওয়াফিদ বলেন, আমাদের হামযা বিন রবীয়া বলেছেন, আমাদের আসবাগ বিন যাইদ আল-ওয়াসিতী বলেছেন, 'সাঈদ বিন জুবাইর রহ.-এর একটি মোরগ ছিল, যার ডাকে প্রতিদিন তার ঘুম ভাঙতো এবং তিনি রাতের নামাজ পড়তেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে একদিন মুরগিটি ডাকল না। সকাল হয়ে গেল, কিন্তু সাঈদ বিন জুবাইরের নামাজ পড়া হলো না। বিষয়টি তাকে অত্যন্ত মর্মাহত করল। মনোবেদনায় তিনি বলে ফেললেন, 'মোরটির কী হলো? আল্লাহ তার জবান বন্ধ করে দিন।' এরপর থেকে মোরগটির আর কোনো আওয়াজ শোনা যায়নি। বিষয়টি দেখে সাঈদ রহ.-এর মা বলেছিলেন, 'বাবা, এরপর আর নয়!'[১৪৪] [১৪৫]

---

১৪৩. মুজাবুদ দাওয়াহ, ইবনু আবিদ দুনইয়া, পৃ. ৬৬।

১৪৪. 'এরপর আর নয়'-এ বাক্যটির অর্থ সম্ভবত, 'আর কোনো কিছুর ওপর এমন বদদুআ করো না।'-অনুবাদক।

১৪৫. মুজাবুদ দাওয়াহ, ইবনু আবিদ দুনইয়া, পৃ. ৬৬।

অহংকার ও ঔদ্ধত্যের শাস্তি

সাঈদ বিন জুবাইর রহ.-কে হাজ্জাজ হত্যা করার পূর্বক্ষণে তিনি তার বিরুদ্ধে বদদুআ করে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ, আমার পর আর কারও ওপর তাকে জুলুম করার সুযোগ দিয়েন না।' ফলে সাঈদ রহ.-কে হত্যার পর হাজ্জাজের হাতে ফোঁড়া দেখা দিয়েছিল, যা পর্যায়ক্রমে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছিল। যন্ত্রণায় হাজ্জাজ ষাঁড়ের মতো চিৎকার করত। অত্যন্ত করুণভাবে তার মৃত্যু হয়েছিল।

হাজ্জাজের দরবারে যাবার কালে দুআ

হাবিব বিন আবি সাবিত, সাঈদ বিন হাবিব ও ত্বলক বিন হাবিবকে হাজ্জাজের দরবারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পথিমধ্যে তাদের পিপাসা ও ভয় অনুভব হলো। সাঈদ হাবিবকে বললেন, 'আল্লাহর কাছে দুআ করুন।' হাবিব বললেন, 'আমার বিশ্বাস, আপনি আমার চেয়ে আল্লাহর অধিক প্রিয়।' তখন সাঈদ দুআ করলেন এবং অন্যরা 'আমিন' বললেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের ওপর একটি মেঘখণ্ড এল এবং বৃষ্টি নামল। তারা তৃপ্ত হয়ে পান করলেন, অন্যদের পান করালেন এবং পানি সঞ্চয় করে রাখলেন।

প্রবল ঢেউয়ের মধ্যে দুআ

আবু মুহাম্মাদ বিন আবি যাইদ বলেন, 'স্পেনের বিশিষ্ট আলিম আবদুল্লাহ বিন হাবিব ছিলেন মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ (যার দুআ কবুল হয়)। একদা তিনি সমুদ্রপথে সফর করছিলেন। মাঝসমুদ্রে সাগর উত্তাল হয়ে উঠল। তখন আবদুল্লাহ বিন হাবিব ওজু করে আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ, যদি আমার এই সফর একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্য এবং আপনার রাসুলের সুন্নাহকে পুনর্জীবিত করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তবে আমাদের এই বিপদ দূর করে দিন। আমাদের যেভাবে আপনার আজাব দেখিয়েছেন, সেভাবে রহমত দেখিয়ে দিন।'

এই দুআর ফলে আল্লাহর অনুগ্রহে তৎক্ষণাৎ তাদের বিপদ কেটে গিয়েছিল।[১৪৬]

---

১৪৬. আন-নাবযুল মুস্তাত্বাবাহ ফিদ্দাওয়াতিল মুস্তাজাবাহ, সালিম বিন আবদ হিলালী, পৃ. ৭১-৭২।

শাহাদাতের দুআ করে হলেন শহিদ

সুলাইম বিন আমির বলেন, 'আমি একবার জাররাহের[১৪৭] কাছে গেলাম। দেখলাম—তিনি দুআয় হাত তুললেন এবং তার সঙ্গে হাত তুললেন যুদ্ধের সকল আমির। দীর্ঘ দুআ করলেন তিনি। অতঃপর আমাকে বললেন, 'হে আবু ইয়াহইয়া, তুমি কি জান আমরা কী করছিলাম?' আমি বললাম, 'না, আপনাদের দুআ করতে দেখেছি, তাই আমিও হাত তুলেছি।' তিনি বললেন, 'আমরা আল্লাহর কাছে শাহাদাত চেয়েছি।' আল্লাহর কসম, সে যুদ্ধে তারা সবাই শহিদ হয়েছিলেন।'[১৪৮]

এক নেকবান্দার দুআ

হুমাইদ বিন হিলাল বলেন, 'মুতাররিফ ও তার গোত্রের এক ব্যক্তির মধ্যে কোনো বিষয়ে দ্বন্দ্ব চলছিল। প্রতিপক্ষ লোকটি এক পর্যায়ে মুতাররিফের ব্যাপারে মিথ্যা বলল। মুতাররিফ জবাবে বললেন, 'যদি তুমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক, তবে আল্লাহ তোমাকে মরণ দিন।' এবং আশ্চর্য—লোকটি তৎক্ষণাৎ মারা গেল। ঘটনা শুনে লোকটির আত্মীয়-স্বজন তার মৃত্যুর দায় মুতাররিফের ওপর চাপাল এবং যিয়াদের কাছে নালিশ জানাল। যিয়াদ তাদের প্রশ্ন করলেন, 'সে কি তাকে আঘাত করেছে? নিজ হাতে আছাড় দিয়েছে?' তারা বলল, 'না।' যিয়াদ বললেন, 'তাহলে তো এটি এক নেকবান্দার দুআমাত্র, যা আল্লাহর তাকদিরের সঙ্গে একত্রিত হয়েছে।' এবং তাদের জন্য তিনি কোনো ক্ষতিপূরণের ফয়সালা করলেন না।[১৪৯]

আবু মুসলিম ও এক নারী

উসমান বিন আতা বলেন, 'আবু মুসলিম খাওলানির অভ্যাস ছিল—তিনি ঘরে ঢুকে সালাম দিতেন এবং ঘরের মধ্যভাগে পৌঁছে তাকবির দিতেন। তিনি তাকবির দিলে প্রত্যুত্তরে তার স্ত্রীও তাকবির দিতেন। এরপর তিনি তার চাদর ও জুতা খুলতেন। স্ত্রী খাবার পরিবেশন করতেন এবং তিনি খেতেন।

---

১৪৭. আবু উকবা জাররাহ বিন আবদুল্লাহ আলহাকামী। প্রসিদ্ধ গভর্নর ও সেনাপতি। হাজ্জাজের তরফ থেকে বসরার গভর্নর ছিলেন, এবং পরে ওমর বিন আবদুল আজিজের তরফ থেকে খুরাসান ও সিজিস্তানের গভর্নর হয়েছিলেন।—অনুবাদক।

১৪৮. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৫/১৯।

১৪৯. মুজাবুদ দাওয়াহ, ইবনু আবিদ দুনইয়া, পৃ. ৬৯।

একরাতের ঘটনা। আবু মুসলিম ঘরে ফিরে বাইরে থেকে তাকবির দিলেন, কিন্তু কোনো জবাব এল না। এরপর ঘরের দরজায় এসে পুনরায় তাকবির ও সালাম দিলেন, তবু জবাব এল না। বিস্মিত তিনি ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন, ঘরের বাতি নেভানো, স্ত্রী মাটিতে বসে হাতে একটি কাঠি নাড়াচাড়া করছেন। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কী হয়েছে?' স্ত্রী বললেন, 'মানুষ কত সুখে আছে; আর আপনি আবু মুসলিম অন্তত মুয়াবিয়া রাযি.-এর কাছে গেলেও তো পারেন, যাতে তিনি আমাদের একজন খাদেম আর চলার মতো কিছু অনুদান দেন।' আবু মুসলিম বললেন, 'হে আল্লাহ, যে আমার স্ত্রীকে নষ্ট করেছে, তার চোখ অন্ধ করে দিন।'

বর্ণনাকারী বলেন, 'সত্যিই কিছুক্ষণ পূর্বে আবু মুসলিমের স্ত্রীর নিকট এক মহিলা এসেছিল। সে বলেছিল, 'তুমি আবু মুসলিমের স্ত্রী। তুমি তাকে কেন বল না, যাতে তিনি মুয়াবিয়া রাযি.-এর সঙ্গে খাদেম ও কিছু অনুদানের বিষয়ে কথা বলেন।' আবু মুসলিমের দুআর ফল হলো এই—মহিলাটি নিজ ঘরে ছিল, ঘরে প্রদীপ জ্বলছিল, হঠাৎ সে প্রদীপের আলো দেখতে পাচ্ছিল না। সে ঘরের লোকদের প্রশ্ন করল, 'তোমাদের প্রদীপ কি নিভে গেছে?' তারা বলল, 'না।' মহিলা বলল, 'আল্লাহ আমার দৃষ্টিশক্তি দূর করে দিয়েছেন।' সে তৎক্ষণাৎ আবু মুসলিমের কাছে ছুটে এল এবং আল্লাহর দোহাই দিয়ে আবেদন-অনুরোধ করতে লাগল। অগত্যা আবু মুসলিম দুআ করলেন, ফলে মহিলাটি পুনরায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল।[১৫০]

অন্ধ ফিরে পেল দৃষ্টিশক্তি

হাম্মাদ বিন সালামা রহ. বর্ণনা করেন—সিমাক বিন হরব বলেছেন, 'আমি এই চোখ দিয়ে আশিজন সাহাবিকে দেখেছি। একবার আমার দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়েছিল। তখন আল্লাহর কাছে দুআ করলে তিনি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।'[১৫১]

দুআয় কারামুক্তি

গাইলান বিন জারীর বলেন, 'একদা হাজ্জাজ মুওয়াররিককে বন্দি করে রেখেছিল। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেও তাকে মুক্ত করতে পারছিলাম না। এ অবস্থায় একদিন মুওয়াররিক বললেন, 'চল, আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি।' আমরা তা-ই করলাম; মুতাররিফ দুআ করলেন, আমরা 'আমিন' বললাম।

১৫০. মুজাবুদ দাওয়াহ, ইবনু আবিদ দুনইয়া, পৃ. ৬৬-৬৭।
১৫১. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৫/২৪৬।

সেদিন সন্ধ্যায় হাজ্জাজ লোকজনকে তার দরবারে প্রবেশের সাধারণ অনুমতি দিল। অনেকেই তার কাছে গেল, তাদের মধ্যে মুওয়াররিকের পিতাও ছিলেন। হাজ্জাজ তাকে দেখে প্রহরীকে বলল, 'এই বৃদ্ধকে নিয়ে জেলখানায় যাও এবং তার ছেলেকে তার হাতে তুলে দাও।[১৫২]'

বন্দিকে মুক্তি না দিলে ঘুম হারাম

উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ (কুফা-বসরার গভর্নর) একদা সাফওয়ান বিন মুহরিযের ভাতিজাকে কারাবন্দি করল। সাফওয়ান বিষয়টিতে সুপারিশের জন্য বসরার সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দ্বারস্থ হলেন, কিন্তু কাজ হলো না। একরাতে বিভিন্ন স্থান থেকে নিরাশ হয়ে ভারাক্রান্ত মনে ঘরে ফিরলেন তিনি। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, হঠাৎ দেখলেন এক অদ্ভুত স্বপ্ন। দেখলেন—কে যেন তাকে বলছে, 'হে সাফওয়ান, ওঠো এবং নিজের প্রয়োজন যথাস্থানে সন্ধান করো।' সাফওয়ান হুড়মুড় করে জেগে উঠলেন। ওজু করে নামাজে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর কাছে দুআ করতে লাগলেন।

একদিকে তিনি দুআ করছেন, অন্যদিকে উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের ঘুম উবে গেল। অনেক চেষ্টার পরও সে ঘুমুতে পারছিল না। এক পর্যায়ে সে বলল, 'সাফওয়ান বিন মুহরিযের ভাতিজা কোথায়, তাকে নিয়ে এসো। আজ রাতে আমার এক ফোঁটা ঘুম হচ্ছে না। সেমতে প্রহরীরা এল, আলো জ্বালানো হলো এবং সে রাতদুপুরে কারাগারের লোহার ফটক খোলা হলো। সাফওয়ানের ভাতিজাকে কারাগার থেকে বের করে উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে হাজির করা হলো। উবাইদুল্লাহ তার সঙ্গে কিছু কথা বলার পর বলল, 'তুমি চলে যাও, জামিন ছাড়াই তুমি মুক্ত।'

ওদিকে ভাতিজা সাফওয়ানের ঘরে পৌঁছে কড়া নাড়ার আগ পর্যন্ত তিনি কিছুই জানতে পারেননি। কড়ার আওয়াজ পেয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কে?' তখন ভাতিজা বলল, 'আমি অমুক।'[১৫৩]

তোমাকে মোবারকবাদ

হাইসাম বিন ইমরান বলেন, 'আমি ইবনে হালবাসের নিকট বসে ছিলাম। সময়টি ছিল সূর্যাস্তের মুহূর্ত। ইবনে হালবাস দুআ করছিলেন, 'হে আল্লাহ, আমাকে আপনার

১৫২. মুজাবুদ দাওয়াহ, ইবনু আবিদ দুনইয়া, পৃ. ৬৯।
১৫৩. মুজাবুদ দাওয়াহ, ইবনু আবিদ দুনইয়া, পৃ. ৫৩ (ঈষৎ পরিমার্জিত)।

পথে শাহাদাত দান করুন।' তার দুআ শুনে আমি মনে মনে বলছিলাম, 'তিনি কীভাবে শাহাদাত লাভ করবেন, অথচ তিনি অন্ধ?' কিন্তু যখন মুসাওয়িদা বাহিনী[১৫৪] দিমাশকে প্রবেশ করল, তাদের হাতে তিনি শহিদ হলেন। আমি পরে শুনেছি—যে দুজন ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছিল, তারা পরবর্তীতে তার নেকস্বভাবের কথা শুনে কেঁদেছিল। এটি ১৩২ হিজরির ঘটনা।'[১৫৫]

দুআ কবুলের আলামত

হাইওয়াহ বিন শুরাইহ বলেন, 'একদা খালিদ বিন আবু ইমরান দুআ করলেন, আমরা 'আমিন' বললাম। তারপর তিনি সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করলেন এবং আমাদের নিয়ে সিজদা করলেন। অতঃপর বললেন, 'হে আল্লাহ, যদি আপনি আমাদের দুআ কবুল করে থাকেন, তবে তার কোনো নিদর্শন দেখিয়ে দিন।' তখন একজন লোক মাথা তুলল এবং উজ্জ্বল নুর দেখতে পেল।' অনেকে বলেন, লোকটি ছিলেন হাইওয়া নিজেই।[১৫৬]

পাগলরূপী বুজুর্গ

আতা আস-সুলামী রহ. বলেন, 'একবার আমাদের অঞ্চলে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেদিন আমরা ইসতিস্কার জন্য বেরিয়েছি, পথে পাগল সা'দুনের সঙ্গে দেখা হলো, সে কবরস্থানের কাছে বসে ছিল। সা'দুন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হে আতা, এটি কি পুনরুত্থানের দিন? কবরবাসীদেরকে কি জীবিত করা হয়েছে?'[১৫৭] আমি বললাম, 'না, ব্যাপার তা নয়, আমাদের এখানে বৃষ্টি হচ্ছে না তো, তাই আমরা ইসতিস্কায় বেরিয়েছি।' সে বলল, 'হে আতা, দুনিয়াবি অন্তর নিয়ে, না আসমানি অন্তর নিয়ে?' আমি বললাম, 'আসমানি অন্তর নিয়ে।' সে বলল, 'আসমানি অন্তর নিয়ে? অনেক দূর হে আতা! জাল মুদ্রা প্রদানকারীদের বলে দাও—জাল মুদ্রা দিয়ো না, কারণ পরখকারী খুবই অভিজ্ঞ।' অতঃপর সা'দুন আকাশের দিকে দৃষ্টি করে বলল, 'ইলাহী, সাইয়িদী ও মাওলাই[১৫৮] , তোমার বান্দাদের গুনাহের কারণে তোমার দেশ ধ্বংস করে দিয়ো না। বরং আপনার নামসমূহের গোপন রহস্যের

---

১৫৪. আব্বাসীদের সমর্থক বাহিনী, যারা উমাবীদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছিল।
১৫৫. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৫/২৩০।
১৫৬. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৫/৩৭৮।
১৫৭. পথে অনেক লোক দেখে তিনি দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলেন—কিয়ামত শুরু হয়েছে কি না।
১৫৮. মাওলাই অর্থ আমার মাওলা।

উসিলায় এবং আপনার অদৃশ্য নিয়ামতরাজির উসিলায়—আমাদেরকে দান করুন মুষল বৃষ্টি, যা দিয়ে আপনার বান্দাদের জীবন বাঁচবে এবং অঞ্চল হবে সিক্ত। হে সর্বশক্তিমান!'

আতা বলেন, 'তার কথা শেষ না হতেই আকাশে মেঘের গর্জন শোনা গেল, বিজলির চমক দেখা গেল এবং কলসির মুখের মতো বর্ষণ হতে লাগল। তখন সা'দুন এই কবিতা বলতে বলতে চলে গেল—

أفلح الزاهدون والعابدون + إذ لمولاهم أجاعوا البطونا

أسهروا الأعين العليلة حبا + فانقضى ليلهم وهم سارونا

شغلتهم عبادة الله حتى + حسب الناس أن فيهم جنونا

'দুনিয়াবিরাগী আবেদেরা সফল, কারণ তারা মাওলার জন্য ক্ষুধার্ত রয়েছে।

মাওলার ভালোবাসায় তাদের রাত কেটেছে বিনিদ্র।

আল্লাহর ইবাদতে তারা এমন মশগুল যে, মানুষ তাদের ভাবে পাগল।'[১৫৯]

ইবনুল মুনকাদির ও একজন দুআকারী বান্দা

মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির রহ. বলেন, 'একরাতে আমি এই মিম্বর বরাবর বসে দুআ করছিলাম। রাত ছিল গভীর। হঠাৎ দেখি খুঁটির পেছনে একব্যক্তি মাথায় কাপড় মুড়ি দিয়ে বসা, শুনতে পেলাম সে দুআ করছে—'ইয়া রব, আপনার বান্দাদের ওপর দুর্ভিক্ষ প্রকট আকার ধারণ করেছে। ইয়া রব, আমি আপনাকে কসম দিয়ে বলছি—তাদেরকে বৃষ্টি দিন।'

ইবনুল মুনকাদির বলেন, 'এরপর কিছুক্ষণের ভেতর আকাশে মেঘ জমল এবং বৃষ্টি হলো।

কোনো নেককার মানুষ অচেনা থেকে যাবে—তা ইবনুল মুনকাদিরের জন্য মেনে

১৫৯. কানযুদ্দুয়া, মুহাম্মাদ আরিফ, পৃ. ৪০-৪১। (আরও দেখুন: ইহয়াউ উলুমিদ্দীন, গাযালী, ১/৩০৮)

নেওয়া কঠিন ছিল। তিনি মনে মনে বললেন, 'এই ব্যক্তি মদিনায় থাকবে, অথচ আমি তাকে চিনব না!' তিনি লোকটির প্রতি নজর রাখলেন। যখন ফজরের নামাজে ইমাম সাহেব সালাম ফেরালেন, লোকটি মুখ ঢেকে ঘরে রওনা হলো। (ইবনুল মুনকাদির বলেন) আমি তার পিছু নিলাম। সে পথে কোনো ওয়াজ-মজলিসে না বসে সোজা আনাসের বাড়িতে গেল, এবং সেখানে এক জায়গায় প্রবেশ করে দরজা খুলে ভেতরে গেল। আমি ফিরে এলাম, চাশতের নামাজের পর তার ঠিকানায় হাজির হলাম। বাইরে থেকে আওয়াজ দিলাম, 'প্রবেশ করব?' তিনি বললেন, 'প্রবেশ কর।' ভেতরে গিয়ে দেখলাম তিনি কিছু কাঠের পাত্র তৈরি করছেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুন, কেমন আছেন?' আমার আচরণে তিনি কৌতূহল বোধ করলেন। তার জিজ্ঞাসু ভাব বুঝতে পেরে বললাম, 'আপনি যে গতরাতে আল্লাহকে কসম দিয়ে দুআ করেছেন, তা আমি শুনেছি। ভাই, আপনি কি কিছু অনুদান নেবেন, যাতে আপনি কাঠমিস্ত্রীর কাজ ছেড়ে দিয়ে আখিরাতের কাজে পুরোপুরি মশগুল হতে পারেন?' তিনি বললেন, 'না। তবে একটি অনুরোধ—আমার মৃত্যুর আগে আমার কথা কিংবা এই ঘটনা কাউকে বলবেন না। আর আপনিও আমার কাছে কখনও আসবেন না, আপনি এলে মানুষের মধ্যে আমার কথা জানাজানি হয়ে যাবে।' আমি বললাম, 'আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।' তিনি বললেন, 'সাক্ষাৎ করতে চাইলে মসজিদে করবেন।'

বর্ণনাকারী বলেন, 'লোকটি ফারসি (পারসিক) ছিলেন। ইবনুল মুনকাদির অনুরোধমতো তার মৃত্যু পর্যন্ত তার কথা কাউকে বলেননি।' ইবনে ওয়াহাব বলেন, 'আমি শুনেছি, তিনি সে বাড়ি ছেড়ে দিয়েছিলেন, তারপর থেকে তাকে আর দেখা যায়নি, কোথায় গিয়েছেন তা-ও জানা যায়নি। একারণে ওই বাড়ির লোকেরা বলতো, 'আল্লাহ ইবনুল মুনকাদিরের বিচার করবেন, তিনি আমাদের থেকে এই নেককার লোকটিকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।'[১৬০]

সকল প্রশংসা আল্লাহর

তালহা বিন উবাইদুল্লাহ বিন কুরাইজ খুজায়ী বলেন, 'একব্যক্তি যুদ্ধে গিয়েছিল। যুদ্ধের পর দেখা গেল—তার গোলাম পালিয়ে গেছে, সঙ্গে নিয়ে গেছে তার ঘোড়াটিও। যখন সফরসঙ্গীরা সবাই ফেরার প্রস্তুতি নিল, সে ওজু করে দুই রাকাত নামাজ পড়ল এবং বলল, "হে আল্লাহ, আপনি আমার অবস্থা ও অবস্থান দেখছেন;

১৬০. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৫/৩৫৬-৩৫৭।

আমার সঙ্গীরা চলে যাচ্ছে, তা-ও দেখছেন। হে আল্লাহ, আমি আপনাকে কসম দিয়ে বলছি—আমার ঘোড়া ও গোলাম ফেরত দিন।" পরক্ষণেই লোকটি তাকিয়ে দেখল—তার ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে এবং ঘোড়ার দড়িতে বাঁধা অবস্থায় রয়েছে তার গোলাম।'[১৬১]

দুআ শেষ না হতেই বৃষ্টি

বকর বিন খুনাইস বলেন, 'একবার আমরা ইসতিস্কার উদ্দেশ্যে বের হলাম, আমাদের সঙ্গে শহরের আমির ও কাজিও ছিলেন। কাজি সাহেব দুআ করলেন। অতঃপর আমির সবাইকে প্রস্থানের অনুমতি দিলেন। কিন্তু তখনও আকাশে মেঘ দেখা যাচ্ছিল না। এদিকে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল এক কালো ব্যক্তি, চাদর পরিহিত। আমি তার দিকে লক্ষ করলাম, সে তখনও দুআ করছিল। তার দুআ আমাকে মুগ্ধ করল। যখন মানুষ চলে যেতে লাগল, শুনতে পেলাম সে বলছে—"হে আল্লাহ, আমাদের এই মুহূর্তে বৃষ্টি দিন, আপনার বান্দাদের আনন্দ নিয়ে ফিরে যাওয়ার সুযোগ করে দিন।" আল্লাহর কসম, তার কথা শেষ হওয়ার আগেই আকাশ প্রবলতম বৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগল।'

বর্ণনাকারী বকর বিন খুনাইস বলেন, 'আমি তার পরিচয় জানতে অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি।'[১৬২]

খলিফার দুআ

দাউদ বিন রশিদ বলেন, 'একবার শহরে কালো ঝড় হয়েছিল। খলিফার প্রহরী সালমান সে প্রসঙ্গে বলেন, 'আমরা ভয় পেয়ে গেলাম যে, কিয়ামত শুরু হলো কি না। আমি খলিফা মাহদিকে প্রাসাদে খোঁজাখুঁজি করলাম, কিন্তু পেলাম না। পরে দেখি—তিনি মাটিতে সিজদায় পড়ে আছেন; বলছেন, "হে আল্লাহ, আমাদের শত্রু জাতিসমূহকে আমাদের দেখে আনন্দিত হওয়ার সুযোগ দিয়েন না এবং আমাদের নবি ﷺ-কে আমাদের বিষয়ে ব্যথিত করবেন না। হে আল্লাহ, যদি আপনি আমার গুনাহের কারণে জনসাধারণকে পাকড়াও করে থাকেন, তবে এই আমার গর্দান আপনার সামনে হাজির।"

১৬১. মুজাবুদ দাওয়াহ, ইবনু আবিদ দুনইয়া।
১৬২. আল-আওলিয়া, ইবনু আবিদ দুনইয়া, পৃ. ২৫।

তার কথা শেষ না হতেই আকাশ ফর্সা হয়ে গেল।[১৬৩]'

ওজুকালে অচল অঙ্গ হয় সচল

আবদুল ওয়াহিদ বিন জায়িদের পক্ষাঘাত হয়েছিল। তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন, যাতে ওজুর সময় তার অঙ্গগুলো মুক্ত করে দেওয়া হয়। সেমতে ওজুর সময় তার অঙ্গগুলো সচল হয়ে উঠত এবং ওজু শেষ হলে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেত।[১৬৪]

সমুদ্রে দুআ

ইমাম যাহাবি রহ. বাকিয়া রহ.-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন—তিনি বলেন, 'আমরা ইবরাহিমের[১৬৫] সঙ্গে সমুদ্রপথের সফরে ছিলাম। এক সময় প্রচণ্ড ঝড় শুরু হলো, জাহাজ দুলতে লাগল। লোকজন সবাই কাঁদতে লাগল। আমরা ইবরাহিমকে বললাম, 'হে আবু ইসহাক, আপনি কী ভাবছেন?' তিনি বললেন, 'হে জীবনময়—যখন থাকবে না কোনো জীব, হে জীবনময়—প্রত্যেক জীবের পূর্বে, হে জীবনময়—প্রত্যেক জীবের পরে, হে চিরঞ্জীব ও সপ্রতিষ্ঠ, হে উদার ও অনুগ্রহশীল, আমাদেরকে আপনার কুদরত তো দেখালেন, এবার একটু আপনার ক্ষমা দেখিয়ে দিন।'

ইবরাহিম রহ.-এর এই দুআর সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ সুস্থির হয়ে গেল।[১৬৬]

যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট

আবু বালাজ ফাজারি বলেন, 'হাজ্জাজ বিন ইউসুফ একব্যক্তির ব্যাপারে কসম করেছিল যে, তাকে পাকড়াও করতে পারলে অবশ্যই হত্যা করবে। একসময় লোকটি পাকড়াও হলো এবং হাজ্জাজের হুকুমে তাকে তার সামনে হাজির করা হলো। তখন সে বিড়বিড় করে কিছু একটা পড়ছিল, যার ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজ্জাজ তাকে মুক্ত করে দিল। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো—'আপনি কী বলেছেন?' সে বলল,

---

১৬৩. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৭/৪০২।
১৬৪. আল-ফুরকান বাইনা আওলিয়াইর রাহমান ওয়া আওলিয়াইশ শাইতান, ইবনু তাইমিয়া, পৃ. ৩২০।
১৬৫. অর্থাৎ, ইবরাহিম বিন আদহাম রহ.।
১৬৬. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৭/৩৯১।

'আমি বলেছি—হে মহাশক্তিমান, হে প্রশংসিত, হে মহান আরশের অধিপতি, আমাকে প্রত্যেক উদ্ধত অত্যাচারীর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।' [১৬৭]

বিস্ময়কর এক কাহিনি

ইবনে মুবারক রহ. বলেন, 'এক মহাদুর্ভিক্ষের বছর আমি মদিনায় গেলাম। একদিন লোকজন সবাই ইসতিস্কায় বেরুল, আমিও তাদের সঙ্গে গেলাম। দেখি—এক কৃষ্ণবর্ণ গোলাম এল, যার পরনে ছিল দুই টুকরা মোটা কাপড়, একটিকে সে লুঙ্গি বানিয়েছিল, অপরটিকে ঝুলিয়ে রেখেছিল কাঁধে। গোলামটি আমার পাশে বসল।

তার দুআর শব্দ আমার কানে এল। শুনলাম সে বলছে, 'ইলাহি, পাপ ও অন্যায়ের আধিক্যে আমাদের মুখ আপনার সামনে কলঙ্কিত হয়ে গেছে। বান্দাদের শাসন করতেই আপনি আকাশের বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়েছেন। হে সহনশীল ও ধীরস্থির, বান্দারা যার উদারতা ছাড়া অন্য কিছুর পরিচয় পায়নি, আপনার কাছে প্রার্থনা করছি—এই মুহূর্তে, এই মুহূর্তে তাদের বৃষ্টি দিন।' সে অনবরত 'এই মুহূর্তে, এই মুহূর্তে' বলে যাচ্ছিল, ততক্ষণে আকাশ মেঘে ঢেকে গেল এবং চতুর্দিক থেকে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হলো।

ইবনে মুবারক আরও বলেন, 'অতঃপর আমি ফুজাইল রহ.-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, 'আপনাকে বিষণ্ণ মনে হচ্ছে; কারণ কী?' আমি বললাম, 'একটা বিষয়ে অন্য একব্যক্তি আমাদের অগ্রগামী হয়ে গেছে এবং তা অধিকার করে নিয়েছে।' এরপর আমি তাকে ওই কালো গোলামের ঘটনা শোনালে তিনি চিৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে গেলেন।[১৬৮]

দুআয় হলেন মেধাবী

আরবি ভাষার বিখ্যাত পণ্ডিত ও ছন্দশাস্ত্রের জনক খলিল বিন আহমাদ ছিলেন অত্যন্ত তাকওয়াবান, অল্পেতুষ্ট ও বিনয়ী। ইমাম যাহাবি রহ. তার সম্পর্কে বলেন, 'কথিত আছে, তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন, যাতে তিনি তাকে এমন ইলম দেন যা ইতোপূর্বে কেউ লাভ করেনি। ফলে আল্লাহ তায়ালা ছন্দশাস্ত্রের দুয়ার তার

১৬৭. মুজাবুদ দাওয়াহ, ইবনু আবিদ দুনইয়া, পৃ. ৭৭-৭৮।
১৬৮. মিন কুনূযিদ্দুয়া, মুহিউদ্দীন আবদুল হামিদ, পৃ. ১৯।

জন্য খুলে দিয়েছেন।'[১৬৯]

ধারকৃত ঘোড়া

এক যুদ্ধে জাবালা বিন আশইয়াম রহ.-এর ঘোড়া মারা গেল। তিনি দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ, আমার ওপর কোনো মাখলুকের অনুগ্রহ রাখবেন না।'[১৭০] ফলে আল্লাহ তার ঘোড়াটিকে জীবিত করে দিলেন। অবশেষে যখন তিনি বাড়িতে পৌঁছলেন, ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'বাবা, ঘোড়ার গদিটি রেখে দাও, কারণ এটি ধারকৃত ঘোড়া।' ছেলে গদি রাখল, অমনি ঘোড়াটিও মারা গেল।[১৭১]

হাজ্জাজের জেলখানায় দুআ

আবু সাঈদ বাক্কাল বলেন, 'আমি হাজ্জাজের জেলখানায় বন্দি ছিলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন ইবরাহিম তাইমি রহ.। জেলখানায় একরাত কাটানোর পর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাকে কোন অভিযোগে বন্দি করা হয়েছে?' তিনি বললেন, 'আমাদের গোত্রের সর্দার হাজ্জাজের সামনে উপস্থিত হয়ে আমার সম্পর্কে দায়িত্বমুক্তি ঘোষণা করে বলেছে, 'সে অধিক নামাজ পড়ে ও রোজা রাখে; আমার আশঙ্কা—সে খারেজি মত গ্রহণ করেছে।'

বর্ণনাকারী বলেন, 'আল্লাহর কসম, এক বিকালে আমরা কথা বলছিলাম, সঙ্গে ইবরাহিম তাইমিও ছিলেন, হঠাৎ জেলখানায় নতুন একব্যক্তির আগমন ঘটল। আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর বান্দা, তোমার ঘটনা কী?' সে বলল, 'আল্লাহর কসম, আমি জানি না, তবে মনে হয় খারেজি সন্দেহেই আমাকে আটক করা হয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি খারেজি মত গ্রহণ করিনি, কখনও কামনাও করিনি এবং এই মতাবলম্বীদেরও কখনও পছন্দ করিনি। আপনারা আমার জন্য ওজুর পানি আনতে বলুন।' আমরা তার জন্য পানি আনালে সে ওজু করে চার রাকাত নামাজ পড়ল এবং খুব আবেগময় দুআ করল।

আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তার দুআ তখনও শেষ হয়নি, হঠাৎ জেলের দরজায় আওয়াজ দেওয়া হলো—অমুক কোথায়। আমাদের সঙ্গীটি তখন

---

১৬৯. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৭/৪৩০।

১৭০. অর্থাৎ, যাতে কারও কাছ থেকে বাহন নিতে না হয়।

১৭১. আল-ফুরকান বাইনা আওলিয়াইর রাহমান ওয়া আওলিয়াইশ শাইতান, ইবনু তাইমিয়া, পৃ. ৩১৫।

উঠে দাঁড়াল, বলল—'যদি এটি বিপদমুক্তি হয়ে থাকে, তবে আল্লাহর কসম, কোনোদিন আমি দুআ ছাড়ব না; আর যদি অন্য কিছু[১৭২] হয়, তবে আল্লাহ যেন আমাকে ও আপনাদেরকে তাঁর রহমতের ছায়াতলে একত্রিত করেন।'

সে চলে গেল, পরদিন আমরা খবর পেলাম—তাকে মুক্তি দিয়ে দেওয়া হয়েছে।'[১৭৩]

ইবনে মুবারক রহ.-এর দুআ

আব্বাস বিন মুসআব বলেন, 'আমাকে আমাদের এক সঙ্গী বলেছে, 'আমি আবু ওয়াহাবকে বলতে শুনেছি—একদা ইবনে মুবারক রহ. এক অন্ধের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। অন্ধটি তাকে বলল, 'আপনার কাছে আমার অনুরোধ যে, আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যাতে তিনি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন।' ইবনে মুবারক তার কথায় দুআ করলেন আর আমার চোখের সামনে লোকটি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল।[১৭৪]

সুফয়ান বিন উয়াইনা রহ.-এর দুআ

বর্ণিত আছে, সুফয়ান বিন উয়াইনা রহ. প্রতি বছর আরাফায় উকুফকালে বলতেন, 'হে আল্লাহ, এটাই যেন আপনার সামনে শেষ হাজিরি না হয়।' কিন্তু যে বছর তার ইন্তেকাল হয়েছে, সেবছর তিনি সে দুআ করেননি, বরং বলেছিলেন, 'আমার আল্লাহ থেকে লজ্জাবোধ হয়।'[১৭৫]

অর্থাৎ, প্রত্যেক বছর তিনি আগামী বছর হজে আসার তাওফিক চেয়ে দুআ করতেন এবং আল্লাহ তায়ালা সে দুআ কবুল করে তার হায়াত দারাজ করে দিতেন। তাই যে বছর তিনি দুআটি করেননি, সেবছরই তার ইন্তেকাল হয়েছে।

---

১৭২. অর্থাৎ, মৃত্যুদণ্ড।
১৭৩. মিন কুনূযিদ্দুয়া, মুহিউদ্দীন বিন আবদুল হামিদ, পৃ. ৩৫-৩৬। (আরও দেখুন: আল-ফারাজু বা'দাশশিদ্দাহ, পৃ. ৬১-৬২- অনুবাদক।)
১৭৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৮/৩৯০।
১৭৫. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৮/৪৬৫।

গাছের বিরুদ্ধে বদদুআ

সাহল বিন আবদুল্লাহ বিন ফারহান রহ.-এর একটি আখরোট গাছ ছিল, যা প্রতিবছর প্রচুর ফল দিত। কিন্তু একদিন একব্যক্তি গাছটি থেকে পড়ে গেলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং দুআ করেন, 'হে আল্লাহ, একে শুকিয়ে দিন।' এই দুআর ফলে গাছটি শুকিয়ে গেল, আর কখনও তাতে ফল ধরেনি।[১৭৬]

হাঁচিতে ফিরে পেলেন দৃষ্টিশক্তি

হাফেজ ইবনু আবিদ দুনইয়া রহ. বলেন, 'আমাকে মুহাম্মাদ বিন হুসাইন বলেছেন, "আমাদের জাকারিয়া বিন আদি বলেছেন, 'সালত বিন বিসতাম তামিমি জুমার দিন আসরের পর থেকে আবু খাব্বাবের মজলিসে বসে দুআ করতেন। একবার তার চোখে পানি নেমে দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়েছিল। এ অবস্থায় একদিন সবাই দুআ করছিলেন, সেবার তার দৃষ্টিশক্তির জন্যও বিশেষভাবে দুআ হলো। দুআর ফল এল সঙ্গে সঙ্গে। সূর্যাস্তের পূর্বে তার হাঁচি এল এবং তারপরই দেখা গেল তিনি সব দেখতে পাচ্ছেন, আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন"।'

জাকারিয়া বলেন, 'তার ছেলে আমাকে বলেছে, "আমাকে হাফস বিন গিয়াস বলেছেন, 'আমি সন্ধ্যাবেলায় দেখেছি—লোকজন তোমার পিতার সঙ্গে মসজিদ থেকে বের হচ্ছে এবং তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে"।'[১৭৭]

সেরে উঠল বিশ বছরের অচল নারী

আব্বাস আদদুরি বলেন, 'আমাদের প্রতিবেশী আলি বিন ফাজারা বলেন, 'আমার মা বিশ বছর যাবৎ অচল ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি আহমাদ বিন হাম্বলের কাছে যাও, তাকে আমার জন্য দুআ করতে বল।' নির্দেশমতো আমি ইবনে হাম্বলের ঘরে গিয়ে দরজায় আওয়াজ দিলাম। তিনি তখন দহলিজে বসে ছিলেন, বললেন, 'কে?' আমি বললাম, 'আমি একজন আগন্তুক, যাকে তার অচল মা আপনার কাছে দুআ চাওয়ার জন্য পাঠিয়েছে।' তিনি রাগতঃস্বরে বললেন, 'আমরা তোমার দুআর আরও বেশি মোহতাজ।' অগত্যা আমি ফিরে আসছিলাম, তখন বাড়ি থেকে এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এসে বলল, 'আমি দেখে এসেছি, তিনি তোমার

১৭৬. হিলয়াতুল আউলিয়া, আবু নুআইম আসফাহানী।
১৭৭. মুজাবুদ দাওয়াহ, ইবনু আবিদ দুনইয়া, পৃ. ৭৯।

মায়ের জন্য দুআ করছেন।'

অতঃপর আমি বাড়িতে পৌঁছে দরজায় আওয়াজ দিলাম; আর আশ্চর্য, আমার মা নিজে পায়ে হেঁটে এসে দরজা খুলে দিলেন!

এই ঘটনা আব্বাস আদদুরি থেকে দুইজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন।[১৭৮]

আখিরাতের আজাবের নমুনা দুনিয়াতেই

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. মুতাজিলা মতাদর্শী কাজি আহমাদ বিন আবি দুআদের জন্য বদদুআ করেছিলেন, কারণ লোকটি তাকে সীমাহীন কষ্ট দিয়েছিল। ফলে আল্লাহ্‌ তাকে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত করলেন। সে তখন বলত, 'আমার শরীরের অর্ধেকের অবস্থা এমন যে, সেখানে মাছি বসলেও মনে হয় কিয়ামত শুরু হয়ে গেছে; আবার অন্য অর্ধেকের অবস্থা এমন যে, সেখানে কাঁচি দিয়ে কাটলেও অনুভব হয় না।'

রমজানের এক দুআ

শুয়াইব বিন মুহরিজ বলেন, 'মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান বিন আলি বিন আবদুল্লাহ্‌ বিন আব্বাসের যুগে একবার আমি শুনলাম যে, এক মহিলা অন্ধ ছিল, পরে রমজানের চব্বিশতম রাতে তার চোখ সেরে গেছে। ঘটনা শুনে আমি মহিলাটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। তার ঘর ছিল বসরার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত মুসার ঘরের কাছে। সেখানে যাওয়ার পর তিনি আমাকে বাইরে বসতে বললেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বের হলে আমি তাকে বললাম, "হে আল্লাহর বান্দী, চোখের বিষয়ে আপনার রবকে কীভাবে ডেকেছিলেন?" তিনি বললেন, "সেদিন রাতের প্রথমভাগে আমি মহল্লার মসজিদের নামাজ পড়লাম। তারপর যখন শেষরাত এল, আমি ঘরের নামাজের স্থানে নামাজে দাঁড়ালাম এবং দুআ করলাম এই বলে—'হে আইয়ুবের বিপদ মোচনকারী, হে ওই সত্তা—যিনি ইয়াকুবের বার্ধক্যকে দয়া করেছেন, হে ওই সত্তা—যিনি ইউসুফকে ইয়াকুবের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন, আমাকে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিন।' তখন মনে হলো যেন একজন মানুষ আমার চোখ অবমুক্ত করে দিল এবং দেখতে শুরু করলাম"।'[১৭৯]

---

১৭৮. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১/২১১-২১২।
১৭৯. মুজাবুদ দাওয়াহ, ইবনু আবিদ দুনইয়া, পৃ. ৭৯-৮০।—অনুবাদক।

বৃদ্ধাকে মেরে কাটা গেল হাত

হাসান বিন আবু জাফর বলেন, 'একদিন শহরের আমির পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার সঙ্গীরা চিৎকার করছিল—'পথ ছাড়ুন, পথ ছাড়ুন।' লোকজন সবাই সরে গেল, কিন্তু একজন অতিবৃদ্ধ মহিলা রয়ে গেল, সে ছিল অচল। এতে ক্ষেপে গিয়ে এক পুলিশ তাকে চাবুকাঘাত করল। তখন হাবিব আবু মুহাম্মাদ তাকে বদদুআ করে বললেন, 'হে আল্লাহ, তার হাত কেটে দিন।'

এই ঘটনার তিন দিনের মাথায় লোকটিকে পথের পাশে দেখা গেল, ইতোমধ্যে চুরির দায়ে তার হাত কাটা গিয়েছে।[১৮০]

বদদুআয় ডুবে গেল নৌকা

মুহাম্মাদ বিন ফারাজি বলেন, 'আমি একবার যুন্নুন মিসরির সঙ্গে নৌকায় করে যাচ্ছিলাম। আমাদের পাশ দিয়ে আরেকটি নৌকা চলে গেল। যুন্নুনকে বলা হলো, 'ওই নৌকার লোকেরা সুলতানের কাছে যাচ্ছে, তারা আপনার ব্যাপারে কাফির হওয়ার সাক্ষ্য দেবে।' তখন তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ, যদি তারা মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে, তবে তাদের ডুবিয়ে দিন।' এই দুআর ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকা উল্টে তারা ডুবে গেল। আমি বললাম, 'মাঝির কী দোষ?' তিনি বললেন, 'সে তো জানত—তাদের উদ্দেশ্য কী, তারপরও কেন তাদের নৌকায় চড়াল? আল্লাহর সামনে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা হিসেবে উপস্থিত হওয়ার চেয়ে ডুবে মারা যাওয়া ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত হওয়াই তাদের জন্য ভালো।

কিন্তু খানিক পরই যুন্নুন অস্থির হয়ে উঠলেন, তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। বললেন, 'হে আল্লাহ, আপনার ইজ্জতের কসম, আমি আর কখনও কারও বিরুদ্ধে বদদুআ করব না।'[১৮১]

গোয়েন্দার পরিণতি

হাজ্জাজ বিন সাফওয়ান বিন আবু ইয়াজিদ বলেন, 'একব্যক্তি বুসর বিন সাঈদের নামে ওয়ালিদের কাছে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল। তদন্ত করতে ওয়ালিদ বুসরকে

১৮০. মুজাবুদ দাওয়াহ, ইবনু আবিদ দুনইয়া, পৃ. ৮৬।
১৮১. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১১/৫৩৪।

ডেকে পাঠালেন, তখন ওই লোকটি তার দরবারে উপস্থিত ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে বুসরকে সন্ত্রস্ত অবস্থায় দরবারে উপস্থিত করা হলো। ওয়ালিদ তাকে ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি তা অস্বীকার করে বললেন, 'আমি তা করিনি।' তখন ওয়ালিদ ওই লোকটিকে দেখিয়ে বললেন, 'হে বুসর, এই ব্যক্তি তোমার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছে যে, তুমি তা করেছ।' বুসর লোকটির দিকে ফিরে বললেন, 'তাই নাকি?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' এবার বুসর কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে মাটি নাড়াচাড়া করলেন, অতঃপর বললেন, 'হে আল্লাহ, এই লোক আমার বিরুদ্ধে এমন কথার সাক্ষ্য দিয়েছে, যে সম্পর্কে আপনি জানেন যে, আমি তা বলিনি। হে আল্লাহ, যদি আমি সত্যবাদী হয়ে থাকি, তবে তার কথার প্রতিফল আমাকে দেখিয়ে দিন।' এই দুআর পর লোকটি উল্টোমুখে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং ছটফট করতে করতে মারা গেল।[১৮২]

এলেন অন্যের কাঁধে, ফিরলেন সুস্থ হয়ে

হাবিব আজমি রহ.-এর নিকট এক ব্যক্তিকে আনা হলো, সে ছিল অচল, তাকে আনা হলো একটি ঝুড়িতে বহন করে। হাবিব তার জন্য দুআ করলেন, ফলে লোকটি নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াল এবং নিজের ঝুড়ি নিজেরেই কাঁধে তুলে ফিরে গেল।[১৮৩]

দুআয় কাফির হলো মুসলমান

হাকিম বলেন, 'হাফিজ আবু আলি নাইসাবুরি তার শায়েখদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে মুবারক রহ. একবার ঈসার গলির মাথায় কিছুদিন অবস্থান করছিলেন। ঈসার পুত্র হাসান ছিল অত্যন্ত সুদর্শন যুবক। সে প্রায় সময় সওয়ার অবস্থায় ইবনে মুবারকের মজলিসের নিকট দিয়ে অতিক্রম করত। ইবনে মুবারক রহ. তার সম্পর্কে লোকদের কাছে জানতে চাইলে তারা বলল, 'ছেলেটি খ্রিস্টান।' ইবনে মুবারক তখন তার জন্য দুআ করলেন—'হে আল্লাহ, তাকে ইসলামের দৌলত দান করুন।'

ইবনে মুবারকের দুআ কবুল হয়েছিল এবং ছেলেটি মুসলমান হয়েছিল।[১৮৪]

---

১৮২. মুজাবুদ দাওয়াহ, ইবনু আবিদ দুনইয়া, পৃ. ৭০-৭১।
১৮৩. জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম, ইবনে রজব রহ., পৃ. ৩৫৩ (ঈষৎ সংক্ষেপিত)।
১৮৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১২/২৮-২৯।

আল্লাহর কাছে চেয়ে পেলেন আশ্রয়

সুফিয়ান সাওরি রহ. একবার খলিফা আবু জাফর মানসুরের ভয়ে আত্মগোপনে ছিলেন। সে অবস্থায় তিনি একদিন মক্কার হারাম শরিফে ছিলেন, খবর এল—খলিফা মানসুরও মক্কায় আসছেন। সুফিয়ান তখন কাবার গিলাফ ধরে দুআ করলেন, যাতে আবু জাফর বাইতুল্লায় প্রবেশ করতে না পারে।

দুআর ফলে মানসুর মক্কার অদূরে মাইমুন কুয়ার কাছে পৌঁছে মারা গেলেন, মক্কায় প্রবেশ তার পক্ষে আর সম্ভব হলো না।

কবি সত্যই বলেছেন—

وإِنِّي لَأُغضِي مُقلَتَيَّ عَلَى القَذَى + وألبَسُ ثوبَ الصَّبرِ أبيضَ أبلَجا

وإِنِّي لَأَدعُو اللهَ والأمرُ ضَيِّقٌ + عَلَيَّ، فَمَا يَنفَكُّ أن يتفرَّجا

وكَم مِن فَتًى ضاقَت علَيهِ وُجُوهُهُ + أصابَ لَها مِن دعوةِ اللهِ مَخرَجا

'চোখ মুদে আমি উপেক্ষা করি চোখের কাঁটা, শুভ্র উজ্জ্বল ধৈর্যের চাদর করি পরিধান।

বিপদকালে আমি আল্লাহকে ডাকি, ফলে সহসাই কেটে যায় বিপদ।

কত তরুণকে দেখেছি—নিরুপায়, পথরুদ্ধ; আল্লাহকে ডেকে তার খুলে গেছে পথ।'

মজলিস শেষ হবার আগেই কারামুক্তি

আতা আস-সুলাইমি রহ. সাধারণত নিজে দুআ করতেন না, বরং তার কোনো ছাত্র দুআ করত, তিনি 'আমিন' বলতেন। একবার তার এক ছাত্র আটক হলে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'তোমার কি কোনো প্রয়োজন আছে?' সে বলল, 'হ্যাঁ, আতার

দুআ প্রয়োজন, যাতে আল্লাহ তায়ালা আমার মুক্তির পথ করে দেন।'

বর্ণনাকারী সালিহ বলেন, 'এরপর আমি আতার কাছে গিয়ে বললাম, 'হে আবু মুহাম্মাদ, আপনি কি চান না, আল্লাহ আপনার বিপদ দূর করুন?' তিনি বললেন, 'অবশ্যই চাই।' আমি বললাম, 'তাহলে আপনার মজলিসের সঙ্গী অমুক তো আটক হয়েছে, তার জন্য দুআ করুন, যাতে আল্লাহ তাকে মুক্ত করেন।' ফলে আতা হাত তুলে কাঁদলেন এবং বললেন, 'ইলাহি, না চাইলেও তুমি আমাদের প্রয়োজন জান, আমাদের সে প্রয়োজন তুমি পূরণ করে দাও।'

সালিহ বলেন, 'আল্লাহর কসম, আমরা তখনও আতার ঘর থেকে বের হইনি, এরমধ্যেই ওই ছাত্রটি ঘরে প্রবেশ করল।'[১৮৫]

অসুস্থের দুআ

আবু আহমাদ বিন নাসিহ বলেন, 'আমি মুহাম্মাদ বিন হামিদ বিন সারিকে প্রশ্ন করলাম, 'আপনি মুহাম্মাদ বিন মুসান্নার নামের সঙ্গে 'যামিন' (অচল) উপাধি কেন উল্লেখ করেন না, যেমনটা অন্য শায়েখেরা করেন?' তিনি বললেন, 'আমি তো তাকে অচল দেখিনি, আমি দেখেছি তিনি স্বাভাবিকভাবে হাঁটছেন। আমি তার হাঁটার রহস্য জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, 'এক কনকনে শীতের রাতের কথা। আমি হাত-পায়ের ওপর ভর করে ওজু করলাম, দু-রাকাত নামাজ পড়লাম, তারপর দুআ করলাম। দুআর পরই আমি হাঁটার শক্তি ফিরে পেলাম।' মুহাম্মাদ বিন হামিদ বলেন, 'একারণেই আমি তাকে অচল দেখিনি, সুস্থ চলাফেরা করতে দেখেছি।

ইমাম যাহাবি রহ. বলেন, 'এটি একটি বিশুদ্ধ বর্ণনা।'[১৮৬]

উনুনে ফেলে মাথায় ঠোকা হলো পেরেক

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. মন্ত্রী ইবনে জাইয়াতের বিরুদ্ধে বদদুআ করেছিলেন। ফলে আল্লাহ তায়ালা তার ওপর এমন ব্যক্তিকে চাপিয়ে দিয়েছিলেন, যে তাকে আগুনের চুলায় ফেলে রেখেছিল এবং মাথায় পেরেক ঠুকেছিল।

---

১৮৫. মুজাবুদ দাওয়াহ, ইবনু আবিদ দুনইয়া, পৃ. ৫৪।
১৮৬. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১২/১২৬।

কাজি হতে চান না তিনি

আবু বকর বিন আবু দাউদ বলেন, 'খলিফা মুস্তায়ি বিল্লাহ নসর বিন আলিকে কাজিপদে নিয়োগ দিতে ফরমান জারি করলেন। সেমতে বসরার আমির আবদুল মালিক তাকে ডেকে কাজির দায়িত্ব গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন। নসর বিন আলি বললেন, 'ঠিক আছে, আমি ঘরে গিয়ে ইসতিখারা করে জানাব।' এরপর তিনি দ্বিপ্রহরে ঘরে পৌঁছে দু-রাকাত নামাজ পড়লেন এবং দুআ করলেন—'হে আল্লাহ, যদি আপনার কাছে আমার জন্য কল্যাণ থেকে থাকে, তবে আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিন।' দুআ করে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। পরে যথাসময়ে লোকেরা তাকে জাগ্রত করতে গিয়ে দেখল তিনি আর বেঁচে নেই।[১৮৭]

দুআয় বেঁচে উঠল গাধা

নাখা গোত্রের একব্যক্তির একটি গাধা ছিল। একবার সফরকালে পথিমধ্যে গাধাটি মারা গেল। সফরসঙ্গীরা তাকে বলল, 'চলো, আমরা তোমার মালপত্র ভাগাভাগি করে নিই।' কিন্তু সে বলল, 'আমাকে কিছুক্ষণ সময় দাও।' এরপর সে উত্তমভাবে ওজু করে দু-রাকাত নামাজ পড়ে দুআ করল। দুআর ফলে গাধাটি পুনরায় জীবিত হয়ে গেল এবং সে তার ওপর মালপত্র বহন করে নিয়ে চলল।

ঘটনাটি ইবনে তাইমিয়া রহ. তার কিতাব 'আল-ফুরকান বাইনা আওলিয়াইর রাহমান ওয়া আওলিয়াইশ শাইতান'-এ উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটির টীকাকার সেখানে বলেছেন, 'লোকটির নাম ছিল নুবাতা বিন ইয়াজিদ। এই ঘটনা ইবনে কাসির রহ. বর্ণনা করেছেন। ঘটনার পূর্ণ বিবরণে এ-ও রয়েছে যে, লোকটি ওজু করে নামাজ পড়ে বলেছিল, 'হে আল্লাহ, আমি দাসিনা থেকে আপনার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে এবং আপনার সন্তুষ্টি লাভের আশায় বেরিয়েছি। আমি সাক্ষ্য দিই—আপনি মৃতকে জীবিত করতে পারেন এবং কবরবাসীকে পুনরুত্থিত করবেন। মেহেরবানি করে আমার ওপর কাউকে অনুগ্রহ করার সুযোগ দেবেন না। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি—আমার গাধাটিকে জীবিত করে দিন।' এরপর সে গাধাটির কাছে গেলে তা কান ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তখন সে তাকে গদি ও লাগাম পরিয়ে রওনা হলো।

---

১৮৭. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১২/১৩৬।

শা'বী রহ. বলেন, 'আমি গাধাটিকে কুফায় বিক্রি হতে দেখেছি।'[১৮৮]

হাজিদের দুআ

মুখতার বিন ফুলফুল বলেন, 'তখন হাজ্জাজের জামানা। সে বছর আমরা কয়েকজন হজের ইচ্ছা করেছিলাম, আমাদের সঙ্গে যরও ছিলেন। যাত্রার প্রাক্কালে আমরা সালিহীন -এর[১৮৯] শাসকের কাছে গেলে তিনি বললেন, 'মক্কায় আশ্রয়দাতা না থাকলে আমরা কাউকে সেখানে যাওয়ার অনুমতি দেব না।' তখন যর আমাদের বললেন, 'তোমরা ওজু করে নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দুআ কর, যেন তিনি তোমাদের পথ খুলে দেন।' সেমতে আমরা ওজু করলাম, নামাজ পড়লাম এবং দুআ করলাম। এরপর আমরা আবার সে কর্মকর্তার কাছে গিয়ে বললাম, 'আমাদের পথ খুলে দিন।'

এবার উক্ত কর্মকর্তা তার উপরস্থ ব্যক্তির সঙ্গে কথা বললেন। তাকে জানালেন যে, কিছু লোক হজে যেতে চাচ্ছে। উপরস্থ ব্যক্তিটি তখন শুয়ে ছিলেন, কথা শুনে উঠে বসলেন। তারপর এক হাত দিয়ে অপর হাতে বাড়ি মেরে বললেন, 'আল্লাহর কসম, যদি হাজিরা ধারণা করে যে, আমি বাইতুল্লাহর হাজিদের বাধা দিচ্ছি, তবে তো তা খুবই খারাপ কথা। তাদের ছেড়ে দাও।'

বর্ণনাকারী বলেন, 'ফলে আমাদের পথ খুলে দেওয়া হলো। সে বছর এ সুযোগ আর কাউকে দেওয়া হয়নি; না আমাদের আগে, না পরে।[১৯০]

শাহাদাতের দুআ

আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন দাহিমী বলেন, 'আমি মাররারকে দেখেছি—দুআ করছেন, 'হে আল্লাহ, আমাকে শাহাদাত দান করুন' এবং গলায় হাত বুলাচ্ছেন।'

এই বর্ণনা উল্লেখের পর ইমাম যাহাবি রহ. মু'তায ও মুস্তাঈনের মধ্যকার ফেতনার বিবরণ দিয়েছেন, অতঃপর বলেছেন, 'পরবর্তীতে মাররার প্রকাশ্যে শিয়া মতবাদের

---

১৮৮. আল-ফুরকান বাইনা আওলিয়াইর রাহমান ওয়া আওলিয়াইশ শাইতান, ইবনু তাইমিয়া, পৃ. ৩১৬-৩১৭।

১৮৯. স্থানের নাম।

১৯০. মুজাবুদ দাওয়াহ, ইবনু আবিদ দুনইয়া, পৃ. ৬২।

বিরোধিতা করেছেন, ফলে তারা তাকে হত্যা করেছিল।'[১৯১]

রোমের বন্দির দুআ

মুহাদ্দিস আবদুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনউ'ম রহ.-কে একবার সমুদ্রযুদ্ধে রোমানরা বন্দি করেছিল, আরও কয়েকজন-সহ। তাদের কনস্টান্টিনোপলে নিয়ে গিয়ে জালিম সম্রাটের সামনে হাজির করা হলো, অতঃপর পাঠানো হলো কয়েদখানায়।

কয়েকদখানায় থাকাকালে খ্রিস্টানদের এক উৎসবের দিন এল, সে উপলক্ষ্যে বন্দিদের অন্যদিনের তুলনায় ভালো খাবার দেওয়া হলো। ওদিকে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা সম্রাটের দরবারে গিয়ে আরব বন্দিদের সঙ্গে তার সৌজন্যমূলক আচরণের কথা জানতে পারল। এ খবর শুনে সে নিজের কাপড় ছিন্নভিন্ন করতে লাগল, চুল ছেড়ে দিল এবং চেহারায় কালি মাখল। বলতে লাগল, 'আরবেরা আমার ছেলে, ভাই ও স্বামীকে হত্যা করেছে, আর আপনি তাদের সঙ্গে ভদ্রতা করছেন?' মহিলার কথায় সত্যিই সম্রাটের ক্রোধ চাপল এবং সে বন্দিদের হাজির করার হুকুম দিল। সেমতে শৃঙ্খলিত অবস্থায় তাদের হাজির করা হলো এবং জল্লাদ তরবারি দিয়ে একেকজনের গর্দান উড়াতে লাগল। অবশেষে আবদুর রহমানের কাছাকাছি পৌঁছলে তিনি ঠোঁট নেড়ে বললেন, 'আল্লাহ, আল্লাহ আমার রব, আমি তার সঙ্গে কাউকে শরিক করি না।' এ দৃশ্য দেখে সম্রাট বলল, 'আরবদলের এই আলিমকে সামনে পাঠিয়ে দাও।' অতঃপর সে আবদুর রহমানের কাছে জানতে চাইল তিনি ঠোঁট নেড়ে কী বলেছেন এবং পরিশেষে তাকে ও তার অনুসরণকারীদের মুক্ত করে দিল।[১৯২]

ইমাম বুখারি রহ.-এর দুআ

ইবনে আদি রহ. বলেন, 'আমি আবদুল কুদ্দুস বিন আবদুল জাব্বার সমরকন্দিকে বলতে শুনেছি, 'মুহাম্মাদ—অর্থাৎ ইমাম বুখারি— রহ. খরতঙ্গ নামক এলাকায় তার আত্মীয়দের নিকট এলেন। আমি তখন তাকে একরাতে নিয়মিত আমলের পর বলতে শুনেছি, 'হে আল্লাহ, প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও জমিন আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে, তাই আপনি আমাকে তুলে নিন।' এই দুআর এক মাস পার না হতেই তার ইন্তেকাল

১৯১. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১২/৩১০।
১৯২. মিন কুনূযিদ্দুয়া, মুহিউদ্দীন আবদুল হামিদ, পৃ. ৬৫-৬৬ (ঈষৎ পরিমার্জিত)।

হয়ে যায়।’[১৯৩]

মিথ্যা অভিযোগ করায় বদদুআ

আবদুল ওয়াহিদ বিন যিয়াদ বলেন, ‘আমরা একদিন মালিক বিন দিনারের নিকট বসে ছিলাম। আমাদের সঙ্গে মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি ও হাবিব আবু মুহাম্মাদও ছিলেন। এমন সময় একজন লোক এসে মালিকের সঙ্গে কঠোর ভাষায় কথা বলতে লাগল। তার অভিযোগ মালিক নাকি কোনো এক অনুদান বণ্টনে ইনসাফ করেননি। সে বলছিল—‘আপনি ওই অর্থ যথাস্থানে প্রদান না করে আপনার মজলিসের সঙ্গীদের প্রাধান্য দিয়েছেন, যাতে আপনার ছাত্র বৃদ্ধি পায় এবং আপনি জনপ্রিয় হতে পারেন।’

এসব শুনে মালিক কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, ‘আল্লাহর কসম, এমন কোনো ইচ্ছে আমার ছিল না।’ লোকটি বলল, ‘না, আপনার ইচ্ছে তা-ই ছিল।’ অবশেষে কান্নাজড়িত কণ্ঠে মালিক বললেন, ‘হে আল্লাহ, যদি এই লোকটি আমাদের আপনার জিকির থেকে ব্যস্ত করে থাকে, তবে আপনি যেভাবে চান তার হাত থেকে আমাদের মুক্তি দিন।’

বর্ণনাকারী বলেন, ‘আল্লাহর কসম, এই দুআর পর লোকটি মুখ থুবড়ে পড়ে মারা গেল এবং তাকে খাটিয়ায় করে ঘরে নেওয়া হলো।’ তিনি আরও বলেন, ‘বলা হয়ে থাকে, আবু ইসহাক (মালিক বিন দিনার) ছিলেন মুজাবুদ দাওয়াহ।’[১৯৪]

নগদ দুআ কবুল

মুহাদ্দিস আবু সাহল আল-কাত্তান বলেন, ‘উজির আবুল হাসান আলি বিন ঈসাকে মক্কায় নির্বাসিত করা হলে আমি তার সঙ্গে ছিলাম। মক্কায় আমরা যখন প্রবেশ করলাম, আবহাওয়া ছিল প্রচণ্ড গরম। গরমে জান যায় যায় অবস্থা। উজির একদিন তাওয়াফ করে এসে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন এবং বললেন, ‘আমি আল্লাহর কাছে আকাঙ্ক্ষা করি বরফ-ঠান্ডা এক চুমুক পানি।’

বর্ণনাকারী বলেন, ‘কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশে মেঘ দেখা গেল, মেঘের গর্জন শোনা গেল এবং প্রচুর শিলাবৃষ্টি হলো। বালকেরা কলসি ভরে ভরে শিলা নিল। উজির

---

১৯৩. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১২/৪৪৩।
১৯৪. মুজাবুদ দাওয়াহ, ইবনু আবিদ দুনইয়া, পৃ. ৭১।

রোজাদার ছিলেন। ইফতারের সময় হলে আমি তার কাছে বিভিন্ন ধরনের ছাতু নিয়ে গেলাম। তিনি প্রথমে অন্য মুসাফিরদের পান করিয়ে শেষে নিজে পান করলেন। অতঃপর আল্লাহর শোকর আদায় করে বললেন, 'হায়, যদি আল্লাহর কাছে মাগফিরাতের আকাঙ্ক্ষা করতাম!'[১৯৫]

দুআ হলো কবুল

খলিফা মানসুর যখন জানতে পারলেন যে, মরক্কোর ফকিহ আবু মাইসারা আহমাদ বিন নিজার কাইরাওয়ানি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে বৈধ মনে করেন না, তখন তিনি তাকে কাজি পদে নিয়োগ দিতে মনস্থ করলেন। এ খবর শুনে আবু মাইসারা বললেন, 'আমার মতো একজন অন্ধ—যে নিচ দিয়ে প্রস্রাব করে—কীভাবে কাজির দায়িত্ব পালন করতে পারে?' ইতোপূর্বে তার প্রস্রাবের রোগের কথা কেউ জানত না। অতঃপর তিনি দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ, যদি আপনি জেনে থাকেন যে, যৌবনেই আমি আপনার জন্য সব ত্যাগ করেছি, তবে তাদেরকে আমার ব্যাপারে সুযোগ দেবেন না।'

এই দুআর পর আসরের ওয়াক্তের আগেই তার ইন্তেকাল হয়ে গেল। অবশেষে খলিফা তার জন্য কাফনের কাপড় ও সুগন্ধি পাঠিয়েছিলেন।'[১৯৬]

তিনটি দুআ

গোলাম উতবা[১৯৭] আল্লাহ তায়ালার নিকট তিনটি বিষয় চেয়েছিলেন—সুন্দর কণ্ঠ, অধিক অশ্রু ও পরিশ্রমহীন রিজিক। ফলে তার কণ্ঠ এমন হয়েছিল যে, যখন কুরআন তেলাওয়াত করতেন, নিজেও কাঁদতেন, অন্যদেরও কাঁদাতেন। এ ছাড়াও সর্বক্ষণ তার চোখে অশ্রু দেখা যেত। তিনি যখন ঘরে যেতেন, দেখতেন ঘরে খাবার উপস্থিত, কিন্তু তিনি জানতেন না—কোথা থেকে সে

---

১৯৫. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৫/৩০০।
১৯৬. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৫/৩৯৬।
১৯৭. পুরো নাম উতবা বিন আবান। তার গোলাম (বালক) উপাধির কারণ অল্প বয়স নয়, বরং অধিক ইবাদতের কারণে পাদরিদের খেদমতে নিয়োজিত বালকের সঙ্গে তুলনা করে তাকে 'গোলাম' বলা হতো।

খাবার আসে।[১৯৮]

আমি রবের কথা রেখেছি, তিনিও আমার কথা রেখেছেন

ইবনু আবিদ দুনইয়া রহ. বলেন, 'হুসাইন বিন আবদুর রহমান বলেছেন, 'আমাকে মুহাম্মাদ বিন সুওয়াইদ বলেছেন, 'একবার মদিনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মদিনায় তখন একব্যক্তি ছিলেন খুব নেককার, সব সময় মসজিদে নববিতে পড়ে থাকতেন। তিনি বর্ণনা করেন, একদিন সবাই বৃষ্টির জন্য দুআ করছিল, এমন সময় আমি একব্যক্তিকে দেখলাম, যার পরনে ছিল পুরাতন দুই খণ্ড কাপড়, তিনি সংক্ষিপ্ত দু-রাকাত নামাজ পড়ে হাত তুলে বলতে লাগলেন, 'ইয়া রব, আপনাকে কসম দিয়ে বলছি, আমাদের এই মুহূর্তে বৃষ্টি দিন।' তার দুআ শেষ না হতেই মদিনার আকাশে মেঘ দেখা গেল এবং এমন প্রবল বৃষ্টি হলো যে, মদিনাবাসী বন্যার ভয়ে চিৎকার করতে লাগল। তখন তিনি আবার দুআ করলেন, 'ইয়া রব, যদি আপনি জেনে থাকেন যে, তাদের যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে, তবে বৃষ্টি তুলে নিন।' এই দুআর পর বৃষ্টি থেমে গেল।

এরপর লোকটি ঘরে রওনা হলে আমি তার পিছু নিলাম এবং তার কুটিরখানা চিনে এলাম। পরদিন সকালে তার ঘরে গিয়ে আওয়াজ দিলাম, 'ঘরে কেউ আছেন?' তখন লোকটি স্বয়ং বেরিয়ে এলেন। আমি বললাম, 'একটি প্রয়োজন নিয়ে এসেছি।' তিনি বললেন, 'কী?' আমি বললাম, 'বিশেষভাবে আমার জন্য কোনো দুআ করবেন।' তিনি বললেন, 'সুবহানাল্লাহ, আপনার মতো ব্যক্তি আমার কাছে খাস দুআ চাচ্ছেন?' আমি বললাম, 'আমি যে দেখেছি, সে মর্যাদায় আপনি কীভাবে পৌঁছলেন?' তিনি বললেন, 'তাহলে আপনি আমাকে দেখেছেন?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধে তার কথা রেখেছি, ফলে তিনিও আমার কথা রেখেছেন।'[১৯৯]

অন্ধ হওয়ার দুআ, পরে দৃষ্টিশক্তির দুআ

আবদুল কাহির বিন আবদুল আজিজ আস-সাইগ বলেন, 'আবু ইয়াকুব আযরায়ী রহ. বলেন, 'আমি আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলাম, যাতে তিনি আমার দৃষ্টি রহিত

১৯৮. আল-ফুরকান বাইনা আওলিয়াইর রাহমান ওয়া আওলিয়াইশ শাইতান, ইবনু তাইমিয়া, পৃ. ৩১৯।
১৯৯. মুজাবুদ দাওয়াহ, ইবনু আবিদ দুনইয়া, পৃ. ৫৫।

করে দেন। ফলে আমি অন্ধ হয়ে গেলাম। কিন্তু তাতে আমার পবিত্রতা অর্জনে অসুবিধা বোধ হওয়ায় পুনরায় দৃষ্টিশক্তি ফেরত চেয়ে দুআ করলাম, ফলে আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে আমাকে পুনরায় দৃষ্টি দান করলেন।'

সিয়ারু আ'লামিন নুবালার মুহাক্কিক[২০০] বলেন, 'তবে এই ধরনের দুআ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ পরিপন্থি। তাঁর আদর্শ হচ্ছে আল্লাহর ক্ষমা ও সুস্থতা চাওয়া।'[২০১]

ইঁদুরের বিরুদ্ধে বদদুআ

তাম্মাম বিন ওমর আয-যাইনাবি প্রমুখ বলেন, 'আমরা কাওয়াসকে বলতে শুনেছি যে, তিনি নিজ কিতাবাদির মধ্যে হজরত মুআবিয়া রাযি.-এর ফাযায়েল লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি পেলেন, যা ইঁদুরে কেটেছে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি ইঁদুরের ওপর বদদুআ করলেন। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যে ছাদ থেকে একটি ইঁদুর পড়ল এবং ছটফট করতে করতে মারা গেল।'[২০২]

শীতকালেও গরম পানি

আমির বিন কাইস রহ. আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন, যাতে শীতকালের ওজু তার জন্য সহজ হয়ে যায়। ফলে শীতকালে তার কাছে ধোয়া ওঠা গরম পানি উপস্থিত হতো।

তিনি আরও দুআ করেছিলেন, যাতে নামাজে শয়তান তার মনে প্রবেশ করতে না পারে এবং তার মনোযোগ নষ্ট করতে পারে। ফলে কখনও শয়তানের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি।[২০৩]

এটাই আল্লাহর ফয়সালা

হুমাইদি বলেন, 'হাফিয আলি বিন আহমাদ বলেন, 'আমাকে আবুল ওয়ালিদ বিন ফারাজি বলেছেন, 'একবার আমি কাবার গিলাফ ধরে আল্লাহর কাছে শাহাদাত চাইলাম। কিন্তু ক্ষণকাল পর কতলের ভয়াবহতা অনুভব করে অনুতাপ হলো যে,

২০০. সম্পাদক ও টীকাকার।
২০১. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৫/৪৭৯।
২০২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৬/৪৬৫।
২০৩. আল-ফুরকান বাইনা আওলিয়াইর রাহমান ওয়া আওলিয়াইশ শাইতান, ইবনু তাইমিয়া, পৃ. ৩১।

কেন শাহাদাত চাইতে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম পূর্বের দুআর প্রত্যাহার চেয়ে পুনরায় দুআ করব, কিন্তু লজ্জায় পারলাম না।'

হাফিয আলি বলেন, 'আমাকে এমন ব্যক্তি সংবাদ দিয়েছে—যে তাকে যুদ্ধের ময়দানে নিহতদের মধ্যে দেখেছে—যে, সে ওই মুহূর্তে তার নিকটে গিয়ে তাকে ক্ষীণকণ্ঠে বলতে শুনেছে, 'যে আল্লাহর পথে যখমি হয়—আর যে তাঁর পথে যখমি হয়, তার সম্পর্কে তিনি পূর্ণ অবগত—সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উত্থিত হবে যে, তার যখম থেকে রক্ত পড়তে থাকবে, রঙ হবে রক্তের আর ঘ্রাণ হবে মেশকের।'[২০৪] যেন তিনি হাদিসখানা নিজেকে পুনরায় শোনাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ইন্তেকাল হয়ে গেল।'[২০৫]

দুআর দশগুণ দান

সারী সাকাতি রহ. আল্লাহর কাছে দুআ করতেন, যাতে তিনি তাকে চার বছর বাইতুল্লাহর নিকটে কাটানোর সুযোগ দেন। কিন্তু এরপর তিনি বাইতুল্লাহর নিকটে কাটালেন চল্লিশ বছর। চল্লিশ বছর পুরো হওয়ার পর একদিন তিনি স্বপ্নে দেখলেন, কে যেন তাকে বলছে, 'হে আবুল্ কাসিম, তুমি চেয়েছিলে চার বছর, কিন্তু আমি তোমাকে দিয়েছি চল্লিশ বছর। কারণ নেক আমলের প্রতিদান দশগুণ হয়ে থাকে।' এরপর সে বছরই তার ইন্তেকাল হয়।[২০৬]

মুহরিজ তিউনিসির দুআ

কথিত আছে, একবার মুহরিজ তিউনিসির কাছে ইবনে আবি যাইদের এক কন্যাকে আনা হলো, যে ছিল অচল। অতঃপর তিনি তার জন্য দুআ করলে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ঘটনা দেখে লোকেরা বিস্ময়ের আতিশয্যে 'সুবহানাল্লাহ' বললে তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমি শুধু এটুকুই বলেছি যে, 'হে আল্লাহ, এই মেয়েটির পিতার যে মর্যাদা আপনার নিকট রয়েছে, তার উসিলায়[২০৭] তার সমস্যা দূর করে দিন।' এতেই আল্লাহ তাকে শেফা দিয়েছেন।'

---

২০৪. হাদিসটি হযরত আবু হুরাইরা রাযি.-এর সূত্রে মালিক, বুখারি, মুসলিম ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন।
২০৫. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৭/১৭৯।
২০৬. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৭/২৩৭।
২০৭. প্রাগুক্ত, ১৭/১২।

হাবিব আজমির দুআ

একব্যক্তি হাবিব আজমি রহ.-কে নিয়ে খুব বেশি মস্করা করত। ফলে তিনি তার বিরুদ্ধে বদদুআ করলে সে শ্বেতরোগে আক্রান্ত হয়।

একদা হাবিব আজমি মালিক বিন দিনার রহ.-এর নিকট ছিলেন। একব্যক্তি এসে মালিক-কর্তৃক বণ্টিত কিছু অনুদান সম্পর্কে তার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করতে লাগল। তখন হাবিব আকাশের দিকে হাত তুলে বললেন, 'হে আল্লাহ, যদি এই লোকটি আমাদের আপনার জিকির থেকে ব্যস্ত করে থাকে, তবে আপনি যেভাবে চান, তার থেকে আমাদের স্বস্তি দিন।' এতে লোকটি মুখ থুবড়ে পড়ে মারা গেল।[২০৮]

মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বৃদ্ধার বদদুআ

তানুখী উল্লেখ করেছেন যে, বাগদাদের এক মন্ত্রী—তার নামও তিনি উল্লেখ করেছেন—সেখানকার এক বৃদ্ধা মহিলার ওপর জুলুম করেছিল, তার হক কেড়ে নিয়েছিল এবং তার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল। বৃদ্ধাটি তার কাছে ওই জুলুমের বিষয়ে ফরিয়াদ নিয়ে গেলে সে মোটেও কর্ণপাত করল না। বৃদ্ধা বলল, 'আমি আপনার বিরুদ্ধে বদদুআ করব।' এতে মন্ত্রী হাসতে লাগল এবং বিদ্রূপ করে বলল, 'রাতের শেষ তৃতীয়াংশে বদদুআ কোরো।'

বৃদ্ধা চলে এল এবং মন্ত্রীর কথামতো সত্যি সত্যি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে নিয়মিত বদদুআ করতে লাগল। খুব বেশিদিন যায়নি, এর মধ্যেই সে মন্ত্রী বরখাস্ত হলো, তার সম্পদ লুট হলো এবং তার জমিও হাতছাড়া হয়ে গেল। তারপর একদিন অপরাধের শাস্তিস্বরূপ বাজারে দাঁড় করিয়ে চাবুক মারা হচ্ছিল তাকে। এমন সময় সে বৃদ্ধা সেখান দিয়ে পার হচ্ছিল। মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে সে বলল, 'আপনি আমাকে রাতের শেষ তৃতীয়াংশের কথা বলে খুব ভালো পরামর্শ দিয়েছিলেন, সত্যিই তা খুব ভালো সময়।'

আল্লাহই একমাত্র রিজিকদাতা

আবুল কাসিম বুরদান আল-হাওয়ান্দি বলেন, 'আমি জুনাইদকে বলতে শুনেছি—'আমি একদিন আবুল হাসান সুদ্দির কাছে গিয়ে দরজায় আওয়াজ দিলাম। তিনি

২০৮. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম, হাফিয ইবনে রজব রহ., পৃ. ৩৫৩।

বললেন, 'কে?' আমি বললাম, 'জুনাইদ।' তিনি বললেন, 'ভেতরে আসুন।' আমি ভেতরে গিয়ে দেখলাম তিনি বেচায়ন অবস্থায় বসে আছেন। আমার কাছে তখন চারটি দিরহাম ছিল, সেগুলো তাকে দিলাম। তিনি বললেন, 'সুসংবাদ নাও, তুমি সফল হবে। কারণ আজ আমার চারটি দিরহামের প্রয়োজন ছিল, আমি দুআ করেছিলাম, 'হে আল্লাহ, আমার কাছে চার দিরহাম এমন ব্যক্তির হাতে পাঠান, যে আপনার নিকট সফল হবে।'[২০৯]

হক কথা বলে মুক্তি

একদা হাসান বসরি রহ. ওয়াসিতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে গেলেন। সেখানে হাজ্জাজের দম্ভ দেখে তিনি বললেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর। এসব রাজা-বাদশাহদের জীবনে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় তাদের জন্যও রয়েছে, আমাদের জন্যও। তাদের অনেকে সুউচ্চ প্রাসাদ বানায়, মূল্যবান গালিচা বিছায়, অথচ তাকে ঘিরে থাকে লোভের মাছি ও আগুনের পতঙ্গ। অতঃপর বলে, 'দেখ সবাই, আমি কী করেছি?' আরে আল্লাহর দুশমন, তুমি কী করেছ, তা দেখেছি, কিন্তু তাতে কী হে পাপিষ্ঠ? আসমানবাসীরা তো তোমাকে লানত করে আর জমিনবাসীরা করে ঘৃণা।'

এরপর হাসান বসরি রহ. বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'আলিমদের থেকে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে যে, তারা মানুষের সামনে সত্য প্রকাশ করবে, গোপন রাখবে না।' ওদিকে হাসানের কথায় হাজ্জাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো। বলল, 'হে শামবাসী, এই বসরাবাসীদের গোলামেরা আমাকে মুখের ওপর গালি দিয়ে যায়, অথচ কেউ কোনো প্রতিবাদ করে না? তাকে ধরে নিয়ে এসো। আল্লাহর কসম, তাকে আমি হত্যা করব।'

নির্দেশমতো হাসান বসরি রহ.-কে উপস্থিত করা হলো। তিনি তখন ঠোঁট নেড়ে কী যেন দুআ করছিলেন। হাজ্জাজের দরবারে প্রস্তুত ছিল জল্লাদ ও শিরশ্ছেদের সরঞ্জাম। হাসানকে দেখেই হাজ্জাজ গালমন্দ করতে লাগল। কিন্তু হাসান উত্তেজিত না হয়ে তাকে উপদেশ দিতে লাগলেন এবং দুআও করতে থাকলেন। অবশেষে হাজ্জাজ জল্লাদকে বিদায় করে দিল, অতঃপর ওজুর পানি আনিয়ে ওজু করল, হাসানকে নিজ হাতে আতর লাগিয়ে দিল এবং সসম্মানে বিদায় দিল।

হাসান বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা হাজ্জাজের অনিষ্ট থেকে নিজ অনুগ্রহে আমাকে রক্ষা করেছেন।' [২১০]

---

২০৯. হিলয়াতুল আউলিয়া, আবু নুআইম আসফাহানী, ১০/২৮৯।
২১০. মিন কুনুযিদ্দুয়া, মুহিউদ্দীন আবদুল হামিদ, পৃ. ৪০-৪১ (ঈষৎ পরিমার্জিত)।

বিস্ময়কর দুআ কবুল

সাহল বিন বিশর বলেন, 'আমাকে সুলাইম বিন আইয়ুব শাফেয়ী রহ. বলেছেন যে, তিনি শৈশবে রাই শহরে থাকতেন। তখন তার বয়স দশের মতো হবে, একদিন এক শাইখের সামনে উপস্থিত হলেন, যিনি কুরআনের মশক করাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, 'শাইখ আমাকে বললেন, 'সামনে এসো, পড়ো।' আমি তাকে সুরা ফাতেহা শোনানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু জবানের সমস্যার কারণে পড়তে পারলাম না। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার মা বেঁচে আছেন?' আমি বললাম, 'জি।' তিনি বললেন, 'তাকে গিয়ে বলবে তোমার জন্য দুআ করতে, যেন আল্লাহ তোমাকে কুরআন তিলাওয়াত ও ইলম দান করেন।' আমি বললাম, 'জি।' অতঃপর ঘরে ফিরে মায়ের কাছে দুআ চাইলে তিনি দুআ করলেন।

কয়েক বছর পরের কথা। আমি ততদিনে বড় হয়েছি। বাগদাদ গমন করে সেখানে আরবি ও ফিকহ শিক্ষা করে পুনরায় রাই-এ ফিরেছি। একদিন আমি জামে মসজিদে মুখতাসারুল মুযানির কপি নিরীক্ষণ করছিলাম (অর্থাৎ একজন এক কপি থেকে পড়ছিলাম, অপরজন অন্য কপির সঙ্গে মেলাচ্ছিল)। এমন সময় শৈশবের সে শাইখ এসে আমাদের সালাম দিলেন, তবে আমাকে চিনতে পারেননি। সালাম দিয়ে বসে তিনি আমাদের নিরীক্ষণ শুনতে লাগলেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিলেন না, কারণ তিনি আরবি জানতেন না। কিছুক্ষণ শুনে শাইখ বলতে লাগলেন, 'এসব কখন শেখা যাবে?' আমার তখন তার পূর্বের কথার সঙ্গে মিলিয়ে বলতে মনে চাইল, 'আপনার মা থাকলে তাকে দুআ করতে বলুন', কিন্তু লজ্জায় বলতে পারলাম না।'[২১১]

সুলাইম বিন আইয়ুব সম্পর্কে আল্লামা যাহাবি রহ. সিয়ারু আ'লামিন নুবালায় বলেন, 'তিনি দমে দমে নিজের হিসেব নিতেন, একটি মুহূর্তও কাজ ছাড়া পার হতে দিতেন না—হয় তাসবিহ পড়তেন কিংবা দরস দিতেন বা নিজে পড়তেন।'

তিনিই খাওয়ান ও পান করান

একবার সিলাহ বিন আশইয়াম রহ. আহওয়াযে ক্ষুধার কষ্টে পড়লেন। তখন তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করে খাবার চাইলেন। ফলে তার পেছন দিকে রেশমি কাপড়ে মোড়ানো তাজা খেজুরের একটি ঝুড়ি পড়ল। খেজুরগুলো তো তিনি খেলেন, আর

২১১. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৭/৬৪৫-৬৪৬।

কাপড়টি বহুদিন তার কাছে রয়ে গিয়েছিল।[২১২]

কুয়ার ভেতরে দুআ

হাসান বিন হিশাম আস-সাকাফি বলেন, 'আমি শুনেছি যে, এক বন্দিকে কুয়ায় আটকে রাখা হয়েছিল। কুয়ার মুখে রাখা হয়েছিল এক বিশাল পাথর। লোকটি সে পাথরে লিখল—

سُبْحَانَ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْقُدُّوسُ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

(প্রকৃত বাদশাহ ও পবিত্র সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি ও তাঁর প্রশংসা করছি।)

ফলে সে কোনো মানুষের সহযোগিতা ছাড়া অলৌকিকভাবে কুয়া থেকে বেরুতে পেরেছিল।'[২১৩]

যমযম পান করে দুআ

হাফিয ইবনে আসাকির বলেন, 'আমি হুসাইন বিন মুহাম্মাদকে ইবনে খাইরুন বা অন্য কারও থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, খতিবে বাগদাদি রহ. হজে গিয়ে একদিন তিন চুমুক যমযম পান করে তিনটি দুআ করেছিলেন—যেন তিনি তারিখে বাগদাদ কিতাবটি বাগদাদ শহরে বসে বর্ণনা করতে পারেন, যেন তিনি জামে মানসুরে হাদিস লেখাতে পারেন এবং যেন তার দাফন বিশরে হাফি রহ.-এর পাশে হয়। তার এই তিনটি চাওয়াই পূরণ হয়েছিল।[২১৪]

অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বদদুআ

এক রমজানে খতমের রাতে ইমাম ফান্দালাবি রহ.-এর হালকায় বয়ান হচ্ছিল। ফান্দালাবির পাশে ফকিহ আবুল হাসান বিন মুসলিমও ছিলেন। হঠাৎ কে যেন

২১২. আল-ফুরকান বাইনা আওলিয়াইর রাহমান ওয়া আওলিয়াইশ শাইতান, ইবনু তাইমিয়া, পৃ. ৩১৫।
২১৩. মুজাবুদ দাওয়াহ, ইবনু আবিদ দুনইয়া, পৃ. ৭৭।
২১৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৮/২৭৯।

মজলিসের দিকে একটি পাথর ছুড়ে মারল। ফান্দালাবি বললেন, 'হে আল্লাহ, তার হাত কেটে দিন।' এরপর কিছুদিন না যেতেই হাম্বলিদের হালকা থেকে খুবাইর নামক এক ব্যক্তি গ্রেফতার হলো এবং তার সিন্দুকে চুরির কাজে ব্যবহৃত অনেকগুলো চাবি পাওয়া গেল। ফলে বাদশাহ শামসুল মুলুক তার উভয় হাত কাটার আদেশ দিলেন। সেমতে উভয় হাত কাটা হলে সে মারা গেল।[২১৫]

দুআয় মহিলার রোগমুক্তি

এক মহিলার পেট রোগের কারণে ফুলে গিয়েছিল। রোগের কষ্টে অস্থির হয়ে সে ইমাম মালিক রহ.-এর দরবারে গেল। বলল, 'হে আবু ইয়াহইয়া, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন।' ইমাম মালিক তাকে বললেন, 'যখন আমি মজলিসে বসব, তখন দাঁড়াবেন, যাতে আপনাকে দেখতে পাই।' কথামতো মহিলাটি মজলিসের সময় এলে মালিক রহ. তাকে দেখিয়ে ছাত্রদের বললেন, 'এই মহিলাটি রোগাক্রান্ত, যেমনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। সে আমাদের কাছে অনেক আশা নিয়ে ছুটে এসেছে। তোমরা তার জন্য দুআ কর।' ফলে সবাই হাত তুলল। মালিক রহ. বললেন, 'হে শাশ্বত অনুগ্রহশীল, হে মহান, আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। এই মহিলাকে সুস্থ করে দিন, তার সমস্যা দূর করে দিন।'

এই দুআয় মহিলাটির পেট নেমে গেল এবং সে সুস্থ হলো। পরে মহিলাটি অন্য মহিলাদের সঙ্গে এই ঘটনার গল্প করত।[২১৬]

চিকিৎসকেরা ব্যর্থ, দুআয় আরোগ্য

আবু নুআইম রহ. বলেন, 'মুহাম্মাদ বিন হাসান বিন মুসা বলেছেন, 'আমি জারিরকে বলতে শুনেছি, 'আমি জানতে পেরেছি যে, একবার আহওয়াযের এক এলাকায় ইয়াকুব বিন লাইসের পেট বন্ধ হয়ে গেল। তিনি যথাসম্ভব সকল ডাক্তারকে একত্রিত করলেন, কিন্তু তারা কিছুই করতে পারল না। অবশেষে তার কাছে সাহল বিন আবদুল্লাহর কথা বলা হলে তিনি তাকে হাজির করতে বললেন। সেমতে সাহল এলেন এবং ইয়াকুবের শিয়রে বসে বললেন, 'হে আল্লাহ, আপনি তাকে অবাধ্যতার লাঞ্ছনা দেখিয়েছেন, এবার আনুগত্যের মর্যাদাও দেখিয়ে দিন।'

২১৫. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২০/২১০।
২১৬. মুজাবুদ দাওয়াহ, ইবনু আবিদ দুনইয়া, পৃ. ৬৪।

এই দুআর সঙ্গে সঙ্গে তার রোগ সেরে গেল।'[২১৭]

দুআর কারণে পাখির পেটে

আবদুল ওয়াহিদ বিন যাইদ বলেন, 'এক যুদ্ধে আমি সমুদ্রে যাত্রা করলাম। আমার সঙ্গে আমার এক গোলাম ছিল, যে ছিল বিশেষ নেক স্বভাবের অধিকারী। সফরে গোলামটি মারা গেল। আমি তাকে এক দ্বীপে দাফন করলাম, কিন্তু মাটি তাকে উগরে ফেলে দিল। এভাবে তিনবার দাফন করলাম, প্রতিবারই একই ঘটনা ঘটল। তৃতীয়বারের আমরা বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করছিলাম, এমন সময় কিছু ঈগল ও শকুন নেমে এল। তারা গোলামটির সম্পূর্ণ দেহ ছিন্নভিন্ন করে খেয়ে ফেলল।

অবশেষে আমি বসরায় ফিরে গোলামটির মায়ের কাছে গেলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার ছেলের অবস্থা কেমন ছিল?' তিনি বললেন, 'ভালো, তবে আমি তাকে বলতে শুনতাম, 'হে আল্লাহ, আমাকে পাখির পেট থেকে পুনরুত্থিত করো'।'[২১৮]

মন্ত্রীর দুআ

ইবনুল জাওযি বলেন, 'মন্ত্রী আবুল মুজাফফর ইয়াহইয়া বিন হুবাইরা রহ. সর্বদা পূর্বের জীবনের জন্য আফসোস করতেন এবং মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুশোচনা করতেন। তিনি আমাকে বলেছেন, 'আমাদের গ্রামের এক মসজিদে একটি খেজুর গাছ ছিল, যাতে এক হাজার রিতল খেজুর হতো। আমি আমার ভাই ফখরুদ্দিনকে বললাম, 'আমি আর তুমি গ্রামেই বসে বসে জীবন কাটিয়ে দিই, এই খেজুর গাছের আয়েই আমাদের চলবে। তা ছাড়া দেখ, মন্ত্রী হয়ে আমার কী অবস্থা হয়েছে!' এরপর আমার ভাই আল্লাহর কাছে শাহাদাত চাইতে লাগলেন এবং সে পথে কাজ করতে লাগলেন।

৫৬০ হিজরির জুমাদাল উলার ১৩ তারিখ ভোরবেলা ঘুম ভেঙে তার বমি হলো। খবর পেয়ে তার চিকিৎসক ইবনে রুশাদা এসে তাকে কিছু একটা সেবন করালো। অনেকে বলে সেটি বিষ ছিল। যা হোক, আমার ভাই তাতে মারা গেলেন। আল্লাহর কী শান, ছয় মাস না যেতেই ওই চিকিৎসককেও বিষপান করানো হলো। তখন সে

---

২১৭. হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/২২০।

২১৮. মুজাবুদ দাওয়াহ, ইবনু আবিদ দুনইয়া, পৃ. ৫৫-৫৬।

নাকি বলছিল, 'আমি অন্যকে বিষপান করিয়েছি, তাই আমাকেও করানো হয়েছে।' এরপর সে মারা গেল।'[২১৯]

'আমরা পাপী, তাই আমাদের বৃষ্টি দিন'

আওজায়ী রহ. বলেন, 'একবার লোকেরা ইসতিস্কার জন্য বেরিয়েছিল। সেখানে বিলাল বিন সা'দ দাঁড়িয়ে হামদ ও সানার পর বললেন, 'হে উপস্থিতি, আপনারা কি নিজেদের অন্যায় স্বীকার করেন না?' সবাই বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ, নেককারদের ব্যাপারে তো আপনি বলেই দিয়েছেন, 'সৎকর্মশীলদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো হেতু নেই'[২২০], আর আমরা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছি, আপনার মাগফেরাত আমাদের মতো বান্দাদের জন্যই নয় কি? হে আল্লাহ, আমাদের ক্ষমা করুন, রহম করুন এবং বৃষ্টি দিন।'

এভাবে তিনিও হাত তুলে দুআ করলেন, সঙ্গে অন্যরাও। এই দুআর পর সত্যিই বৃষ্টি হলো।'[২২১]

বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের দুআ

ইমাম যাহাবি রহ. তার 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'-য় বলেন, 'কথিত আছে, হাফিয আবুল কাসিম ইবনে আসাকির রহ. কসম করেছিলেন যে, তার ইতিহাসগ্রন্থ (তারিকে দিমাশক) লেখা সমাপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিজ ছেলের সঙ্গে কথা বলবেন না। এভাবে একসময় সে রচনা সমাপ্ত হলো। এরপর যখন তিনি 'কিতাবুল জিহাদ' লিখলেন, সুলতান সালাহুদ্দিন পুরো কিতাবটি তার থেকে শুনেছিলেন। তখন সময়কাল ৫৭৬ হি.। ইবনে আসাকির বলেন, 'এ কারণে আমি কিতাবটির শুরু ও শেষে বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের দুআ করেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা সে দুআ কবুল করেছেন এবং ৫৮৩ হিজরির ২৬ রজব বাইতুল মুকাদ্দাস বিজিত হয়েছে। সে বিজয়ে আমি নিজেও উপস্থিত ছিলাম।'[২২২]

২১৯. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২০/৪৪৯।
২২০. সুরা তাওবা: ৯১।
২২১. মিন কুনূযিদ্দুয়া, মুহিউদ্দীন আবদুল হামিদ, পৃ. ১৭ (ঈষৎ পরিমার্জিত)।
২২২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২১/৪১১।

বরকতময় বিয়ে

এই ঘটনাটি হাফিয ইবনে রজব রহ. প্রমুখ উল্লেখ করেছেন। এখানে কিছুটা পরিমার্জিতভাবে লেখা হচ্ছে—

এক আবেদ ব্যক্তি মক্কায় গিয়েছিলেন। সেখানে পাথেয় নিঃশেষ হয়ে তিনি মারাত্মক ক্ষুধার কষ্টে পড়েছিলেন; এমনকি তার জীবন-সংশয়ও দেখা দিয়েছিল। এমন কঠিন সময়ে একদিন মক্কার পথে হাঁটতে হাঁটতে একটি মূল্যবান হার পেয়ে যান। হারটি তিনি হারাম শরিফে নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে দেখলেন, এক ব্যক্তি হারানো হার সন্ধান করছে। তিনি বলেন, 'তিনি আমাকে হারের ঠিক ঠিক বিবরণ দিলে আমি তাকে হারটি দিয়ে দিই এবং এর কোনো বিনিময় তার কাছে দাবি করিনি। আল্লাহর কাছে দুআ করি, 'হে আল্লাহ, যদি আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য হারটি ত্যাগ করে থাকি, তবে আমাকে এর উত্তম বিনিময় দিন।'

এরপর তিনি সমুদ্রপথে সফরে রওনা হলেন। যাত্রাপথে প্রবল বাতাসে তাদের নৌযানটি ভেঙে গেল। তিনি একটি কাষ্ঠখণ্ড ধরে ভাসতে ভাসতে একটি দ্বীপে গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি বলেন, 'সেখানে আমি একটি মসজিদ পেয়ে তাতে বসলাম এবং দ্বীপবাসীর সঙ্গে নামাজ পড়লাম। তারপর মুসহাফ (কুরআনে কারিমের কপি)-এর কিছু পাতা পেয়ে তিলাওয়াত করতে লাগলাম। দ্বীপবাসী আমার তিলাওয়াত শুনে বলল, 'আমাদের ছেলেদের কুরআন শিক্ষা দিন।' ফলে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আমি ওদের কুরআন শেখালাম। এরপর একদিন আমি কিছু লিখলাম, তারা আমার লেখা দেখে বলল, 'আমাদের ছেলেদের লেখাও শিখিয়ে দিন।' তারপর তারা বলল, 'আমাদের এখানে এক এতিম মেয়ে আছে। ওর বাবা ছিলেন খুব নেক ব্যক্তি, তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আপনি কি তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী?' আমি বললাম, 'তাকে বিয়ে করতে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

যথারীতি আমাদের বিয়ে হলো। স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করে আমি তার গলায় মক্কায় পাওয়া সে হারটি দেখতে পেলাম। আমি তাকে বললাম, 'এই হারের বৃত্তান্ত কী?' সে আমাকে পুরো ঘটনা শোনাল—হারটি মক্কায় হারিয়ে গিয়েছিল, একব্যক্তি পেয়ে তা তার পিতার হাতে তুলে দিয়েছিল, এরপর থেকে তার পিতা দুআ করতেন, যদি সে লোকটিকে পান, তবে তার সঙ্গে নিজ মেয়ের বিয়ে দেবেন।

আমি বললাম, 'আমিই সে ব্যক্তি!'

বদদুআয় শ্বেতরোগ

ইসরাইল বিন ইউনুস বলেন—তিনি ছিলেন হাবিব আবু মুহাম্মাদের প্রতিবেশী—যে, 'আমাদের এক প্রতিবেশী হাবিবকে নিয়ে খুব বেশি মস্করা করত। এতে হাবিব তার বিরুদ্ধে বদদুআ করলে সে শ্বেতরোগে আক্রান্ত হয়।' ইসমাইল বলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি তাকে ধবল অবস্থায় দেখেছি।'[২২৩]

টেকোমাথা শিশু

হাবিব আবু মুহাম্মাদের প্রতিবেশী এক নারীর একটি ছেলে হয়েছিল, যার মাথায় চুল ছিল না। ছেলেটির বয়স বারো হলে তার বাবা তাকে নিয়ে হাবিবের নিকট এলেন। বললেন, 'হে আবু মুহাম্মাদ, আমার ছেলেটিকে একটু দেখুন। ও দেখতে কত সুন্দর, কিন্তু এখনও মাথায় চুল গজাল না। আপনি একটু ওর জন্য দুআ করুন।' ফলে হাবিব কেঁদে কেঁদে দুআ করতে লাগলেন এবং কান্নার পানি ছেলেটির মাথায় মুছে দিতে লাগলেন। এরপর থেকে তার মাথায় চুল গজাতে লাগল, এমনকি সে অত্যন্ত সুন্দর চুলের অধিকারী হলো।

বর্ণনাকারী মুজাশি বলেন, 'আমি ছেলেটিকে চুল ছাড়া ও চুলসহ উভয় অবস্থায় দেখেছি।'[২২৪]

ইমাম মাকদিসি রহ.-এর দুআ

আল্লামা জিয়া বলেন, 'আমি আবু মুহাম্মাদ আবদুর রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল জাব্বারকে বলতে শুনেছি—তিনি বলেন, আমি হাফিয অর্থাৎ আবদুল গনি মাকদিসি রহ.-কে বলতে শুনেছি—তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.-এর মতো অবস্থা চেয়েছিলাম। ফলে আল্লাহ আমাকে তার মতো নামাজ দান করেছেন।'

বর্ণনাকারী বলেন, 'পরবর্তীতে তিনি নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, তাকে বন্দি

২২৩. মুজাবুদ দাওয়াহ, ইবনু আবিদ দুনইয়া, পৃ. ৮৩-৮৪।
২২৪. মুজাবুদ দাওয়াহ, ইবনু আবিদ দুনইয়া, পৃ. ৭২ (ঈষৎ পরিমার্জিত)।

করা হয়েছিল এবং হাদিস বর্ণনায় নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল। (অর্থাৎ, যেভাবে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. নির্যাতিত হয়েছিলেন।)[২২৫]

সংকলক বলেন, 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা-য় তার জীবনী পড়লে তার ইবাদত, অন্যায়ের প্রতিবাদ ও জুলুমের শিকার হওয়ার আশ্চর্য ঘটনাবলি পাওয়া যাবে।'

রোজা অবস্থায় পিপাসা নিবারণ

আবু কিলাবা রহ. হজের সফরে বেরিয়েছিলেন। একদিন তিনি ছিলেন রোজাদার, দিনটিও ছিল প্রচণ্ড গরম। এ অবস্থায় পথ চলে তিনি সঙ্গীদের আগে বেড়ে যান এবং তাতে অত্যন্ত পিপাসার্ত হয়ে পড়েন। তখন আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন—'হে আল্লাহ, আপনি পারেন রোজা ভাঙা ছাড়াও আমার পিপাসা দূর করতে।' ফলে কিছুক্ষণের মধ্যে আবু কিলাবার মাথা বরাবার একখণ্ড মেঘ দেখা গেল এবং তা থেকে এ পরিমাণ বৃষ্টি হলো যে, তার কাপড় ভিজে গেল এবং পিপাসা বিদূরিত হলো। তিনি সেখানে যাত্রাবিরতি করে কিছু জলাধার তৈরি করে তাতে পানি সঞ্চয় করলেন। সফরসঙ্গীরা তার নিকট পৌঁছে সে পানি পান করল। আশ্চর্য যে, আবু কিলাবার ওপর যে বৃষ্টি হয়েছিল, তারা তার ছিটেফোঁটাও দেখেনি।[২২৬]

দুআয় বেরিয়ে এল কানের কঙ্কর

ইবনু আবিদ দুনইয়া রহ. বলেন, 'হাসান বিন আরাফা বর্ণনা করে বলেন, 'আমাদের নিকট আমর বিন জারির, উমার বিন সাবিত খাযরাজির সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'বসরার একব্যক্তির কানে কঙ্কর ঢুকে গিয়েছিল। চিকিৎসকেরা সব রকম চিকিৎসা করেও কিছু করতে পারল না। কঙ্করটি কানের গভীরে চলে গিয়েছিল। এ অবস্থায় সে রাতে ঘুমুতে পারছিল না, দিনেও পাচ্ছিল না স্বস্তি। অবশেষে সে হাসান বসরি রহ.-এর এক শাগরেদের কাছে গিয়ে অবস্থা খুলে বলল। তিনি তাকে বললেন, 'আরে, যদি কোনো কিছুতে তোমার উপকার হওয়ার থাকে, তবে আলা বিন হাদরামির দুআতেই হতে পারে, যে দুআ তিনি সমুদ্রে ও মরুভূমিতে করেছিলেন।' লোকটি বলল, 'সে দুআ কী?' তিনি বললেন, 'ইয়া আলিয়্যু ইয়া আজিম, ইয়া আলিমু ইয়া হালিম (হে সুউচ্চ মহান, হে সর্বজ্ঞানী সহনশীল)'

---

২২৫. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২১/৪৫৮ (ঈষৎ পরিমার্জিত)।
২২৬. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম, ইবনে রজব, ২/৩৫৪।

বর্ণনাকারী বলেন, 'এরপর লোকটি সেভাবে দুআ করল। আল্লাহর কসম, আমরা সেখান থেকে বিদায় নেওয়ার আগেই তার কান থেকে কঙ্করটি 'টং' শব্দে বেরিয়ে দেওয়ালে বাড়ি খেল। ফলে লোকটি সুস্থ হয়ে উঠল।'[২২৭]

ঘটনাটি বিভিন্ন ভাষ্যে বর্ণিত হয়েছে।[২২৮]

দশ সন্তানের জন্য দুআ

ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, 'আমি যখন বিয়ে ও সন্তানের ফজিলত জানতে পারলাম, তখন এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করে দুআ করলাম, যাতে আল্লাহ তায়ালা আমাকে দশটি সন্তান দান করেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালা আমাকে ঠিক ঠিক দশ সন্তানই দান করেছেন, পাঁচ ছেলে এবং পাঁচ মেয়ে। মেয়েদের মধ্যে দুজন এবং ছেলেদের মধ্যে চারজন মারা গেছে। এখন একটি ছেলেই বেঁচে আছে—আবুল কাসিম। আল্লাহর কাছে দুআ করি, যেন তিনি এই ছেলেকে আমার যোগ্য উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং তাকে নিয়ে আমার সাধ-স্বপ্ন পূরণ করেন।'[২২৯]

সন্তানের বিরুদ্ধে পিতার বদদুআ

শাইখ সাঈদ বিন মুসফির আল-কাহতানি বলেন, 'এক ব্যক্তি আমাকে নিজ জীবনের ঘটনা শুনিয়েছে। সে বলে, 'আমার একটি ছেলে ছিল পিতামাতার খুব অনুগত। একদিন আমরা ঘুমের প্রস্তুতি নিচ্ছি, এমন সময় সে এসে বলল, 'বাবা, আমি একটু বাইরে বেরুতে চাই, আধাঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব।' আমি বললাম, 'বাবা, এখন বেরিয়ো না, আল্লাহ তোমাকে হেদায়েত দিন। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, তুমিও তো ঘুমের পোশাক পরে ফেলেছ।' ছেলে বলল, 'আমি ঘুমের পোশাকেই যাব, শুধু যাব আর আসব।' আমি বললাম, 'না।' তখন ছেলেটি আমার সঙ্গে কোনো তর্ক না করে চলে গেল, আগেই বলেছি সে আমাদের অনুগত ও ভদ্র ছিল।

আমার সামনে থেকে যাওয়ার পর ওর মা ওকে দেখে বলল, 'তোমার কী হয়েছে?' সে বলল, 'আমি বাবার কাছে অল্প সময়ের জন্য বাইরে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছি, কিন্তু তিনি রাজি হননি।' তখন মা আমার কাছে এসে বলল, 'ও তো শান্ত-শিষ্ট

২২৭. মুজাবুদ দাওয়াহ, ইবনু আবিদ দুনইয়া, পৃ. ৪১।
২২৮. বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন: আল-ফারাজু বা'দাশ শিদ্দাহ, কাজি তানূখী, ২/৮৯।
২২৯. লাফতাতুল কাবিদ ফী নাসিহাতিল ওয়ালাদ, ইবনুল জাওযী, পৃ. ৪৩।

ছেলে, ছেড়ে দিন, ও কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে।' অবশেষে মায়ের পীড়াপীড়িতে রাজি হলাম আমি, কিছুটা রেগে বললাম, 'দাও, যেতে দাও, আল্লাহ তাকে ফেরত না আনুন!' শেষ কথাটি আমি ভেবেচিন্তে বলিনি, কীভাবে যেন মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে, তবে সম্ভবত তখন আকাশের দরজা খোলা ছিল, ফলে কঠিন পরিণতি অপেক্ষা করছিল আমার জন্য।

ছেলেটি যাওয়ার পর একঘণ্টা পার হলো, দেড়ঘণ্টা গেল, দুইঘণ্টা গেল, কিন্তু ছেলে ফিরল না। এমনকি ফজরের আজান হলো, তবু সে ফিরল না। আমার অন্তর তখন অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছিল, আশঙ্কা হচ্ছিল—এটি আমার বদদুআ-মূলক বাক্যের ফল কি না। এরপর আমি নামাজ পড়ে ঘরে ফিরলাম, ছেলে তখনও ফিরেনি। উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে থানায় গেলাম। তারা বিভিন্ন খোঁজখবর করে বলল, 'কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে, তাতে কিছু হতাহত আছে, আপনি হাসপাতালে গিয়ে দেখুন।'

হাসপাতালে গেলাম। তারা আমাকে লাশ সংরক্ষণের ফ্রিজারের কাছে নিয়ে গেল। দেখলাম সেখানে আমার ছেলের লাশ, দুর্ঘটনায় মারা গেছে, গায়ে তখনও ঘুমের পোশাক। তখন আমরা তাকে নিয়ে এসে জানাযা পড়ে দাফন করলাম। আমি বুঝতে পারলাম, ওর মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী, আমার বদদুআ কবুল হয়ে গিয়েছিল।'[২৩০]

হিন্দুস্তানি দর্জির দুআ

এক হিন্দুস্তানি মুসলমান দর্জি আমাকে বলেন যে, একব্যক্তি তার নিকট থেকে কিছু ঋণ নিয়েছিল, কিন্তু সময়মতো পরিশোধ করছিল না। বহুবার সে বিভিন্ন ওয়াদা করেছে, কিন্তু কথা রাখেনি। ফলে তিনি তার বিরুদ্ধে বদদুআ করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই খবর এল—তার গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছে এবং তার বিরাট লোকসান হয়েছে।

বিশ মিনিটের আতঙ্কের পর বিপদমুক্তি

একজন নির্ভরযোগ্য অভিজাত ব্যক্তি আমাকে বলেছেন, 'আমি একবার রিয়াদ থেকে দাম্মামে সফর করলাম। আনুমানিক দুপুর বারোটায় দাম্মাম পৌঁছে বিমানবন্দর থেকে বেরুলাম। এক বন্ধুর কাছে যাওয়ার কথা, কিন্তু তিনি তখনও অফিসে, তার আসতে দেরি হবে। তাই আমি এক হোটেলে গিয়ে চতুর্থ তলায় একটি রুম ভাড়া

২৩০. শাইখ সাঈদ বিন মুসফিরের 'ওয়াজিবুল আবা তুজাহাল আবনা'-শীর্ষক ক্যাসেট থেকে অনুলিখিত।

করি। এরপর ওজুখানায় গিয়ে ওজু করি। ওজুখানায় প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম, তাতেই ঘটল বিপত্তি।

ওজু শেষ হলে বেরুতে গিয়ে দেখি দরজাটি আটকে গেছে, কিছুতেই খুলছে না। আমার বুদ্ধিতে যতভাবে পারলাম, চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। এমন এক জায়গায় আটকা পড়লাম, যেখানে না আছে জানালা, না টেলিফোন, না সঙ্গী, না কিছু। তখন আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করলাম। সেখানে বিশ মিনিট ছিলাম, কিন্তু তা আমার কাছে মনে হয়েছে তিন দিন। বিশ মিনিট যাবৎ অনবরত ঘাম ঝরেছে, মন ধুকপুক করেছে, শরীর কেঁপে উঠেছে। ভয়ের বিভিন্ন কারণ ছিল, যেমন—ওজুখানার জায়গাটি ছিল নির্জন, ঘটনাটি ছিল আকস্মিক এবং কারও সঙ্গে যোগাযোগের কোনো উপায় ছিল না, তা ছাড়া জায়গাটিও অবস্থানের অনুপযুক্ত। আমার তখন বিভিন্ন উপদেশবাণী ও স্মৃতি মনে পড়ছিল, বিশ মিনিটে যেন অনেক কিছু ঘটে চলছিল। কবি বলেন,

قد يضيق العمر إلا ساعة + وتضيق الأرض إلا موضعا

'কখনও জীবন একটি মুহূর্তে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং জমিন আবদ্ধ হয়ে পড়ে একটি স্থানে।'

অবশেষে ভাবলাম, দরজাটি সজোরে নাড়াতে থাকি। আমার শরীর রোগা ও দুর্বল, সে শরীরেই যতটুকু শক্তিতে পারলাম, দরজা নাড়াতে শুরু করলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল একটি লোহার টুকরো যেন ঘড়ির কাঁটার মতো ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে। আমি দরজা নাড়াই ক্লান্ত হয়ে পড়লে একটু বিশ্রাম নিই, এরপর আবার শুরু করি। এভাবে এক পর্যায়ে দরজা খুলে গেল। মনে হলো যেন কবর থেকে মুক্তি পেলাম। আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে রুমে ফিরে গেলাম। সকল প্রশংসা তাঁর, তিনি আমার দুআ কবুল করেছেন।'

মরুভূমিতে দুআ

এক নেককার ব্যক্তি থেকে বর্ণিত যে, একদা তিনি গ্রামে নিজ পরিবারের কাছে ছিলেন। জায়গাটি ছিল মরু এলাকা। তিনি বলেন, 'আমাদের আশপাশের সব পানি শেষ হয়ে গেল। আমি পরিবারের জন্য পানির সন্ধানে গেলাম, কিন্তু দেখলাম চৌবাচ্চা

শুকিয়ে গেছে। হতাশ হয়ে ফিরে এলাম। অতঃপর ডানে-বামে আরও খোঁজাখুঁজি করলাম, কিন্তু একফোঁটা পানি পেলাম না। ওদিকে সবাই ছিলাম পিপাসার্ত, শিশুদেরও খুব পানির প্রয়োজন ছিল। তখন আমি আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করলাম, যিনি নিকটবর্তী ও বান্দার ডাক শ্রবণকারী।

সেমতে তায়াম্মুম করে দু-রাকাত নামাজ পড়লাম। তারপর দুই হাত তুলে খুব কাঁদলাম। কাকুতি-মিনতি করে দুআ করলাম। স্মরণ করলাম আল্লাহ তায়ালার কথা—أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ

'বরং তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে।' (সুরা নামল: ৬২)

আল্লাহর কসম, আমি দুআ থেকে যখন উঠলাম, আকাশে বিন্দুমাত্র মেঘ ছিল না, হঠাৎ একখণ্ড মেঘ দেখা গেল। মেঘটি ধীরে ধীরে আমাদের ঘরের ওপর অবস্থান নিল এবং বৃষ্টি নামল। আমাদের আশপাশের সব চৌবাচ্চা ভরে উঠল। আমরা তৃপ্তিভরে পানি পান করলাম, ওজু-গোসল করলাম এবং আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করলাম।

পরে আমি আমাদের আবাসস্থলের কিছুটা পেছনে গিয়ে দেখলাম, সেখানে পূর্বের মতোই খরা চলছে। তখন আর কোনও সন্দেহ রইল না যে, আমার দুআর কারণেই আল্লাহ তায়ালা ওই মেঘ পাঠিয়েছিলেন। আমি আবারও তাঁর শুকরিয়া আদায় করলাম।'

কারাবন্দি ও প্রহরী

একদেশের এক জেলখানায় পুলিশ এক বন্দিকে জেল-সুপারের কক্ষে চলতে হুকুম দিল। বন্দিটি তখন দুআ ও ওজিফা পড়তে লাগল, এমনকি সুপারের কক্ষে প্রবেশকালেও সে তা-ই করছিল।

এদিকে পুলিশ তাকে দুআ করতে দেখে বলতে লাগল, 'হে শাইখ, আমার বিরুদ্ধে বদদুআ করবেন না, কারণ আপনার জেলে আসার পেছনে আমি কোনো ভূমিকা রাখিনি।' অতঃপর সুপার তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলে পুলিশ লোকটি তার পক্ষ

থেকে এমন কিছু উত্তর দিল, যা তার জন্য উপকারী ছিল।

কিছুদিন পর ওই বন্দিটি জেল থেকে ছাড়া পেলেন। অথচ কিছু আর্থিক কেলেঙ্কারীতে তার মৃত্যুদণ্ড হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, যদিও তিনি তাতে দায়ী ছিলেন না। অন্যদিকে যার ষড়যন্ত্রের কারণে তার জেলে আসতে হয়েছিল, সে অনেকগুলো অপরাধে জেলে ঢুকল।[২৩১]

দুআয় বৃষ্টি থেমে গেল

শাইখ সাঈদ বিন মুসফির কাহতানি বলেন, 'কয়েক বছর পূর্বে একটি তাফসিরুল কুরআন কনফারেন্সে যোগদানের লক্ষ্যে আমি বাংলাদেশ সফরে গিয়েছিলাম। সভাস্থলে যখন পৌঁছলাম, সেখানে তখন পাঁচলাখ লোকের সমাবেশ। স্থানটি ছিল সেখানকার এক জামিয়ার ময়দান। সভা চলছিল, এমন সময় হঠাৎ আকাশে মেঘের গর্জন শোনা গেল, এমনকি বৃষ্টিও শুরু হলো। বৃষ্টির মধ্যে শ্রোতাদের বসে থাকা সম্ভব ছিল না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা কী ভাবছেন?' তারা বললেন, 'আমাদের মধ্যে শাইখ অমুক আছেন, আমরা তাকে দিয়ে দুআ করাব।'

কিছুক্ষণের মধ্যে শাইখ এলেন। সবাই বলল, 'ইনি কখনও হালাল ছাড়া কিছু খান না।' শাইখ আকাশের দিকে হাত তুলে দুআ করতে লাগলেন। আমরা কিছুক্ষণ বসে রইলাম, এরমধ্যেই বৃষ্টি থেমে গেল। এরপর যথারীতি পাঁচ লক্ষ শ্রোতার সম্মুখে পাঁচ ঘণ্টা আলোচনা চলল। আলোচনা-শেষে ইশার নামাজ থেকে আমরা যখন ফারিগ হলাম, তারপর বৃষ্টি নামল।[২৩২]

বিদ্যুৎ-মিস্ত্রীর দুআ

একব্যক্তির সাতটি কন্যাসন্তান ছিল, কিন্তু কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। একদিন তার ঘরে এক বিদ্যুৎ-মিস্ত্রী কাজ করতে এল। সে ঘরের মালিকের কন্যাসন্তানের সংখ্যা জানত, তাই দুআ করল—যাতে আল্লাহ তাকে একটি পুত্রসন্তান দান করেন। এরপর কাজ শেষ হলে মিস্ত্রী চলে গেল।

কিছুদিন পর সত্যিই ওই ব্যক্তির পুত্রসন্তান। সে মহাখুশি হলো, তবে ওই মিস্ত্রীকে

২৩১. মিন কুনূযিদ্দুয়া, মুহিউদ্দীন আবদুল হামিদ, পৃ. ২৩ (বহুলাংশে পরিবর্তিত)।
২৩২. শাইখ কাহতানীর 'আকলুল হালালি ওয়া আসারুহু'-শীর্ষক ক্যাসেট থেকে সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত।

খবর দিতে ভুলে গেল। ওদিকে মিস্ত্রী লোকটিও নিজ দেশে সফরে গিয়ে বেশ কিছুদিন পর ফিরল। এরপর আবার একদিন এই ব্যক্তির ঘরে কাজ করতে এল। ছোট্ট ছেলেটি তখন ঘরে হামাগুড়ি দিচ্ছে। মিস্ত্রী ছেলেটিকে দেখে ঘরের মালিককে চিৎকার দিয়ে জিজ্ঞেস করল—'এটি কি আপনার ছেলে?' মালিক বলল, 'হ্যাঁ।'

এই একটি ছেলে হওয়ার পর আল্লাহর হুকুমে লোকটির পুনরায় কন্যাসন্তান হয়েছিল। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং বলেন—

يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ۞ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَٰثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞

'তিনি যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন, অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।' (সুরা শুরা: ৪৯-৫০)[২৩৩]

জালিম ও মজলুম

শাইখ সাঈদ বিন মুসফির কাহতানি বলেন, 'একব্যক্তির একখণ্ড জমি অন্য একজনের কুনজরে পড়েছিল, কারণ তা ওই ব্যক্তির ঘরের সামনে ছিল, সে চাইছিল ওখানে গাড়ির গ্যারেজ বানাতে। সে মতলবে কাউকে কিছু না বলে সে জমিটি দখল করে বাউন্ডারি দিয়ে দেয়। জমির মালিক খবর পেয়ে ছুটে এল, বলল—'এই জমি তো আমার।' লোকটি বলল, 'না, এটি তোমার জমি নয়।'

অগত্যা জমির মালিক আদালতে মামলা করে। দখলদারকে আদালতে হাজির করা হয়। বিচারক তাকে প্রশ্ন করেন, 'জমিটি কি তোমার?' সে বলল, 'হ্যাঁ, আমার সাক্ষীও আছে।' এরপর সে মিথ্যা সাক্ষী জোগাড় করতে শুরু করে। কিছু বয়স্ক ব্যক্তিকে গিয়ে ফুসলাতে থাকে, রাতের অন্ধকারে তাদের জমির কাছে নিয়ে সীমানা চিনিয়ে দেয় আর মোটা অঙ্কের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের সাক্ষ্য দিতে রাজি করে।

নির্ধারিত দিনে আবার শুনানি শুরু হয়। সাজানো সাক্ষীরা আদালতে সাক্ষ্য দেয় যে,

২৩৩. ঘটনাটি বিদ্যুৎ-মিস্ত্রী স্বয়ং আমাকে বলেছে।

উক্ত জমি—যার উত্তরের সীমানা এই, পশ্চিমের সীমানা এই, দক্ষিণের সীমানা এই—বংশানুক্রমে এই ব্যক্তির, এই জমির অন্য কোনো অংশীদার বা দাবিদার আমাদের জানা নেই। আল্লাহ আমাদের কথার সাক্ষী।'

জমির মালিকের সম্ভবত কোনো সাক্ষী ছিল না। বিচারক তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার কি এই সাক্ষীদের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ আছে?' সে বলে, 'না, তবে আমি এটুকুই বলতে চাই, 'আমি নিশ্চিত—আল্লাহ জানেন যে, তারা মিথ্যাবাদী এবং জমিটি আমার। তারা আমার জমি আত্মসাৎ করতে চায়। আমি তাদের বিষয় রাব্বুল আলামিনের হাওয়ালা করলাম।' বিচারক পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, 'ওই পক্ষকে জমির দলিল দেওয়ার ব্যাপারে আপনার কোনো আপত্তি আছে কি?' সে বলে, 'না, আমার কোনো আপত্তি নেই।'

এরপর সে কাঠগড়া থেকে নেমে ওজু করে। মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ে দুআ করে। মজলুমের দুআ ও আল্লাহর মধ্যে কোনো পর্দা থাকে না। সে দুআয় বলে, 'হে আল্লাহ, আপনি জানেন যে, অমুক আমার ওপর জুলুম করেছে। আমার জমিটি দখল করে নিয়েছে। দুইজন সাক্ষী আবার মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে। এখন সে আমার জমিতে ঘর করবে, আর আমার চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া উপায় থাকবে না। ইয়া আল্লাহ, তাতে আমার কেমন মানসিক কষ্ট হবে, আপনি জানেন।' দুআ শেষ করে সে ভগ্নহৃদয়ে ঘরে ফেরে এবং ঘুমিয়ে পড়ে।

ওদিকে জালিম ও তার সাক্ষীরা জমির দলিল নিয়ে আদালত ত্যাগ করে। সাক্ষীদেরকে সে পরদিন নাশতার দাওয়াত দেয় এবং তাদের বখশিশও বুঝিয়ে দেয়। এরপর তারা গাড়িতে ওঠে। খুশিতে উল্লাস করতে করতে তারা যাচ্ছিল, গাড়িও চালাচ্ছিল হাইস্পিডে। হঠাৎ গ্রামের এক মোড়ে তাদের গাড়ি উল্টে গিয়ে একাধিকবার চক্কর খায়। জালিম লোকটি ও তার সাক্ষীরা সেখানেই মৃত্যুবরণ করে। আল্লাহর কসম, অবশেষে সে রাত তাদের কবরেই কেটেছে। পরদিন সকালে লোকটির স্ত্রী জমির দলিল বিচারকের কাছে ফিরিয়ে দেয় এবং বলে, 'এই জমির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।' ফলে বিচারক জমিটি তার প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেন।'

ছেলের বিরুদ্ধে মায়ের বদদুআ

১৪২২ হিজরিতে আমি মক্কায় মসজিদুল হারামে উপস্থিত ছিলাম। সেখানকার একজন শাইখের কাছে একব্যক্তি প্রশ্ন করল যে, যখন সে বিয়ে করতে মনস্থ করে,

তখন বিয়ে-সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে তার মায়ের সঙ্গে মতভেদ হয়। একপর্যায়ে মা বদদুআ করে বলেছিলেন যে, সে কখনও বিবাহিত জীবনে সুখী হবে না। প্রশ্নকারী বলে, 'বিয়ে করার পর থেকে কখনও আমি সুখী হইনি। পরবর্তীতে আমি মাকে সন্তুষ্ট করেছি, তিনিও সন্তুষ্ট হয়েছেন, কিন্তু তারপরও আমার জীবনে সুখ আসেনি।'

উত্তরে শাইখ বললেন, 'বদদুআর পর আপনার মা সন্তুষ্ট হলেই পূর্বের বদদুআ রহিত হয়ে যাবে না।'

মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার

একব্যক্তি তার এক বিমানভ্রমণের অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে বলে, 'উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরই পাইলট জানাল—যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে পূর্বের বিমানবন্দরে (যেখান থেকে বিমান উড্ডয়ন করেছে) অবতরণ করতে যাচ্ছি। সেমতে তারা অবতরণ করালো এবং ত্রুটি সংশোধন করল। এরপর আমরা গন্তব্যের দিকে রওনা হলাম।

কাঙ্ক্ষিত বিমানবন্দরে অবতরণের সময় ঘনিয়ে এল। কিন্তু হায়, দেখা গেল বিমানের চাকা নামছে না। পূর্ণ একঘণ্টা বিমান ওই শহরের ওপর পাক খেতে লাগল। পাইলট দশবারেরও বেশিবার অবতরণের চেষ্টা করল, কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হলো। আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। অনেকে পাগলের মতো আচরণ করতে লাগল। নারীরা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদছিল। আমি দেখেছি—কীভাবে মানুষের গাল বেয়ে চোখের জল নামছিল। আসমান-জমিনের মাঝে ঝুলে থেকে আমরা মৃত্যুর প্রহর গুণছিলাম। আমাদের হৃদয় তখন আল্লাহর দিকে ধাবিত হলো। সবাই তাঁর জিকির করছিলাম। উচ্চৈঃস্বরে বলছিলাম— لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدير

(আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজত্ব ও প্রশংসা একমাত্র তাঁর। তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।)

এক বৃদ্ধ শাইখ দাঁড়িয়ে সবাইকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় ও ক্ষমা চাইতে, তাঁকে ডাকতে এবং তাঁর দিকে রুজু হতে বললেন। আমরা কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহকে ডাকলাম, যিনি বিপদগ্রস্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। অবশেষে এক পর্যায়ে এগারো

বা বারোতম বারে আমাদের বিমান নিরাপদে অবতরণ করতে সক্ষম হলো। আমরা যখন বিমান থেকে বেরুলাম, মনে হচ্ছিল কবর থেকে উঠে এসেছি। সবার মন প্রশান্ত হলো, মুখে হাসি ফুটল। কতই না দয়ালু মহান আল্লাহ!

কবিতার ভাষায়—

'বিপদ এলে আল্লাহকে ডাকি, বিপদ কেটে গেলেই ভুলে যাই তাঁকে,

সমুদ্রের ঝড়ে তাঁকে ডাকি, নিরাপদে তীরে পৌঁছে তাঁকে ভুলে যাই,

বিমানে চড়ি নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে, বিমান ভূপাতিত হয় না কারণ হেফাজত করেন আল্লাহ।'

আপনার দুআ কবুল হয়েছে

আমাদের এক আত্মীয়া সব সময় দুআ করতেন, যাতে তার মৃত্যু পবিত্র মক্কা বা মদিনায় হয়। এভাবে কয়েক বছর পার হওয়ার পর একবার তিনি মদিনায় আত্মীয়ের বাড়িতে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে গেলে সেখানেই তার ইন্তেকাল হয় এবং মসজিদে নববির পাশে বাকী কবরস্থানে তার দাফন হয়।

আল্লাহকে ডাকায় কঠিন হলো সহজ

একব্যক্তির ঘটনা শুনেছি যে, তিনি কোনো একটি কাজ নিয়ে বিভিন্ন দরবারে ধরনা দিয়েছেন, কিন্তু কেউ তাকে সহযোগিতা করেনি। সব চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর কেউ তাকে পরামর্শ দিল, 'আপনি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুআ করুন।' তিনি বলেন, 'আল্লাহর কসম, এরপর আমি মানুষের কাছে যাওয়া বাদ দিয়ে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে নিয়মিত দুআ করা শুরু করি। অতঃপর কিছুদিন পর আবার সে কাজের জন্য চেষ্টা করলে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও আল্লাহ তায়ালা তা আমার জন্য সহজ করে দিলেন।

বিশ হাজারের গল্প

১৪২২ হিজরিতে এক তরুণ তার আত্মীয়ের গাড়ি ড্রাইভ করছিল। হঠাৎ দামি এক গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষে তার গাড়িটি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ফলে সে ওই গাড়ির মালিকের

কাছে নিজ গাড়ির পূর্ণমূল্য দাবি করে এবং সে লক্ষ্যে একটি দিনও ধার্য করে। ওদিকে ওই ব্যক্তির ঘাড়ে আগ থেকেই ঋণের বোঝা ছিল, এখন এই ক্ষতিপূরণের দায় আসায় সে দিশেহারা হয়ে পড়ে। বারবার ক্ষমা চাইলেও এই পক্ষ ক্ষমা করল না। তবে সে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিল, ঘটনার দিন রাতে সে আল্লাহ তায়ালার কাছে খুব দুআ করেছিল। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ছিল প্রায় বিশ হাজার রিয়াল, এই পক্ষ সে বিষয়ে কাগজপত্রও উপস্থাপন করেছিল।

তার দুআর ফল হলো এই, কয়েকবার চেষ্টার পর অবশেষে এই পক্ষ ক্ষতিপূরণের পুরো অঙ্কই ক্ষমা করে দেয়। আমি গাড়ির মালিককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ঘটনা কী ঘটেছিল?' তিনি বললেন, 'তারা ক্ষতিপূরণ মাফ করে দিয়েছে। আমি রাতে আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলাম, যাতে তিনি বিষয়টি সহজ করে দেন। সকল প্রশংসা তাঁর।'

ধন্যবাদ হে রিয়াদের গভর্নর

আল-মুজতামা পত্রিকার ১৩৭৬ তম সংখ্যায় দুআর বিস্ময় শিরোনামে একটি ঘটনা ছাপা হয়েছে, যা আমি কিছুটা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি—

'হজ থেকে ফেরার পথে রিয়াদে দুই কুয়েতি তরুণের গাড়ি বিগড়ে যায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তারা দেখে, গাড়ির ইঞ্জিনে গুরুতর সমস্যা হয়েছে, যা সারাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দুপুরে ফুটপাতে বসে তারা ভাবছিল, কী করা যায়। তাদের সঙ্গে সামান্য কিছু অর্থ ছিল, যা দিয়ে গাড়ি সারানো যাবে না। এরমধ্যে তাদের একজন দুআয় মশগুল হলো, বিশেষ কিছু সুন্দর অর্থবোধক দুআ করল সে। বলল, 'হে ওই সত্তা, যাকে আমরা সুখের সময় ডেকেছিলাম, এখন আমরা আপনাকে দুঃখের মুহূর্তে ডাকছি। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান, যা দিয়ে চান, যেভাবে চান। হে আল্লাহ, আপনার হালাল দিয়ে আমাদের রক্ষা করুন হারাম থেকে এবং আপনার অনুগ্রহে বাঁচান অন্যের মুখাপেক্ষিতা থেকে। আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আপনি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি অপরাধী।'

এভাবে কয়েক মুহূর্ত পার হলো। হঠাৎ তাদের সামনে একটি আলিশান গাড়ি থামল। গাড়ির মালিক নেমে তাদের সালাম দিয়ে জানতে চাইল, 'ঘটনা কী? দুপুরের এই কড়া রোদে তারা পথের ওপর বসে আছে কেন?' তরুণেরা সমস্যার কথা জানাল। তখন লোকটি বলল, 'রিয়াদের গভর্নর কিছুক্ষণ পূর্বে এই পথ ধরে যাওয়ার সময়

তোমাদের অবস্থা দেখেছেন। তাই তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তোমাদের সাহায্য করার জন্য। তোমরা আমার সঙ্গে চল।'

তাদের একজন বলে, 'সেমতে আমরা জাকজমকপূর্ণ এক প্রাসাদে পৌঁছলাম। সেখানে আমাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা হলো। খাবারের পর তিনি আমাদের প্রয়োজন বিস্তারিত জানতে চাইলেন। আমরা গাড়ির সমস্যা খুলে বললাম। তখন তিনি বিনীতভাবে অপারগতা প্রকাশ করলেন, কারণ দিনটি ছিল শুক্রবার, দোকানপাট সব বন্ধ। তবে আমাদের পীড়াপীড়িতে তিনি চেষ্টা করতে রাজি হলেন। অবশেষে সত্যই শিল্প-এলাকায় আমাদের প্রয়োজনীয় সারাইয়ের ব্যবস্থা পাওয়া গেল। আসলে সহজ করার মালিক তো আল্লাহ। গভর্নরের খরচে আমাদের গাড়ি সারাই হয়ে গেল। অতঃপর তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি ফেরার পথ ধরলাম। আমাদের অভিব্যক্তিতে তখন শুধুই আল্লাহর জিকির ও প্রশংসা। আমরা বারবার পড়ছিলাম এই আয়াত— ادعوني استجب لكم (আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব।–সুরা মুমিন: ৬০)। ভাবছিলাম, আল্লাহ তায়ালা কীভাবে তাঁর ওয়াদা পূরণ করলেন!'

নেককার লোকটি

ঘটনাটি কিছুটা পরিমার্জিতরূপে উল্লেখ করছি[২৩৪] —

গ্রামের এক স্কুলের কথা। সেখানকার এক শিক্ষক ছিলেন আল্লাহবিমুখ, নামাজ পড়তেন না, দ্বীনের বিধিবিধানেরও কোনো তোয়াক্কা করতেন না। একপর্যায়ে মাদরাসাটিতে একজন নেককার শিক্ষক নিয়োগ পান। ঘটনাটি তার মুখেই শোনা যাক—

তিনি বলেন, 'আমি যখন স্কুলটিতে গেলাম, ক্লাসের বিরতির সময়ে দেখলাম সব শিক্ষক একসঙ্গে আছেন, কিন্তু একজন শিক্ষক অন্য কক্ষে একা। আমি এদের কাছে তার কারণ জানতে চাইলে তারা বললেন, 'সে নামাজ পড়ে না, তাই আমরাও তাকে চাই না, তার সঙ্গে বসি না।' একথা শুনে আমি তার কাছে গেলাম, তার সঙ্গে বসলাম। তিনি আমাকে এড়িয়ে গেলেন। দ্বিতীয় বিরতির সময় আবারও তার কাছে গেলাম। এবার তিনি আমার সঙ্গে কিছুটা অন্তরঙ্গ হলেন। একপর্যায়ে তাকে বললাম,

২৩৪. 'সাল্লি ওয়ান-তাজিরিন নাতীজাহ' (নামাজ পড়ুন এবং সুফলের অপেক্ষায় থাকুন)-শীর্ষক ক্যাসেট থেকে।

'আমি এই গ্রামে নতুন এসেছি, আমার সঙ্গে পরিবার-পরিজন কেউ নেই। আমি আপনার সঙ্গে কিছুদিন থাকতে চাই, কারণ আপনিও একা মানুষ।' তিনি প্রস্তাবটি পছন্দ করলেন না; বললেন, 'আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই।' আমি বললাম, 'অল্প কয়েকদিন থাকব, কোনো বাসা পেলে চলে যাব।' তিনি রাজি হলেন।

আমাদের একত্রে থাকা শুরু হয়। সে দিনগুলোয় আমি নিয়মিত তার খেদমত করতাম, তার কাপড় ধুয়ে দিতাম, খাবার প্রস্তুত করতাম, ঘর পরিষ্কার করতাম। কখনওই তার নামাজ না পড়ার বিষয়ে কিছু বলিনি। একদিন তাকে বললাম, 'আমি ভাড়া বাসা খুঁজতে যাচ্ছি।' কিন্তু তিনি রাজি হলেন না, সম্ভবত আমার খেদমতগুলোর কারণে তিনি আমাকে ছাড়তে চাননি। এর কয়েকদিন পর একদিন আমরা দুপুরের খাবারের পর একসঙ্গে বসে চা খাচ্ছিলাম, এমন সময় আসরের আজান হলো। আজান শুনে আমি হাতে যা ছিল রেখে নামাজে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। তিনি দেখে বলতে লাগলেন, 'প্রতিদিন পাঁচবার মসজিদে যেতে তোমার ক্লান্তিবোধ হয় না?' আমি বললাম, 'না, বরং অন্তরে শান্তি অনুভব করি। আপনি কি বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখবেন?' তিনি বললেন, 'ঠিক আছে।'

এরপর আমরা উভয়ে মসজিদে গেলাম, অবশ্য তিনি ওজু করেননি, ওজু ছাড়াই চললেন। আমরা প্রথমে তাহিয়্যাতুল মসজিদের দুই রাকাত পড়লাম। তারপর আমি তার পেছনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে হাত তুলে বললাম, 'ইয়া রব, আমি সব রকম চেষ্টা করে তাকে আপনার ঘরে প্রবেশ করিয়েছি। এর বেশি আমার সাধ্যে নেই। এবার আপনি তাকে হেদায়েত দিয়ে দিন।' নামাজ শেষে তাকে প্রশ্ন করলাম, 'অন্তরে কেমন বোধ হচ্ছে?' তিনি বললেন, 'এমন শান্তি পাচ্ছি, যা আগে কখনও পাইনি।' আমি বললাম, 'বেশ, তাহলে এরপর মাগরিবের নামাজ রয়েছে। আশা করি আপনি ওজু-গোসল করে নেবেন।' তিনি রাজি হলেন। এভাবে আল্লাহ তায়ালা তাকে হেদায়েত দিলেন, ধীরে ধীরে তিনি দ্বীনের সকল বিধি-বিধান অনুসরণ করতে লাগলেন।

আমি একদিন অন্য শিক্ষকদের বলেছিলাম, 'তার সঙ্গে আপনাদের আচরণ উত্তম ছিল না, দেখুন সুন্দর ও কোমল ব্যবহারে আল্লাহ তায়ালা কীভাবে তাকে হেদায়েত দিয়েছেন!' এরপর ওই শিক্ষক ভাইটি বিদেশে চাকরির ডাক পেয়ে সেখানে চলে যান, সেখানে অনেক মানুষ তার হাতে মুসলমান হয়েছিল। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার।

পরীক্ষা গেল পিছিয়ে

আমার এক বন্ধু আমাকে বলেন, 'একদিন আমাদের এক বিষয়ের পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার তখনও ভালোমতো প্রস্তুতি নেওয়া হয়নি। আমি অগত্যা আল্লাহর কাছে দুআ করলাম, যাতে আজ শিক্ষক না আসেন। সত্যিই পরীক্ষার সময় তিনি এলেন না। পরের দিন এসে পরীক্ষার জন্য আরেকদিন ধার্য করে চলে গেলেন। সেদিনও আমি একই দুআ করলাম, ফলে সেদিনও তিনি এলেন না। অবশেষে আবার নতুন দিন ধার্য করে পরে আমাদের পরীক্ষা নিলেন।

দুর্বল অধীনস্থদের জন্য দুআ

এই ঘটনা এক প্রবীণ ব্যক্তির মুখে শোনা। তিনি বলেন যে, তার পরিবারে সদস্য-সংখ্যা ছিল বেশি, অন্যদিকে তিনিও পড়েছিলেন অভাবে। সন্তানদের খাওয়ানোর মতো জীবিকার ব্যবস্থা হচ্ছিল না। তার একটি ছোট্ট ফসলি জমি ছিল, তা-ও সে বছর অনাবৃষ্টির কারণে আবাদ হয়নি। উপায়ান্তর না দেখে একব্যক্তির কাছে ঋণ চাইতে গেলেন, কিন্তু আশার প্রদীপ নিভিয়ে সে যখন ঋণ দিতে অস্বীকৃতি জানাল, তিনি কেঁদে ফেললেন। বাড়ি ফেরার পথে তার অন্তরে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ জাগল, তিনি আকাশের দিকে হাত তুলে বৃষ্টির দুআ করলেন।

তিনি বলেন, 'আল্লাহর কসম, কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশে মেঘ দেখা গেল। মেঘখণ্ডটি ক্রমে প্রসারিত হয়ে আমার জমিকে ছেয়ে ফেলল। বিজলি চমকাতে লাগল, ঘনঘন ডাকছিল মেঘ। এরপর এত বৃষ্টি হয় যে, আমার জমি সম্পূর্ণ সিক্ত হয়ে ওঠে। আমি আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতের ওপর তাঁর শুকরিয়া আদায় করি। অবশেষে বৃষ্টি থামলে আমি দেখতে যাই কোন পর্যন্ত বৃষ্টি হলো। তাতে বিস্মিত হয়ে দেখলাম, আমার জমির সীমানার বাইরে কোনো বৃষ্টি হয়নি।'

ধূমপান বর্জন

আমার এক আত্মীয় একটি ঘটনা শুনিয়েছেন যে, একব্যক্তি ধূমপান করত। একদিন সে অভ্যাসমতো সিগারেটের প্যাকেট নেওয়ার জন্য পকেটে হাত দেয়। তখন সেখানে মাত্র একটি সিগারেট ছিল। এতে তার মনে কী ভাব জাগল, সে আকাশের দিকে ফিরে বলল, 'হে আল্লাহ, এটিই যেন আমার শেষ ধূমপান হয়।'

ঘটনার বর্ণনাকারী বলেন, 'আল্লাহর কসম, সেদিনের পর থেকে আর কখনও সে সিগারেট খায়নি। আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরে ধূমপানের ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন।' [২৩৫]

বদদুআয় ভাঙল হাত

এই ঘটনা আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাবার। ঘটনাটি বন্ধুর মুখে শোনা (কিছু অংশ স্বয়ং তার বাবার কাছেও শুনেছি)। বন্ধুটি যা বলেছেন তার সারমর্ম হলো, একব্যক্তির সঙ্গে তার বাবার একটি দুর্ঘটনা ঘটে, যাতে তিনি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিন্তু ওই লোকটি দুঃখ প্রকাশের পরিবর্তে দুর্ঘটনার দায় উল্টো তার বাবার ওপরই চাপায় এবং কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করে। এতে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে তিনি লোকটির বিরুদ্ধে বদদুআ করেন, ফলে কিছুদিন পরই তার শরীর কয়েক জায়গায় ভেঙে যায় এবং বিভিন্ন সমস্যায় সে আক্রান্ত হয়।

সকল শুকরিয়া আল্লাহর

একব্যক্তি বলেন, 'একরাতের ঘটনা। ঘড়ির কাঁটা তখন ১টা ছুঁই ছুঁই। হঠাৎ আমার পেটে প্রচণ্ড ব্যথা হতে লাগল। এত রাতে কিছুই করার ছিল না, আমি একবার ঘরের আঙিনায় যাচ্ছিলাম, আবার ঘরে ঢুকছিলাম। এমন তীব্র কষ্ট হচ্ছিল, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। একপর্যায়ে আমার মনে জাগল, আমি আল্লাহর কাছে দুআ করছি না কেন? এই ভাবনা আসতেই ওজু করে দুই রাকাত নামাজে দাঁড়ালাম। দ্বিতীয় রাকাতের শেষ সিজদায় আল্লাহর কাছে শেফার দুআ করলাম। যখন দুআ করছিলাম, তখনই অনুভব করছিলাম যেন কিছু একটা আমার থেকে সরে গেছে। এরপর সিজদা থেকে মাথা তোলার আগেই আমার ব্যথা সম্পূর্ণ সেরে যায়। আমি সর্বান্তকরণে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করি, তিনি সত্যিই অনুগ্রহশীল, দয়ালু।

---

২৩৫. শাইখ সাঈদ বিন মুসফির সৌদি আরবের 'কুরআনুল কারিম রেডিও'-তে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় ঘটনাটি বলেছেন।

বেরিয়ে গেলেন শিক্ষক

এক সহপাঠীর কাছে শোনা ঘটনা। তিনি বলেন, 'নাহু[২৩৬] সব সময়ই আমার প্রিয় বিষয়। ছাত্রজীবনে একবার আমাদের শিক্ষক হয়েছিলেন অত্যন্ত গুণী এক ব্যক্তিত্ব। তিনি ছাত্রদের পড়া জিজ্ঞেস করতেন সিরিয়ালমতো। আমার সিরিয়াল ছিল কিছুটা পরের দিকে। একদিন তিনি একে একে পড়া ধরছিলেন, ওদিকে আমি দুআ করছিলাম, যাতে আমার সিরিয়াল না আসে। দুআর কারণেই হয়তো, আমার নাম ডাকতে যখন মাত্র দুইজন বাকি, অকস্মাৎ শিক্ষক মহোদয় বেরিয়ে গেলেন। সকল প্রশংসা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার।

স্নেহময়ী মা

১৪২২ হিজরির শুরুদিকের ঘটনা। এক মা তার দুই কন্যাকে এক হিফজুল কুরআন মাদরাসায় ভর্তি করতে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে এক মেয়েকে ভর্তি করা সম্ভব হলেও অপরজন টিকল না। অনেক চেষ্টার পরও যখন সম্ভব হলো না, তখন মা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। কারণ, বিভিন্ন কারণে দুজনের একসঙ্গে ভর্তি হওয়া জরুরি ছিল। অগত্যা নিরুপায় মা গভীর রাতে আল্লাহ তায়ালার কাছে ফরিয়াদ জানালেন, যাতে তার মেয়ের ভর্তি সহজ হয়ে যায়। এবং আশ্চর্য যে, পরদিন সকালে হঠাৎ মাদরাসাটির পরিচালিকার ফোন এল। তিনি জানালেন—তারা তার অপর কন্যাকেও ভর্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটি ছিল একমাত্র আল্লাহ তায়ালার দয়া ও রহমত।

আল্লাহর নিয়ামত

একব্যক্তির ঘটনা। তিনি বলেন, 'একদিন আমার মারাত্মক কাশি শুরু হলো। কাশির কারণে ঠিকমতো কথাও বলতে পারছিলাম না, খুব কষ্ট হচ্ছিল। এ অবস্থায় আমি ওজু করে দু-রাকাত নামাজ পড়লাম। সিজদায় গিয়ে খুব দুআ করলাম, তাতে এ-ও বলেছিলাম—'হে ওই সত্তা, যাকে কোনো বিপদ স্পর্শ করতে পারে না, বিপদগ্রস্ত বান্দাকে রহম করুন। হে ওই সত্তা, যাকে কোনো ব্যাধি স্পর্শ করতে পারে না, অসুস্থ বান্দাকে শেফা দিন।' এরপর যখন ঘুমুতে গেলাম, দেখলাম আল্লাহর রহমতে আমার কাশি সেরে গেছে। সকল প্রশংসা আল্লাহর।

---

২৩৬. আরবি বাক্যগঠন-শাস্ত্র।

ডক্টরেট থিসিসের সমস্যাবলির সমাধান

একব্যক্তি আমাকে শুনিয়েছেন যে, তার ডক্টরেট থিসিস তৈরির সময় বিভিন্ন জটিলতা দেখা দিত, যার সমাধান করতে বেশ বেগ পেতে হতো। তিনি বলেন, 'এমন কোনো জটিলতা দেখা দিলেই আমি ওজু করে দুআ করতাম, ফলে আল্লাহ তায়ালা সমস্যা সমাধান করে দিতেন এবং আমার মস্তিষ্কে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যেত।

স্বামীর বিরুদ্ধে বদদুআ

এক দম্পতির ঘটনা। স্বামী একদিন স্ত্রীকে বলল, 'আমার সফরের জিনিসপত্র গুছিয়ে দাও।' স্ত্রী গুছিয়ে দিলে স্বামী সফরে বেরিয়ে পড়ল। ওদিকে স্ত্রী জেনে গেল যে, তার স্বামী আরেক নারীকে বিয়ে করেছে এবং তাকে নিয়ে নতুন কোনো ঠিকানায় রওনা হয়েছে। সে তখন দুআ করতে লাগল, 'হে আল্লাহ, তার এমন পরিণতি করুন, যাতে তাকে অন্যের তুলে আনতে হয়।'

দুআর ফল কী হলো শুনুন। স্বামী গাড়িতে চড়ে নতুন গন্তব্যে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার গাড়ি এক্সিডেন্টের শিকার হলো। তার তখন আরেকটি গাড়ি ভাড়া করতে হলো, যা তাকে ও তার গাড়িকে টেনে নিয়ে চলল।

কাবা দেখার জন্য দৃষ্টিশক্তি ফেরত পাবার দুআ

এক রমজানে আমি এক আত্মীয়ের সঙ্গে মসজিদুল হারামে বসে ছিলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন ভিনদেশি এক ব্যক্তি, যাকে দেখতে বেশ নেককার মনে হয়েছে। কথায় কথায় তিনি বললেন, 'আমার পরিচিত এক ব্যক্তি আছেন, যিনি এই মুহূর্তে মসজিদেই রয়েছেন, সব সময়ই তিনি এখানে ইবাদত করেন। বয়স অনেক হয়েছে। একসময় তিনি অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তখন তিনি নিয়মিত দুআ করতেন, যাতে আল্লাহ তায়ালা তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন—যতদূর মনে পড়ে, তিনি এ-ও বলেছিলেন—যাতে তিনি বাইতুল্লাহ দেখতে পান। ফলে আল্লাহ তায়ালা তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

ঘটনা শুনিয়ে লোকটি আমাদের বললেন, 'যদি আপনারা তার সঙ্গে দেখা করতে চান, তবে আমার সঙ্গে আসুন।'

তাওয়াফের মধ্যে দুআ

পরিচিত এক ভাই থেকে শোনা ঘটনা। এক নারীর শিশু কন্যা জন্মের কয়েক মাসের মধ্যে মারা যায়। এর কিছুদিন পর সে মক্কায় যায়, অতঃপর কাবার তাওয়াফকালে বলে, 'ইয়া রব, আপনার কাছে প্রার্থনা করি, যাতে এক বছর পার হওয়ার আগেই আমার গর্ভে আরেকটি সন্তান আসে।' এরপর ঠিকই এক বছর পার হওয়ার আগে সে সন্তানসম্ভবা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে আরেকটি কন্যার মা হয়েছিল।

স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে দুআ

এই ঘটনা আমার দাদা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, 'অনেক আগে আমাদের গ্রামে এক লোক ছিল। তার স্ত্রী ছিল অত্যন্ত নেককার। তাদের বিয়ের বয়স বেশ কয়েক বছর হয়েছিল। হঠাৎ লোকটি পাশের গ্রামের আরেক নারীকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিল, এমনকি দিন-তারিখও ধার্য হয়ে গেল।

নির্ধারিত দিনে সে মোহরানার অর্থ সঙ্গে নিয়ে পাশের গ্রামে রওনা হলো। এরমধ্যে তার স্ত্রী পুরো বিষয় জেনে গিয়েছিল। লোকটি রওনা হবার পর সে ঘরের ছাদে উঠে গেল। তখন ঘরদোরও হতো নিচু, ফলে ছাদে ওঠা তেমন কঠিন ছিল না। ছাদে উঠে সে বলল, 'হে আল্লাহ, তাকে আটকে দিন, তাকে ওই মহিলার কাছে পৌঁছতে দিয়েন না।'

ফলে কী হলো! লোকটি পাশের গ্রামে প্রবেশ করে হঠাৎ কী মনে করে গাধার মুখ ঘুরিয়ে দিল এবং বিয়ে না করেই নিজ গ্রামে ফিরে এল।

এক বিপদগ্রস্তের দুআ

এক ফিলিস্তিনি ভাই বলেন, 'তখন আমি ব্রিটেনে বসবাস করি। একবার এমন হলো যে, আমার ভিসার মেয়াদ শেষ হতে মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকি, সেখানে থাকার সময়সীমা ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে বসবাসের অনুমতি নবায়ন করতে হবে। কাগজপত্র ঠিক থাকলে তা তেমন কঠিন নয়। আমি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করা শুরু করে আবার অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। এভাবে করব করব করতে করতে একদিন আমার কাছে পুলিশ-স্টেশনের প্রবাসী শাখা থেকে চিঠি

চলে আসে। তারা তাগিদ দেয়, যাতে আমি দ্রুত অফিসে যোগাযোগ করি, অন্যথায় আমার বসবাস অবৈধ হয়ে যাবে।

ফলে একদিন আমার ও পরিবারের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র একটি ছোট প্লাস্টিকের ব্যাগে নিই। প্লাস্টিকের ব্যাগে নিয়েছিলাম, যাতে চোরেরা মূল্যবান কোনো বস্তু না ভাবে। ব্যাগটা খুব সাবধানে ধরে রওনা হই, কারণ তাতে যে কাগজপত্র ছিল, তা বিদেশে একজন ফিলিস্তিনির জন্য সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। এরপর প্রথমে ছেলেদের স্কুলে পৌঁছে দিলাম, তারপর ভাবলাম, সময় এখনও কিছুটা বাকি, এই ফাঁকে আমার মুসলিম ছাত্র-সংঘের অফিসে একটু ঢু মেরে আসি।

অফিসে পৌঁছে যথারীতি প্রধান ফটকের সামনে গাড়ি থেকে নামলাম, এরপর বিসমিল্লাহ্ বলে পা বাড়ালাম। কিন্তু পরক্ষণেই প্রবেশপথের ওপর থমকে দাঁড়ালাম। সেখানে অস্বাভাবিক কিছু দেখা যাচ্ছিল। দেখলাম, ভেতরের দরজা সম্পূর্ণ খুলে মাটিতে ফেলে রাখা হয়েছে। আমার বুঝতে বাকি রইল না, রাতে ছাত্র-সংঘের ভবনে চোর হানা দিয়েছে। অফিসের প্রায় সকল জিনিস তারা নিয়ে গিয়েছিল। আমি দিশেহারা হয়ে চেয়ারে বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর খেয়াল হলো, খুঁজে দেখি টেলিফোনটা আছে কি না। টেলিফোন খুঁজে পেয়ে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করি, যারা রুটিন তদন্তে এসেছিল। প্রতিদিন এমন ঘটনা ঘটত বলে নিয়মিতই তাদের আসতে হতো। এরপর সহযোগিতার জন্য যে সঙ্গীরা এসেছিল, তাদের সঙ্গে বিধ্বস্ত অফিস যথাসাধ্য গোছগাছ করতে থাকি। কাজ শেষ হতে বেশ রাত হয়। দুর্ঘটনায় আমার চিন্তা এতটাই ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল যে, সারাদিন কাজ করে ঘরে ফিরলাম, কিন্তু 'বসবাসের অনুমোদন' আর ভিসার কথা একবারও মনে পড়ল না, বেমালুম ভুলে গেলাম।

দ্বিতীয় দিন ভিসার বিষয়টি মনে পড়ে। গতকাল যেহেতু যাওয়া হয়নি, আজ ভিসার কাজে যেতে মনস্থ করলাম। কিন্তু আমার কাগজপত্রের ব্যাগটি কোথায়? গতকালের ব্যস্ততায় কোথায় রেখেছি, মনে করতে পারছিলাম না। ঘরে, গাড়িতে সব জায়গায় খুঁজলাম, পেলাম না। পরিবারের সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ জানে না। পরে ভাবলাম, হয়তো ছাত্র-সংঘের অফিসে ফেলে এসেছি। কিন্তু হায়, সেখানেও পেলাম না। এবার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। মনে উঁকি দিতে লাগল নানারকম আশঙ্কা, হয়তো অসাবধানে এমন কোথাও রেখেছি যে, চোরে নিয়ে গেছে। সব রুম তন্ন তন্ন

করে খুঁজলাম। আবার গেলাম গাড়ির কাছে। ইসরাইলি বর্ডারগার্ড ফিলিস্তিনি গাড়ি যেভাবে তল্লাশি করে, ঠিক সেভাবে পুরো গাড়ি সার্চ করলাম। কিন্তু কাগজপত্রের কোনো হদিস পেলাম না।

অগত্যা আল্লাহকে ডাকতে লাগলাম, আর ভাবলাম যা হবার হবে, পুলিশ-স্টেশনে খবরটা জানিয়ে রাখি। তাদেরকে জানালাম, আমার কাগজপত্র হারিয়ে গেছে, আমার কিছু সময়ের প্রয়োজন। তারা আমাকে এক সপ্তাহ সময় দিলেন। এক সপ্তাহ পার হলে আবারও সময় বাড়ানোর আবেদন করলে তারা আরেক সপ্তাহ সময় দিলেন। অবশেষে যে আশঙ্কা করছিলাম তা-ই হলো, পুলিশ-স্টেশন থেকে কড়া চিঠি চলে এল। তারা আমাকে দিনক্ষণ বেঁধে দিয়ে সে অনুযায়ী হাজির হওয়ার হুকুম দিলেন। আমি ধরে নিলাম, এবার বিদায়ের ঘণ্টা বেজে গেছে, শীঘ্রই ব্রিটেন ছাড়তে হবে আমাকে, তবে আল্লাহ যদি রহমত করেন।

দেখতে দেখতে নির্ধারিত দিন চলে এল। আমার সাক্ষাতের সময় কিছুটা পরের দিকে হওয়ায় জরুরি কিছু কাজ সারার জন্য ছাত্র-সংঘের অফিসে গেলাম। সেখানে যাওয়ার পর হঠাৎ মনে জাগল, আমি কেন নামাজ পড়ে দুআ করছি না, দুআর উসিলায় বিপদ কেটেও তো যেতে পারে! সময়টা ছিল দ্বিপ্রহর। আমি নামাজে দাঁড়িয়ে গেলাম। সিজদায় গিয়ে অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে খুব দুআ করলাম, যাতে আল্লাহ তায়ালা আমার বিপদ দূর করে দেন এবং হারানো কাগজপত্রের সন্ধান দান করেন। আমার সব রকম অসহায়ত্ব প্রকাশ করলাম। এরপর সিজদা থেকে উঠে তাশাহুদে বসলাম। আমার দেহমনে তখন অন্যরকম প্রশান্তি, যা অনেকদিন ধরে পাইনি।

তাশাহুদ শেষ করে ডানদিকে সালাম ফেরালাম। তারপর যে-ই বামদিকে সালাম ফেরালাম, তখনই ঘটল সম্পূর্ণ অকল্পনীয় ঘটনা। দেখতে পেলাম আমার হারানো ব্যাগটি পড়ে আছে, যা আমি এতদিন ধরে খুঁজছি। নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। ব্যাগটির দিকে অপলক চেয়ে রইলাম। সংবিৎ ফিরে পেয়ে ব্যাগটি তুলে নিলাম, ভেতরে হাত দিয়ে দেখলাম সব কাগজপত্র যেভাবে ছিল, সেভাবেই আছে। মন আনন্দে নেচে উঠল; পেয়েছি, আমি আমার ব্যাগ পেয়েছি।

ব্যাগটিকে পাশে রেখে আবার জায়নামাজে এলাম। সিজদায় শোকর আদায় করলাম। আমার জবানে তখন আল্লাহ তায়ালার অকুণ্ঠ প্রশংসা। দু'ফোঁটা অশ্রু জায়নামাজে গড়িয়ে পড়ল। আমি মাথা তুললাম আর নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলাম, কেন এ কাজটি এতদিন করিনি!

কিছুটা ধাতস্থ হলে মনে পড়ল—ওইদিন আমি অফিসে ঢুকে যখন চুরির ঘটনা দেখতে পাই, তখন ব্যাগটি একপাশে রেখেছিলাম। পরে অফিস গোছগাছ করার সময় অন্যকিছু জিনিস ব্যাগটির ওপর পড়ে তাকে ঢেকে দিয়েছিল। সকল প্রশংসা আল্লাহর।'[২৩৭]

আল্লাহর কসম, তিনি ছাড়া তোমার কেউ নেই

'আল-ইসতিশফা বিদ্দুয়া' কিতাবের লেখক বলেন, 'একবার আমার চোখে কঠিন রোগ হয়। রোগটি ছিল দুর্লভ ও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এমনকি রোগের লক্ষণগুলোও ডাক্তারদের কাছে সুস্পষ্ট ছিল না।

আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে বিশেষভাবে দুআ করে একটি হাসপাতালে গেলাম। ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এক সপ্তাহ পর আবার যেতে বললেন। আমার মনে হলো, সম্ভবত তিনি আমার চিকিৎসা করতে চান না, তাই আমাকে ঘোরাতে চাইছেন। তাই আরেকটি হাসপাতালে গেলাম। ওখানকার ডাক্তারদের অভিজ্ঞতার সুনাম থাকা সত্ত্বেও তারা আমার রোগই নির্ণয় করতে পারলেন না, চিকিৎসা করবেন তো দূরের কথা। এরপর কয়েকদিন পার হলো, তীব্র ব্যথায় আমার জান যায় অবস্থা।

কোনো সমাধান না পেয়ে প্রথম ডাক্তারের কাছেই ফিরে গেলাম। তিনি দরজার কাছে আমাকে দেখেই ভেতরে ডাকালেন। প্রথমত, এতদিন কেন দেরি করলাম, তার জন্য তিরস্কার করলেন, তারপর ওষুধ লিখে দিলেন। ওষুধে ব্যথা কিছুটা কমল।

দুই মাস ধরে চোখের চিকিৎসা চলছিল। এরমধ্যে একদিন অন্য এক ডাক্তার আমার চোখ পরীক্ষা করলেন, যিনি তৎকালে বিভাগীয় প্রধান ও মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। এরপর একদিন শুনলাম তিনি নিজ ছাত্রদের বলছেন, 'এই চোখটির দৃষ্টি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে, এখন আমরা চাইছি রোগটা যেন আর না ছড়ায়, অপর চোখটা যেন ভালো থাকে।' আলোচনা শেষে তিনি বেরিয়ে গেলেন। নিজের চোখের এই অবস্থার কথা শুনে খুব কাঁদলাম এবং আল্লাহর কাছে দুআ করলাম।

২৩৭. আল-মুজতামা' পত্রিকা, সংখ্যা ১৪৫০, তারিখ ১৯ সফর ১৪২২, শিরোনাম: নির্বাসিত দেশে এক বিপদগ্রস্তের দুআ, লিখেছেন মাজদী আকিল আবু শিমালা। ঈষৎ সংক্ষেপিত। (অনুবাদক-কর্তৃক রেফারেন্স পত্রিকার আলোকে অধিকতর পরিমার্জিত)।

পরদিন সেই ডাক্তারই পুনরায় আমার পরীক্ষা করলেন। অসুস্থ চোখটিতে মাইক্রোস্কোপ বসিয়ে তিনি চিৎকার করে বললেন, 'অলৌকিক; আল্লাহর কসম, অলৌকিক! আপনি কী করেছেন বলুন।' আমি বললাম, 'কিছুই করিনি। শুধু গতকাল আপনার কথায় খুব চিন্তিত হয়েছি এবং কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছি।' তখন ডাক্তার বললেন, 'সম্ভবত তা ছিল একটি নেক দুআ, যা আকাশের অধিপতি কবুল করেছেন।'[২৩৮]

দাহনা মরুভূমিতে দুআ

আমার দাদা—আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন ও শেফা দিন—বলেন, 'আমাকে একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বলেছেন, 'আগে যখন আমরা ব্যবসার কাজে ইরাক যেতাম, তখনকার ঘটনা। একবার আমরা ফিরছিলাম। কোনো এক কারণে সাধারণ পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে ফিরতে হচ্ছিল। আমরা দাহনা মরুভূমি পাড়ি দিচ্ছিলাম, এরমধ্যে আমাদের পানি শেষ হয়ে গেল। উটগুলোর চোখে রক্তের অশ্রু গড়াতে লাগল। আমরা সবাই একটি গাছের নিচে মৃত্যুর অপেক্ষায় শুয়ে পড়লাম। সময়টা ছিল ঘোর গ্রীষ্মকাল। তখন আমাদের একজন দাঁড়িয়ে বলল, 'আমরা কেন এমন করছি? কেন আল্লাহর কাছে দুআ করছি না?'

তার কথায় আমরা উঠে দাঁড়ালাম। সংখ্যায় আমরা ছিলাম পাঁচজন। তিনি আমাদের নিয়ে নামাজ পড়লেন এবং আল্লাহর সাহায্য চাইলেন। পাশাপাশি আমরা চাদরও উল্টেছিলাম।[২৩৯] আল্লাহর কসম, এক ঘণ্টাও পার হয়নি, তারমধ্যেই আকাশে মেঘ দেখা গেল, যা ধীরে ধীরে আমাদের ওপর অবস্থান নিল। তারপর বর্ষিত হলো বৃষ্টি, আমাদের প্রাণসঞ্জীবনী বৃষ্টি। আমরা তৃপ্ত হয়ে পানি পান করলাম। উটগুলোও পানি পেয়ে খুব খুশি হলো। আমরা সর্বোত্তভাবে আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা করলাম।

২৩৮. আল-ইস্তিশফা বিদ্দুয়া, ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ হাসান আলজামাল (ঈষৎ পরিমার্জিত)।
২৩৯. বৃষ্টিপ্রার্থনায় (ইস্তিস্কা) চাদর ওল্টানোর বর্ণনা রয়েছে।

শেষ কথা

প্রিয় ভাই, আমার পড়া কিংবা শোনা দুআ কবুলের বিভিন্ন ঘটনা এখানে সংকলিত করলাম। আশা করি এ প্রয়াস সকল পাঠকের জন্য দুআয় যত্নবান হওয়ার শুভসূচনা করবে, ইনশাআল্লাহ।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

অনুবাদকের আত্মপরিচয়

আমার নাম নাঈম আবু বকর। অবশ্য এটি লেখকনাম। প্রকৃত নাম আবু বকর সিদ্দিক আর পরিবারে ব্যবহৃত নাম নাঈম সংযুক্ত হয়ে উক্ত নামের উদ্ভব। জন্মেছি ৯ নভেম্বর ১৯৯০, ঢাকার মাতুয়াইলের শেখদিতে। বাবা চার্টার্ড একাউন্টিং কোর্স কমপ্লিটেড, যদিও হালালের ব্যাপারে আপসহীনতা ও স্বভাবজাত দুনিয়াবিরাগের ফলে খুব বেশি অর্থোপার্জন করেননি। মা গৃহিনী। তাঁদের মতো আদর্শ পিতা-মাতা জগতে খুব বেশি নেই বলে বিশ্বাস করি।

বাবার কাছে হেফজ সম্পন্ন করে যাত্রাবাড়ী জামিয়ায় (জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী. ঢাকা) কিতাব বিভাগে ভর্তি হই ২০০১ সালে। সেই যে শুরু, আজ বিশটি বছর উক্ত জামিয়ার কোলেই দিনাতিপাত করছি। ২০১০-এ দাওরা ও '১২-তে উলুমুল হাদিস সমাপ্ত করে শিক্ষকতার খেদমতে নিযুক্ত হয়েছি। পাশাপাশি '১৭ ও '১৮ তে সম্পন্ন করেছি ইফতা। আল্লাহ তায়ালা আমৃত্যু এই ইলম-জননীর ছায়ায় স্থান দিন—এই দোয়া।

জেনারেল শিক্ষাব্যবস্থার কোনো ডিগ্রি আমার নেই। যা কিছু শিক্ষা, সব প্রথমত আল্লাহ তায়ালার দান, দ্বিতীয়ত যাত্রাবাড়ী জামিয়ার অবদান।

লেখালেখির শুরু ২০০৩-এ, জামিয়ার দেয়ালিকার মাধ্যমে। এরপর কালে-কালে পথচলা। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বিভিন্ন সাময়িকীতে ইসলামকে উপজীব্য করে প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখার সুযোগ হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে একটি মৌলিক গ্রন্থও, নাম 'কুরআনের জানা-অজানা'।

পারিবারিক জীবনে বিবাহিত। এক পুত্র ও দুই কন্যা প্রতিনিয়ত চক্ষু-শীতল করে চলেছে। পরম করুণাময় ওদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ করুন।

তবে সবশেষ কথা—আমি মৃত্যুপথযাত্রী, নির্ধারিত অন্তিম মুহূর্তের প্রতি ধাবমান। একদিন যাবতীয় ভালো-মন্দসহ উপস্থাপিত হব ওই সত্তার সকাশে, যিনি আমার পরিচয় জানেন স্বয়ং আমার চেয়েও বহুগুণ বেশি।

দুআ কী?

দুআ মহাপ্রভুর সাথে ক্ষুদ্র সৃষ্টির সংযোগ। প্রতি মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে কথোপকথন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁর ভাবদ্যোতনায় নিমজ্জন হওয়ার সেরা মাধ্যম। দুআ মানে তাঁর গভীর প্রেম-সরোবরে ভেসে উঠা। আচমকা বিপদে ভড়কে না যাওয়া। এটি নিরাশার মাঝেও আশার প্রদীপ জ্বালায়। ভূলোক থেকে দ্যুলোক পথে নিয়ে যায় আমাদের বার্তা। দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরশ-মালিকের। বদর প্রান্তের মতো স্থানে আকাশ-বাহিনী ফিরিশতাদের অবতরণ কিন্তু এই দুআর বরকতেই। দুআ জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী—যেমন পরিবর্তন আবু হুরায়রা রা.-এর মা ও ওমর রা.-সহ অসংখ্য জীবনে এনেছে।

এসব ঈমান-জাগানী কাহিনী দিয়ে সাজানো এই বই। পুরো বই জুড়েই পাঠক উপলব্ধি করবেন, মুমিনের দুআ কখনও ভেস্তে যায় না। খুঁজে পাবেন যুগের সোনালী-প্রাপ্তি দর্পণে দাঁড়িয়ে নিজের সোনালী জীবন গড়ার হাতিয়ার, ইনশাআল্লাহ।

WAFI PUBLICATION

9 789849 501398

www.wafipublication.com